

মুসলিম উম্মাহ্‌র ‘প্রতিশ্রুত রাহ্‌বার’ ইমাম মাহদীর আগমনঃ

২০২০ সাল-ই কি সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ?



-শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ-

আবু আব্দুল্লাহ

উৎসর্গঃ

মুসলিম উম্মাহ্র 'প্রতিশ্রুত রাহ্বার' হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর গোরাবা (অপরিচিত) ৩১৩ জন 'বদরী' সাথীদেরকে-

যাঁরা সাহাবায়ে কেরামের পর শ্রেষ্ঠ উম্মত, আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যাঁদের উপর আসমানবাসী ও যমীনবাসী সন্তুষ্ট!!!



وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ﴿٧﴾

“আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করেনা।” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৭)

!!! সতর্কতা !!!

কে হবেন ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম, তাঁর আগমনের সাল ও ক্ষণ একটি গাইবের বিষয়। এ বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে। আমি একজন নগণ্য, অযোগ্য 'তালিবুল মাহদী' (ইমাম মাহদীর তালাশকারী)। তথাপি আল্লাহ্ তাআলার অসীম রহমতের প্রত্যাশী, যেন তিনি আমাকে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের পরম সৌভাগ্যবান ৩১৩ জন সাথীদের একজনের অন্তর্ভূক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন তামান্না এবং তার জন্য উপযুক্ত প্রচেষ্টা প্রত্যেক মুমিনেরই থাকা চাই। এ বিষয়ে দুআ, রোনাজারি আর কিঞ্চিৎ আগে বাড়ার ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কিছু স্বপ্ন আর উমরাহ্র সফরে বহুবিধ বাস্তব নিদর্শন প্রদর্শন করেন।

হাদীসের ভাষ্য এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায়, এটাই প্রতীয়মান হয় যে, **ইন্‌শাআল্লাহ ২০২০ সাল (১৪৪১ হিজরী)-ই উম্মতের সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ, যখন ঘটবে মুসলিম উম্মাহর প্রতিশ্রুত সেই রাহ্‌বারের আগমন।** তারপরও সবকিছু আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক ভালো জানেন। আর আমাদের কর্তব্য প্রবল সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নিজেদেরকে হিজরত ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা।

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমন, তাঁর প্রকাশ অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে

এর ইলম দান করেন। আর তাই আখেরী যামানার আলামতসমূহ সম্পর্কে গাফেল ও বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে বে-খবর, অপাত্রে কখনোই এর ইলম না ঢালা চাই। অবুঝ, বে-তলবদের সাথে আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বাহাছ সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে যাকে পথ প্রদর্শন না করবেন, সে কখনোই পথ পেতে পারে না।

এই কিতাব সেই সকল উম্মত দরদীদের জন্য, যারা আল্লাহ তাআলার যমীনে দীন কায়েমের তরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন, দুনিয়া হতে বাতিলের মূলোৎপাটন করতে সদাপ্রস্তুত, যারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের তালাশ করছেন, তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ৩১৩ জন সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং এর যোগ্যতা ও ক্ষমতাও রাখেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের কাউকে মাহরুম (বঞ্চিত) না করেন। আমীন।

-মাহ্মুদ আল হিন্দী

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

বর্তমান যামানা কি ইমাম মাহ্দী আলাইহিস্ সালাম-এর আগমনের প্রতিশ্রুত সময়?

বর্তমান যামানা কি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম- এর আগমনের প্রতিশ্রুত সময়?

১. ইমাম মাহদী আ. এর আগমনের পূর্বে কিয়ামতের যে সব আলামত প্রকাশ পাবে:

ক. দূরবর্তী নিদর্শনসমূহ:

- রাসূল ﷺ এর আগমন।
- চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া।
- মদীনায় বিশাল অগ্নিকুন্ড প্রকাশ, যার আলোতে ইরাকের বসরা শহরের উটগুলোর গর্দান আলোকিত হয়ে উঠবে (বুখারি শরীফ, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৭৪৭৩) [উল্লেখ্য, আগুনটি ৬৫৪ হিজরীর জুমাদিউস সানির এক শুক্রবারে প্রকাশ পায়।- আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।]

খ. সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী:

- প্রায় ৩০ জনের মত মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারীর আত্মপ্রকাশ (বুখারী-৩৪১৩)
- অধিকহারে সংঘাত ও হত্যাযজ্ঞ (বুখারী-৫৬৯০/মুসলিম-৬৯৬৪)
- স্বল্প কাপড় পরিহিত নগ্ন নারীদের আত্মপ্রকাশ (মুসলিম-৭৩৭৩/৫৭০৪)
- অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বৃদ্ধি (মুসনাদে আহমদ-৬৫১৮/মুসতাদরাকে হাকেম-৮৬৪৪)
- মেয়েদের সাথে মেলামেশা বৈধজ্ঞান (বুখারী-৫২৬৮)

- যিনা/ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ (মুসলিম-৬৯৫৭)
- মদ্য এবং গান-বাজনা বৈধজ্ঞান (বুখারী-৫২৬৮)
- পুরুষ হ্রাস, মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি, ১:৫০ হবে (মুসলিম-৬৯৫৭)
- যাকাত প্রদানকে জরিমানা জ্ঞান (তিরমিযী-২২১১)
- আল্লাহর জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ (তিরমিযী-২৬৮৫)
- মায়ের অবাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্টকরণ (তিরমিযী-২২১১)
- পিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বন্ধু বান্ধবকে কাছে আনয়ন (তিরমিযী-২২১১)
- মসজিদে চিল্লাচিল্লি ও ব্যাপক হৈ-হুল্লোড় (তিরমিযী-২২১১)
- সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি - সমাজের নেতা (তিরমিযী-২২১১)
- সময় দ্রুত অতিবাহিত হওয়া (বুখারী-৫৬৯০/মুসলিম-৬৯৬৪)
- মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে (মুসলিম-৩২৮)
- মসজিদের কারুকার্যকরণ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে (আবু দাউদ-৪৪৯)
- অধিক বজ্রপাত হবে (মুসনাদে আহমদ-১১৬৩৮)
- অধিক হারে ভূমিকম্প হবে (মুঃ আহমাদ-১৯৭৬৭/মুঃ হাঃ-৮৩৭২/আবু দাউদ-২৫৩৭)
- কুরআনকে অবহেলা এবং অন্যান্য গ্রন্থের ছড়াছড়ি (তাবারানী)
- কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ (মুসনাদে আহমদ-১৯৮৯৮)
- তুচ্ছ ও স্বল্পজ্ঞানীদের নিকট দ্বীনের এলেম অন্বেষণ (আয-যুহদ.লি ইবনিল মুবারক-৬১)
- আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি (তাবারানী, মুজামুল আওছাত-১৭০)
- মিথ্যার ব্যাপক প্রচার প্রসার (মুসলিম-১৬)
- পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি (মুসনাদে আহমাদ-২৩৩৫৪)
- দাসীর গর্ভ হতে মনিবের জন্ম (মুসলিম-১০৬)
- দেহে মাংসলতা ও স্থূলতা বৃদ্ধি (বুখারী-৩৪৫০/মুসলিম-৬৬৩৮)

গ. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী:

- মক্কার জাবালে আবি কুবাইস এবং জাবালে কুআঈকাআন-এর উপর বিল্ডিং প্রকাশ পাওয়া এবং মক্কায় পানির ঝর্ণাসমূহ (পাইপ লাইন) খনন করা হবে। (মুসান্নাে আবি শায়বা)
- খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্তান) হতে **কালো পতাকাবাহী বাহিনী** আত্মপ্রকাশ ঘটবে (যারা পরবর্তীতে ইমাম মাহদী আ. এর সহযোগী হবে, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবে)। (তিরমিযি-২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ-৮৭৬০)। কোনো বাহিনীই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু অনারবদের একটি বাহিনী যা পশ্চিম দিক হতে আসবে। (কানযুল উম্মাল,১৬২/১১, আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ) ।

বনু কানদার এক খোঁড়া ব্যক্তি সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। (আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস- ৯৫২, আস্ সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)।

মা অরাউন নাহার তথা খুরাসান হতে হারিস্ বিন্ হার্রাস নামক এক ব্যক্তি বের হবে (যে ইমাম মাহদীর জন্য কালো পতাকার বাহিনী তৈরি করবে), তার অগ্রভাগে (পরবর্তীতে ইমাম মাহদীর সময়) থাকবে আরেক ব্যক্তি যাকে 'মানসুর' বলা হবে। সে মুহাম্মাদের বংশধরদের (ইমাম মাহদীর) পথকে ঠিক তেমনভাবে সুগম করবে, যেমন কুরাইশগণ রাসূল ﷺ- এর পথকে সুগম করেছে। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাকে সাহায্য করা আবশ্যক। (আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪২৯২)

তোমরা যখন দেখবে খুরাসানের দিক হতে কালো পতাকার বাহিনী আগমন করেছে, তখন তোমরাও তাতে শামিল হয়ে যেও (যদিও বরফের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আসতে হয়।- আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস- ৮৯৫, ইবনে মাজাহ- ১৩৬৬/২, ইবনে আবি শায়বা- ৩৭৭২৭)।

কেননা, তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলিফা মাহদী বিদ্যমান। (মুসনাদে আহমাদ, ২৭৭/৫, কাঞ্জুল উম্মাল, ২৪৬/১৪, মিশকাত)।

[ব্যাখ্যা: আফগানিস্তানের (খুরাসানের) ইতিহাসে প্রথমবারের মত আফগানিস্তান হতে কালো পতাকার যে বাহিনী বের হয়েছে তার নাম 'তালিবান' ও 'আল কায়েদা'। ৯/১১ এর ঘটনার পর পশ্চিমা দেশ আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও তাদের দোসররা (৪৯ টি দেশের পতাকা একযোগে) অক্টোবর, ২০০১ এ আফগানিস্তানে হামলা করে। তখন তাদের জয়েন্ট চীফ কমান্ডার ছিল এয়ার ফোর্স জেনারেল রিচার্ড মেয়ার (Richard Myers)। তার এক পা খোঁড়া ছিল। সে জন্মগ্রহণ করে কানসাস শহরে। যার সীমানা রয়েছে কানাডার সাথে। এই শহরের বেশির ভাগ অধিবাসী কানাডা হতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আর কানাডাকে আরবীতে 'কানদা' বলে। যাইহোক, সতের বছর যুদ্ধ করার পরও তালিবানরা আফগানিস্তানের ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রন করছে।

(সূত্রঃ- https://www.bbc.com/bengali/news-42887191)

হাদীসের ভাষ্য, 'যদিও তাদের কেউ প্রতিহত করতে পারবে না, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে পশ্চিমা শক্তি।' এর সত্যায়ন হয়েছে। এই বাহিনীর গঠনে এবং বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন হযরত উসামা (= সিংহ = হারিস্) বিন লাদেন (=শস্যক্ষেত্র = হার্‌রাস্) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম-এর সময় তাঁকে যিনি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করবেন, যার উপাধি হবে 'মানসুর' (আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত)। তাঁর প্রকাশ এখনো বুঝা যাচ্ছে না। তিনি কে হবেন তা আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, ইমাম মাহদী কালো পতাকার বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলটি ইমাম মাহদীকে শক্তিশালীকারী দল হবে। তারা আরবে পৌঁছে ইমাম মাহদীর দলে অন্তর্ভূক্ত

হবেন। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ইমাম মাহদী স্বয়ং তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবেন, কিন্তু তখন তাকে কেউ চিনবে না। কিন্তু পরে যখন হেরেম শরীফে পৌঁছবেন, তখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে প্রথম মতটিই আমার কাছে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা এক বর্ণনা অনুযায়ী, 'ইমাম মাহদী তার দ্বীনি কর্মকান্ড ও দ্বীন প্রচারের প্রতি তার আগ্রহের কারণে ৩০ বছর বয়সের পর হতে মানুষের ময়দানে পরিচিতি লাভ করতে থাকবেন। অর্থাৎ প্রথমে তিনি দাঈ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন। কিন্তু তাকে তখন কেউ সনাক্ত করতে পারবে না বা তিনি নিজেও জানবেন না যে, তিনিই ইমাম মাহদী। তার বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হবে তখন একরাতে আল্লাহ পাক তাকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খেলাফত পরিচালনা করার যোগ্যতা দান করবেন।']

- ***অনারবদের*** পক্ষ থেকে ইরাকের 'দিরহাম' (অর্থনৈতিক) ও 'কাফিজ' (তৈল এর উপর) অবরোধ আরোপ করা হবে। (মুসলিম-৬৯৬১)

[***'পূর্ব-পশ্চিম সকল জাতীয়তার অনারব সংগঠন "আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদ"*** কর্তৃক ৬ই আগস্ট ১৯৯০ হতে ২০১০ পর্যন্ত এই অবরোধ বহাল ছিল।

- ইরাকের পর ***পশ্চিমাদের*** পক্ষ থেকে সিরিয়ার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। (মুসলিম-৬৯৬১)

[২০০১ সালের আগস্ট হতে সিরিয়ার উপর ***কেবল পশ্চিমা দেশগুলোর*** পক্ষ হতে অর্থনৈতিক অবরোধ এখনও চলছে।]

➢ শেষ যামানায় পশ্চিমা দেশসমূহ কর্তৃক ইরাক আক্রমণ করা হবে। (আল ফিতান, ৯০৭/৪)

➢ শেষ যামানায় বাগদাদ আগুনে ধ্বংস হবে। (রিসালাতু খুরুজিল মাহদি, ১৭৭/৩, মুন্তাখাব কাঞ্জুল উম্মাল, ৩৮/৫)

[যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড ২০০৩ সালের ২০ মার্চ রাতে ২:৩০ এ বাগদাদে বোমারু বিমান হামলার মাধ্যমে এ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। এর পরদিনই যুক্তরাষ্ট্র (১,৪৮,০০০ সৈন্য), ইংল্যান্ড (৪৫,০০০ সৈন্য), অস্ট্রেলিয়া (২,০০০ সৈন্য) ও পোল্যান্ড (১৯৪ জন সৈন্য) কুয়েত সীমানার নিকটবর্তী প্রদেশ বসরাতে পদাতিক অভিযান শুরু করে।]

➢ ফোরাত নদী শুকিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে সোনার পাহাড় বের হবে। তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশ জনে নিরানব্বই জন লোক মারা যাবে। (মুসলিম-৭৮৫৪)

[দজলা ও ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। ১২/০২/২০১৩ সালে নিউইয়র্ক টাইম্স বলেছে, নাসার গবেষকরা এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি লক্ষ্য করেছে, গত দশ বছরে ১১৭ লক্ষ একর ফুট খাদের পানি শুকিয়ে গেছে। কেউ কেউ এই হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে স্বর্ণ বলতে তেলসম্পদকে বুঝানো হয়েছে। কেননা খনিজ তেলকে **"ব্লাক গোল্ড"** বলা হয়। ২০০৩ সালে শুরু হওয়া ইরাক যুদ্ধে ফোরাত নদীর উপকূলবর্তী শহর ফালুজাতে মার্কিন ও মুজাহিদদের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।]

➢ একটি ফিতনা সিরিয়ার পাহাড়ি উপত্যাকা থেকে আসবে, যা হলো সুফিয়ানি (সিরিয়ায় বনু কালব গোত্রের কুরায়শি শাসক)। (আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ৮৭, মুসতাদরাকে হাকেম।)

তার সহচরদের মাঝেও কালবিয়া বা কালব গোত্রের লোক বেশি থাকবে। দামেস্কের দিক থেকে সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে। তার মাথা বড় হবে। এবং মুখে শ্বেত রোগের দাগ থাকবে। মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তার অভ্যাস হবে। যেই তার বিরোধিতা করবে, তাকেই হত্যা করবে। এমনকি গর্ভবতী নারীর পেট ফেঁড়ে সন্তান বের করে হত্যা করে ফেলবে। ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের খবর শুনে মাহদিকে হত্যা করার জন্য সে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করবে। (মাযাহিরে হক জাদিদ: ৪৩/৫)।

সুফিয়ানি খালেদ বিন ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. এর বংশধরদের মধ্য থেকে হবে। তার মাথা বড় হবে এবং মুখে গুটি বসন্তের (পক্স) দাগ থাকবে। তার চোখে থাকবে সাদা দাগ। (আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং-৮১২)

দ্বিতীয় সুফিয়ানির জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে। (অর্থাৎ সুফিয়ানি দুইজন হবে।) (আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদীস নং-৯৫৪)

[ব্যাখ্যা: ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে সিরিয়া নামক গোটা ভূখণ্ডে ইসলাম আসার পরের ইতিহাসে প্রথম কোনো ব্যক্তি সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, যে কিনা আরবদের গোত্র পরিচয়ের দিক থেকে বনু কালব গোত্রের এবং আকিদাগত দিক থেকে (মুর্তাদ) শিয়া নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত এবং জন্মগতভাবে পাহাড়ি উপত্যকার একটি গ্রাম আল কারদাহাহ থেকে। ২-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ সালে লাগাতার ২৭ দিন হামা শহরে এই বনু কালব গোত্রীয় প্রেসিডেন্ট হাফিয আল আসাদ (প্রথম সুফিয়ানি) ও তার সহোদর কর্নেল রিফাত আসাদের নেতৃত্বে সিরিয়ান সেনা বাহিনী আহলে-সুন্নাহ, বিশেষ করে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ওপর যে আক্রমণ ও গণহত্যা পরিচালনা করে নিকট অতীতে তার কোনো নজির নেই। সে গণহত্যায় গুম, গ্রেফতার

ও দেশত্যাগীদের ছাড়া শুধু হত্যার শিকার-ই প্রায় চল্লিশ হাজার সাধারণ সুন্নী মুসলিম। উল্লেখ্য, হাফিয আল আসাদের মুখে শ্বেত দাগ ছিল।

২০০০ সালে সিরিয়ার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত বনু কালব গোত্রের দ্বিতীয় সুফিয়ানি শাসক বাশার আল আসাদের জন্ম দামেস্কে। সে নিজেকে কুরায়শি দাবী করে। তার অনুসারী প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগই নুসাইরিয়া/আলাভি তথা কালবিয়্যা বা কালব গোত্রের। ২০১১ সাল থেকে শুরু হওয়া সিরিয়ার যুদ্ধে নুসাইরিদের অবস্থান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে এতই নিষ্ঠুর যে, গর্ভস্থিত সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করে হাদিসের বাণীকে তারা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছে। আসাদের স্নাইপাররা গর্ভবতী মহিলাদের পেটকে লক্ষ্য করে গুলি করে গর্ভস্থিত সন্তানদের হত্যা করেছে। খবরটি দেখতে ইন্টারনেটে "Is this the most sickening image of the war in Syria so far? Snipers target unborn children in chilling competition to win cigarettes." লিখে সার্চ দিলে http://www.dailymail.co.uk -এর একটি নিউজ পাওয়া যাবে।

অথবা ক্লিক করুন এখানে-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMgZTp5zjAhXZV30KHaLbAZUQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-2466574%2FWar-Syria-Snipers-target-unborn-children-chilling-competition-win cigarettes.html&usg=AOvVaw2oZn9VfqEADztIT6zYsIzp

মক্কাতে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে সর্বপ্রথম যেই আরব শাসকটি মাহদির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে সে হবে সিরিয়া নামক ভূ-খন্ডের বনু কালব গোত্রের কুরায়শি অত্যাচারী শাসক (দ্বিতীয় সুফিয়ানি)। এথেকে বুঝা যায়, সে আগে থেকেই সিরিয়ার

ক্ষমতায় থাকবে। ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের পর সে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে যাকে ‘বায়দা’ নামক স্থানে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ইমাম মাহদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, দ্বিতীয় সুফিয়ানিকে ইসরায়েলের বাহিরাতুত তিবরিয়া এর নিকটবর্তী স্থানে হত্যা করবেন। একে হাদীসের ভাষায় “বনু কালবের যুদ্ধ” হিসেবে অভিহিত করা হয়।]

- (ইমাম মাহদী প্রকাশের পূর্বে) সিরিয়ায় যুদ্ধ সংগঠিত হবে। (ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সংগঠিত মহাযুদ্ধের সময়) সিরিয়ার আল-গুতা মুসলমানদের সামরিক রাজধানী হবে এবং দাবিক/আমাকে মহাযুদ্ধ সংগঠিত হবে । (আবু দাউদ-৪৩০০, মুসতাদরাকে হাকেম, ৫৩২/৪, আল মুগনি, ১৬৯/৯, মুসলিম-৭৪৬০, ইবনে হিব্বান-২১৪/১৫)

[বর্তমানে স্থানদুটি মুজাহিদদের করতলগত আছে। সিরিয়ার বনু কালব গোত্রের সুফিয়ানি শাসক বাশার আল আসাদ সিরিয়ার আল-গুতায় গত ২১ শে আগস্ট ২০১৩ সালে রাসায়নিক হামলা চালায়।]

- (ইমাম মাহদী প্রকাশের পূর্বে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য) সিরিয়া, ইয়েমেন এবং ইরাকে তিনটি বাহিনী থাকবে। (আবু দাউদ, হাদিস নং-২৪৮৫, মুসনাদে আহমাদ, ১১০/৪)

[এই হাদীসের বাস্তবায়ন হয়ে গিয়েছে। আজ এই মুহূর্তে এই তিন ভূ-খন্ডে এরকম তিনটি বাহিনী অবস্থান নিয়েছে।]

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত) মানুষের মহাযুদ্ধ পাঁচটি। তার মধ্যে দুটি ইতিপূর্বে (এই উম্মতের আগে) বিগত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি এই উম্মতের মাঝে সংঘটিত হবে। একটি হলো তুর্কি মহাযুদ্ধ। একটি রোমানদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ। আর তৃতীয়টি হলো, দাজ্জালের মহাযুদ্ধ।

দাজ্জালের পর আর কোন মহাযুদ্ধ হবেনা।' (আল ফিতান, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৮, আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

[ব্যাখ্যা: এই উম্মতের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮ ইসায়ী সালে) তুর্কী উসমানী খিলাফত অংশগ্রহণ করে এবং ইসলামের সর্বশেষ খিলাফত ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৩৫ ঈসায়ী সালে) রোমানরা (পশ্চিমারা) অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী হয়। সুতরাং বাকী রয়ে গেল কেবল শুধু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যা হবে হক এবং বাতীলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর পৃথিবী হতে বাতিল চির বিদায় নিবে। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।]

একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে আপনি যখন বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিবেন, তখন এ কথা বলতে বাধ্য হবেন যে, হাদিসে বর্ণিত কোনো একটি বিষয়ও বাস্তবায়িত হতে বাকি নেই। তবে হ্যাঁ, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম- এর আগমনের পূর্বের কয়েকটি নিদর্শন এখনও বাকি আছে, যেগুলো তাঁর আগমনের বছরের রামাযান মাস হতে প্রকাশ পেতে শুরু করবে, জিলহজ্জ মাসে তাঁর প্রকাশের মাধ্যমে শেষ হবে। এগুলো সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২. এখন সময় 'নবুয়তের আদলে খিলাফতের'

কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার কি কি পর্যায় হবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১৪০০ বছর পূর্বে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, এভাবে-

"তোমাদের মাঝে নবুয়তের যামানা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি একে উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে নবুয়তী তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত 'খুলাফায়ে রাশেদার' আমল, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে বংশপরম্পরার নেতৃত্ব, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে চরম যুলুম-অত্যাচারের যামানা, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আবারো আসবে নবুয়তের আদলে খুলাফায়ে রাশেদার (পথপ্রদর্শিত খলীফার) খিলাফত।" এতটুকু বলার পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহ্মাদ, হাদীস নং- ১৭,৬৮০)

নবুয়তের যামানা শেষ হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর ওফাতের মাধ্যমে , অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদার যুগ ছিল সর্বমোট ত্রিশ বছর, অতঃপর বংশপরম্পরার শাসনব্যবস্থার যুগ (রাজতান্ত্রিক/পরিবারতান্ত্রিক খিলাফত) যা ১৯২৪ সালে তুর্কী খিলাফত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে অবশিষ্ট ছিল, অতঃপর চরম নৈরাজ্য ও যুলুম-শোষনের যুগ অর্থাৎ গণতন্ত্র/সমাজতন্ত্র/রাজতন্ত্রের যুগ অর্থাৎ বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বে যা চলছে, এরপর আসবে 'নবুয়তের আদলে খিলাফতের যুগ' অর্থাৎ ইমাম মাহদী আ. ও ঈসা আ. এর যামানা। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ চুপ রইলেন।

অর্থাৎ এরপরই ইসলামের মৃত্যু হবে অর্থাৎ পৃথিবী হতে ইসলাম বিদায় নিবে। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন)।

৩. প্রতি ১০০ বছর পর পর আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনের মাঝে সংস্কার সাধন করেন

যেহেতু বর্তমান সময় (গণতন্ত্র/সমাজতন্ত্র/রাজতন্ত্র নামক) যুলুম-অত্যাচারের যামানা এবং এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে "নবুয়তের আদলে খিলাফতের"। মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ খিলাফত তুরস্কের 'উসমানী খিলাফত' ধ্বংস হয়েছিল ০৩ মার্চ, ১৯২৪ ঈসায়ী (২৬ রজব, ১৩৪২ হিজরী) সালে। বর্তমানে এই উম্মত অভিভাবকশূণ্য, আজ আমাদের পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপর নেই কোনো ছায়া । চারিদিকে উম্মতের শুধু কান্না আর আহাজারির গগণবিদারী চিৎকার। পৃথিবীর কোণায় কোণায় প্রতিটি উম্মতের আজ একই চাওয়া, একই প্রার্থনা, "প্রভু হে! আর কত! আর কত কাল! কখন আসবে তোমার সাহায্য? কখন আসবে তোমার সেই প্রতিশ্রুত রাহ্‌বার? কুফ্‌ফারদের যুলুম-অত্যাচার-হত্যাযজ্ঞ আর কত!! আর যে সইছে না! দাওনা তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক, তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী?" আল্লাহ তাআলা কি এই উম্মতকে অভিভাবকশূণ্য করে রাখবেন, তাও আবার শতবর্ষাধিক? না, তা হতে পারে না, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তাআলা এমন কাউকে (মুজাদ্দিদ হিসেবে) পাঠাবেন যে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।" (হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪২৯১)।

বর্তমানে ইসলামের কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দরকার? মুসলিমদের জন্য একটু আশ্রয়, কথা বলার জন্য একটি বলিষ্ঠ বাক্‌শক্তি, বাতিলের মোকাবিলার জন্য একটু সহায়, দিকে দিকে যেন একই সুর- একই আওয়াজ "প্রতিশ্রুত রাহ্‌বার চাই, প্রতিশ্রুত রাহ্‌বার চাই, কখন আসবেন সেই বহুল প্রতীক্ষিত জন, কখন আবার ফিরে আসবে এ ধরার বুকে নবুয়তের আদলে খিলাফত?"

ভালো করে লক্ষ্য করুন, ২৬ রজব, ১৪৪১, পূর্ণ হলো খিলাফত ধ্বংসের হিজরী ৯৯ বছর। ২৭ রজব, ১৪৪১ হতে শুরু হতে যাচ্ছে খিলাফত ধ্বংসের শততম হিজরী বৎসর। ১৪৪১ হিজরীর মধ্য রমযান শুক্রবার হতে যাচ্ছে, ইন্‌শাআল্লাহ। তার মানে জিলহজ্জ, ১৪৪১ এই শততম বৎসরের মাঝেই পড়ছে। ইন্‌শাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা উম্মতকে শততম বৎসর অভিভাবকশূণ্যভাবে পার হতে দিবেন না। ইন্‌শাআল্লাহ, ১৪৪১ হিজরীই সেই প্রতীশ্রুত সময়। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন)।

৪.সহীহ বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত ইসলামের আয়ুষ্কাল

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ পৃথিবীতে ইসলাম কতদিন থাকবে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপমামূলক ছয়টি হাদীস সংকলন করেছেন।

আবু মূসা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মুসলমান, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের উপমা হলো (ঐ ঘটনার মত যেখানে) এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু লোককে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কাজে নিয়োজিত করল। তারা মধ্য দিবস পর্যন্ত কাজ করল এবং বলল, আমাদের জন্য তোমার নির্ধারিত মজুরির দরকার নেই এবং আমরা যা করেছি তা

বাতিল করে দাও। লোকটি বলল, তোমরা কাজ ত্যাগ করো না, বরং বাকীটুকুও শেষ করো এবং পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে যাও। কিন্তু তারা অস্বীকার করল এবং চলে গেল। তারপর লোকটি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োজিত করল এবং বলল, তোমরা বাকী কাজটুকু শেষ কর, তাহলে প্রথম দলের জন্য যা মজুরি নির্ধারিত করেছিলাম তোমরা তার পুরোটাই পাবে। তারপর তারা আসর পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তারা বলল, আমরা আর কাজ করতে পারব না, তোমার মজুরির আমাদের দরকার নেই। লোকটি বলল, তোমরা কাজ শেষ কর, দিনের অল্প কিছু সময় বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারপর লোকটি বাকী কাজ সম্পাদনের জন্য আরেক দল লোক নিয়োজিত করল, যারা দিনের শেষ পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দুই দলের সমান মজুরি নিয়ে গেল। সুতরাং এই হলো তাদের (মুসলমানদের) দৃষ্টান্ত এবং তারা যে এই নূর (হিদায়াত) স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল তার উদাহরণ।" (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় ৩৭, হাদীস নং ১১)

বুখারীর আরেক বর্ণনামতে, হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, "অন্যান্য জাতির সাথে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হলো আসর ও মাগরিবের মাঝখানের সময়টুকু। তোমাদের দৃষ্টান্ত এবং ইহুদী, খ্রিস্টানদের দৃষ্টান্ত হলো (ঐ ঘটনার ন্যায় যেখানে) এক ব্যক্তি তার কাজের জন্য কিছু লোক নিয়োজিত করল এবং তাদেরকে বলল, "তোমাদের কে আমার জন্য এক কিরাতের (বিশেষ মজুরির পরিমাপ) বিনিময়ে মধ্যদিবস পর্যন্ত কাজ করবে?" ইহুদিরা কাজ করল। এরপর সে বলল," কে মধ্যদিবস হতে আসর পর্যন্ত আমার জন্য এক কিরাতের বিনিময়ে কাজ করবে?" তারপর খ্রিস্টানরা কাজ করল। অতঃপর তোমরা (মুসলমানরা) দুই কিরাতের বিনিময়ে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করছ। তারা (ইহুদী ও খ্রিস্টানরা) বলল, "আমরা কাজ করলাম বেশি আর মজুরি পেলাম

কম।” সে বলল, “আমি কি তোমাদের পাওনা কিছু কম দিয়েছি?” তারা জবাব দিল, “না।” তারপর সে বলল, এটি আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি দিয়ে থাকি।” (সহীহ বুখারী, অধ্যায় ৬৬, হাদীস নং ৪৩)

এছাড়াও বুখারী শরীফের আরো চার জায়গায় বিভিন্নভাবে এই উপমাটি বর্ণনা করা হয়েছে-

- অধ্যায় ০৯ : হাদীস নং ৩৫
- অধ্যায় ৩৭ : হাদীস নং ৮,৯,১১
- অধ্যায় ৬০ : হাদীস নং ১২৬
- অধ্যায় ৬৬ : হাদীস নং ৪৩

হাফেয ইবনে আল হাজার আল আসকালানি (ইসলামের একজন বিখ্যাত আলেম যিনি ৮৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন) তার সর্বজন স্বীকৃত বুখারী শরীফের তাফসীর গ্রন্থ “ফতহুল বারী”তে (খন্ড ৪, ইজারা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৪৯) উপরের হাদীস দুটির ব্যাখ্যায় বলেন,

“এবং এই দুটি হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম উম্মাহর জীবনকাল একহাজার বছরের বেশি। ইহুদীদের সময়কাল মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সময়কালের সমষ্টির সমান। এবং এটা স্পষ্ট যে, শেষ নবী ﷺ-র আগমন পর্যন্ত ইহুদীদের সময়কাল দুই হাজার বছরের বেশি (২১০০ বছরের মত) এবং তাদের (ইহুদীদের) পর (শেষ নবী ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত) খ্রিস্টানদের সময়কাল ছিল ৬০০ বছর। এই বর্ণনা দ্বারা এটিও সুস্পষ্ট যে, এই মহাবিশ্বের বয়স খুব অল্পই বাকি রয়েছে।” (যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমন পর্যন্ত উভয় ধর্মই বহাল ছিল এবং উনার আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ধর্ম বাতিল হয়ে যায়, তাই সকল ধর্মের জীবনকাল নবীজী ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত ধরতে হবে।)

(তাফসীরে সহীহ বুখারী হাদীস নং ১১, অধ্যায় ৩৭, ফাতহ আল বারী)

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, এই উম্মতের বয়স হবে= ২১০০ বছর (প্রায়) - ৬০০ বছর = ১৫০০ বছরের কিছু কম বা বেশি।

নিচের হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

০১)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ " . قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.

আমি আশা করি আমার উম্মতকে যদি (একদিনের পর) আরো অর্ধেক দিন দেওয়া হয়, তাহলে তারা আল্লাহর সামনে তাদের দীনদারীর অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। উনাকে ﷺ জিজ্ঞাসা করা হলো, অর্ধ দিন কত সময়? তিনি বললেন : পাঁচশত বছর। (হাদীসটি সহীহ)

[হাদীসটি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ,হদীস নং-৪২৯৯,৪৩৫০, আল হাকিম, ইমাম আহমাদ এবং আবু নাঈম।]

০২)

حدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم

“আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (একদিনের পর) অর্ধ দিন (এর বেশি) বিলম্ব করবেন না।” (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৪৯, হাদীসটি সহীহ)

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মার জীবনকাল একদিনের পর আরো অর্ধেক দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয় অর্থাৎ উম্মতের সময়কাল হবে দেড় দিন। আল্লাহ

তাআলার কাছে একদিন এক হাজার বছরের সমান। যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে, "আসমান হতে যমিন পর্যন্ত সবকিছু তিনিই পরিচালনা করেন, তারপর সবকিছুকে তিনি তাঁর দিকে উঠিয়ে নিবেন এমন এক দিনে যার পরিমান তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।" (৩২ সূরা আস্সিজদাহ : ০৫)

সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে দেড় দিন = ১.৫ × ১,০০০ বছর = ১,৫০০ বছর। অর্থাৎ ইসলামের আয়ুষ্কাল হিজরী মোতাবেক ১৫০০ বছর।

[উৎস: https://ghayb.com/2015/12/the-lifespan-of-islam-in-sahih-bukhari-and-sunan-abu-dawwud/]

৫.এই ১৫০০ বছরের শুরুটা কখন হতে?

এটা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম হতে (৫৭০ ঈসায়ী), নাকি নবুয়তপ্রাপ্তি (৪০ বৎসর বয়স) হতে, নাকি হিজরত হতে (যখন থেকে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়), নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হতে (যখন থেকে ইসলামের সংরক্ষণের ভার এই উম্মতের হাতে এসে পৌঁছেছে)? এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইসলামের শেষটা কী দিয়ে হচ্ছে? হ্যাঁ, নবুয়তের আদলে খিলাফত দিয়ে। মুসনাদে আহমাদের সেই বিখ্যাত (১৭,৬৮০ নং) হাদীস থেকে বুঝা যায়, সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মৌলিকভাবে ইসলামের যাত্রা শুরুও হয় নবুয়তী শাসনব্যবস্থা দিয়ে। (এছাড়াও আল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস-২৩৪)।

আর এটি শুরু হয় মদীনায় হিজরতের পর হতে। অর্থাৎ হিজরী প্রথম সাল থেকেই। সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুমগণ যখন নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ইসলামী ক্যালেন্ডার তৈরী করতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁরা এই হিজরতকেই শুরু ধরলেন। এ থেকেই বুঝা যায়, মূল ইসলামের

যাত্রা শুরু হয় হিজরতের পর হতে। হিজরতের পরেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, শরীয়তের সকল গুরুত্বপূর্ণ হুকুম আহকাম নাযিল হতে থাকে। অর্থাৎ প্রথম হিজরীই ইসলামের প্রথম হিজরী সাল। সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, ১৫০০ হিজরীই হবে ইসলামের শেষ বছর। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

৬.ইসলামের আয়ুষ্কাল ১৫০০ (হিজরী) বৎসর হলে ইমাম মাহদী আ. এর আত্মপ্রকাশের সময় কোনটি?

বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে ৫/৭/৮/৯ বৎসর খিলাফত পরিচালনা করবেন (তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ৭ বছর) এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালাম ৪০ বৎসর খিলাফত পরিচালনা করবেন, এরপর আরো ৭ বছরের মত (কিছু কম বা বেশি) ইসলাম টিকে থাকবে। এরপর একটি বাতাস আসবে, যার কারণে পৃথিবীর সকল মুমিন মৃত্যুবরণ করবে এবং পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে সৃষ্টির নিকৃষ্ট মানুষগুলো যাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে।

অর্থাৎ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের প্রকাশের পর ইসলামের বয়স অবশিষ্ট থাকবে = ৯+৪০+৭ = ৫৬ বছর (কিছু কম বা বেশি)।

সুতরাং ইনশাআল্লাহ, ইমাম মাহদী আগমন করবেন = ১৫০০-৫৬ = ১৪৪৪ হিজরী (২০২৩ সাল) বা এর আগে। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের খিলাফত কাল ৭ বছর ধরা হলে (অধিকাংশ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সাত বছর), তাঁর আগমনের সাল আসে ১৪৪৬ হিজরী (২০২৫ সাল) বা তার পূর্বে।

৭.২০২৫ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য যে সালে ইমাম মাহদী আ. এর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে?

হাদীসে এসেছে, (যে বছর ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, সে বছর) মধ্য রমজানে (১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে) আকাশ হতে বিকট আওয়াজ আসবে। যার প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার মানুষ বধির হয়ে যাবে। সেদিন তারা নিরাপদ থাকবে যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চশব্দে আল্লাহু আকবার বলবে। তারপর আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। (মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৩১০/৭, তাবারানি শরীফ, আস সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

২০২০ হতে ২০২৫ সাল (১৪৪১ হতে ১৪৪৬ হিজরী) পর্যন্ত আগামী বছরগুলোতে (সৌদি আরবের হিসেবে) মধ্য রমজান শুক্রবার হওয়ার সম্ভাবনা যে সালগুলোতে সেগুলো হলো, ২০২০ সালের ৮ই মে (১৪৪১ হিজরীর ১৫ ই রমজান শুক্রবার), ২০২২ সালের ১৫ ও ১৬ ই এপ্রিল (১৪৪৩ হিজরীর ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার), ২০২৩ সালের ৬ ও ৭ ই এপ্রিল (১৪৪৪ হিজরীর ১৫ ও ১৬ ই রমজান বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার) এবং ২০২৫ সালের ১৪ ও ১৫ ই মার্চ (১৪৪৬ হিজরীর ১৪ ও ১৫ ই রমজান শুক্রবার ও শনিবার)। এরপর ২০২৮ সালের মধ্য রমজানও শুক্রবার হবে ইনশাআল্লাহ। চাঁদ দেখা এবং ২৯ বা ৩০ দিনে রমজান মাস হবার ভিত্তিতে মধ্য রমজান শুক্রবার হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশের সময় তার বয়স হবে ৪০ বছর। অর্থাৎ ১৪৪১ হিজরী

(২০২০ সাল) হতে ১৪৪৬ হিজরী (২০২৫ সাল) এর মাঝে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ ঘটলে তাঁর জন্ম হতে হবে ১৪০১ হিজরী হতে ১৪০৬ হিজরীর মাঝে।

৮.তাহলে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম- এর জন্ম হয়েছে কত সালে?

১৪৪০ হিজরীর ঈদুল ফিতরের দুইদিন পর ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলাম। হঠাৎ ফেইসবুকে একটি ফেইক আইডি নযরে আসল, নাম Imam Mahdi। কমেন্ট পড়ে বুঝতে পারলাম এটি কোন অমুসলিমের ফেইক আইডি হবে। যাইহোক, সেখানে ইংরেজিতে চার বছর আগের একটি পোস্ট ছিল যার অর্থ এরকম, "৩৫ বছর আগে ইমাম মাহদীর জন্ম হয়ে গিয়েছে।" এর পক্ষে সে বেশ কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছে। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি তো একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইমাম মাহদীর আগমন কবে হবে এ কথা ইহুদী-খ্রিস্টানরা জেনে গেছে এবং তারা প্রস্তুতিও নিচ্ছে। পোস্টটির এক জায়গায় হারুন ইয়াহিয়ার একটি বইয়ের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে নিয়ে তার লেখা বইটির নাম "The End Times and the Emergence of Imam Mahdi"। দ্রুত বইটির পিডিএফ ভার্সন নেট হতে ডাউনলোড করলাম। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে যে আলোচনা বইটিতে করা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর পৃথিবীতে আগমনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস গুলোর আলোকে সুস্পষ্টরূপে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের জন্মসাল নিরূপণ করা যায়। অবাক হলাম, অমুসলিমরা ঠিকই আমাদের আগে জেনে

ফেলেছে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম কবে পৃথিবীতে আগমন করেছেন আর কত সালে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আফসোস! আমরা মুসলমানরা কোন খবরই রাখিনা, উপরন্তু আমরা এটাকে সুদূর ভবিষ্যতের কোন ঘটনা মনে করে নাকে তেল দিয়ে বেহুশ হয়ে ঘুমাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন পথ প্রদর্শন কারী নেই।

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর জন্ম সংক্রান্ত কিছু বিষয় বইটি থেকে তুলো ধরা হলো–

ক) একই রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ:

একই রমজান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর আগমনের পূর্বলক্ষণ।

নিচের হাদীসগুলো লক্ষ্য করুন-

- "ইমাম মাহদীর আগমনের লক্ষণ দুটি- (এক.) রমজান মাসের প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগহণ এবং (দুই.) রমজান মাসের মাঝামাঝি সূর্যগ্রহণ।" (ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল ক্বওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃ. ৪৯)
- "......রমজান মাসের মাঝামাঝি সূর্যগ্রহণ এবং মাসের শেষে চন্দ্রগ্রহণ.... (আল মুত্তাকি আল হিন্দী, আল বুরহান ফী আলামত আল মাহদী আখির আল যামান, পৃ. ৩৭)
- "ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে দুটি সূর্যগ্রহণ হবে।" (আশ্‌শারানি, মুখতাছার তাযকিরা আল কুরতুবি, পৃ. ৪৪০)
- "ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে রমজান মাসে দুইবার চন্দ্রগ্রহণ হবে।" (আবু নুআইম: আল ফিতান, ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল ক্বওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃ. ৫৩, বারযানযি, আল ইশাআহ, পৃ. ২০)

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত উপরের হাদীসগুলোতে কিছুটা বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা মনে হলেও বাস্তবে যা ঘটেছে তা জানলে আপনি অবাক হবেন। উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা যা নির্যাস পাই তা হলো-

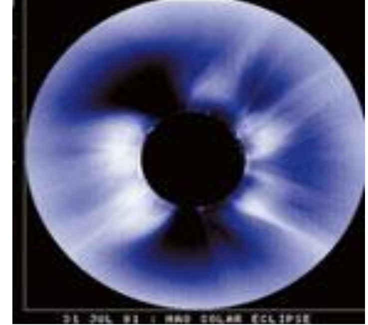
✓ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর আগমনের পূর্বে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে।

✓চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মাঝে ১৪-১৫ দিনের ব্যবধান থাকবে।

✓রমজান মাসে দুইবার চন্দ্রগ্রহণ ও দুইবার সূর্যগ্রহণ হবে।

✓হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট নয়, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ রমজান মাসের শুরু, মধ্যভাগ ও শেষভাগে কোনটা কখন হবে। কেননা এ বিষয়ে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেবল এ বিষয়টিই অস্পষ্ট।

✓আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, একই মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রাকৃতিকভাবে/ বৈজ্ঞানিকভাবে কোন স্বাভাবিক বিষয় নয়। এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সুতরাং ইতিহাসের কোথাও এমন পাওয়া গেলে তা অবশ্যই আমাদের জন্য চিন্তার বিষয়!!



৩১ জুলাই, ১৯৮১ সালের সূর্যগ্রহণের একটি ছবি।

চলুন এবার আমরা বাস্তবতার সাথে হাদীসগুলোকে মিলাই। নিকট অতীতে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি? জ্বী হ্যাঁ, ১৯৮১ সালের (১৪০১ হিজরী) ১৫ ই রমজান চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং ২৯ রামাযান সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। দ্বিতীয় আরেকটি চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল ঠিক পরের বছর ১৯৮২ সালে ১৪ ই রমজানে এবং ২৮ তম দিনে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চন্দ্রগ্রহণটি ছিল ‘পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ’, যা হাদীসে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। একই সময়ে সংঘটিত এই ঘটনাগুলো ইমাম মাহদী আ. এর

আগমনের পূর্বাভাস ও লক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, বিশেষ করে অলৌকিকভাবে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে (১৪০১-১৪০২) পাশাপাশি দুই বছর ১৪-১৫ দিন ব্যবধানে ঘটিত দুটি চন্দ্রগ্রহণ ও দুটি সূর্যগ্রহণ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর আগমনী বার্তা বহন করে। এছাড়াও বিশ বছর পর বিস্ময়করভাবে একইরকম চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটে ২০০২ এবং ২০০৩ সালে! হাদীসে বর্ণিত দুটি চন্দ্রগ্রহণ ও দুটি সূর্যগ্রহণ দ্বারা বিশ বছরের ব্যবধানে সংঘটিত দুটি ঘটনাকেও বুঝানো হতে পারে। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

প্রকৃত গ্রহণ	তারিখ
চন্দ্রগ্রহণ হিজরী ১৪০১ (১৫ রমজান)	১৭ জুলাই, ১৯৮১
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ হিজরী ১৪০১ (২৯ রমজান)	৩১ জুলাই, ১৯৮১
চন্দ্রগ্রহণ হিজরী ১৪০২ (১৪ রমজান)	০৬ জুলাই, ১৯৮২
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ হিজরী ১৪০২ (২৮ রমজান)	২০ জুলাই, ১৯৮২

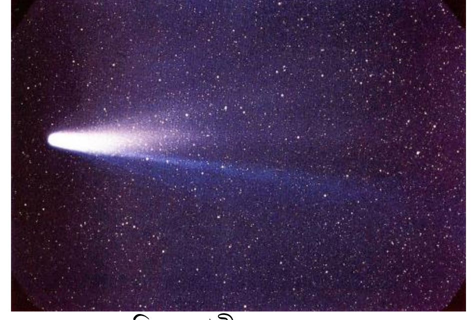
২০ বছর পরঃ

প্রকৃত গ্রহণ	তারিখ
চন্দ্রগ্রহণ হিজরী ১৪২৩ (মধ্য রমজান)	২০ নভেম্বর, ২০০২
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ হিজরী ১৪২৩ (শেষ রমজান)	০৪ ডিসেম্বর, ২০০২
চন্দ্রগ্রহণ হিজরী ১৪২৪ (মধ্য রমজান)	০৯ নভেম্বর, ২০০৩
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ হিজরী ১৪২৪ (শেষ রমজান)	২৩ নভেম্বর, ২০০৩

খ) ধূমকেতুর আবির্ভাবঃ

- "ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে লেজ বিশিষ্ট তারকার (ধূমকেতু) আবির্ভাব ঘটবে।" (মুহাম্মাদ ইবনে আবদ্ আল রাসূল বারযানজি, আল ইশাআহ লি আশরাত আল সাআহ্, পৃ. ২০০, ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল ক্বওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃ. ৫৩)
- "চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটার পর লেজ বিশিষ্ট তারকা দেখা দিবে।" (আল মুত্তাকি আল হিন্দী, আল বুরহান ফী আলামত আল মাহদী আখির আল যামান, পৃ. ৩২)

এই হাদীসগুলোতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী-


চিত্রঃ হ্যালীর ধূমকেতু।

১৯৮৬ সালে (১৪০৬ হিজরী) "হেলী'র ধূমকেতু" পৃথিবীর নিকট দিয়ে গমন করে। এটি ছিল অতি উজ্জ্বল, ঝলমলে তারকার ন্যায়, যা পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে গমন করে!

এটি ঘটেছিল ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালের (১৪০১ ও ১৪০২ হিজরীর) দুই চন্দ্রগ্রহণ ও দুই সূর্যগ্রহণের ঘটনার পর। সেমতে, ২০০২ ও ২০০৩ সালের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি ধূমকেতুর আবির্ভাবের পরের ঘটনা। হেলীর ধূমকেতুটি ৭৬ বছর পর পর দেখা যায়। আবার ২০৬২ সালে হেলীর ধূমকেতু দেখা যাবে।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের পর ধূমকেতুর আবির্ভাব হওয়া ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর পৃথিবীতে আগমনের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

গ) আলোর শিঙের মতো দেখতে দুই লেজ বিশিষ্ট ধূমকেতুর আবির্ভাবঃ

- "ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে পূর্ব দিক হতে আলো বিচ্ছুরণকারী শিঙার মতো দেখতে দুই দাঁত/লেজবিশিষ্ট তারকার (ধূমকেতুর) আবির্ভাব হবে।" (ইমাম রব্বানি, মাকতুবাত, পত্র ৩৮১, পৃ. ১১৮৪)

উক্ত হাদীসটিতে যে ধূমকেতুর কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রকাশ ঘটেছে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালে। এর নাম "লুলিন ধূমকেতু" (Lulin Comet)। হাদীসের বর্ণনার সাথে ধূমকেতু লুলিনের যে মিল তা অত্যাশ্চর্যজনক অলৌকিক ঘটনা এবং মুমিনদের জন্য

এক শুভ সংবাদ যে, ইনশাআল্লাহ, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর জন্ম হয়ে গিয়েছে!!!



চিত্রঃ আলো বিচ্ছুরণকারী দুই লেজ বিশিষ্ট লুলিন ধূমকেতু ।

এছাড়াও এই হাদীসে উক্ত ধূমকেতুর আবির্ভাবের দিক বর্ণনা করা হয়েছে-

- "যেখানে অন্যান্যদের (মহাজাগতিক বস্তুর) গতি পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে....এই ধূমকেতুটির গতি পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে হবে।" (ইমাম রব্বানি, মাকতুবাত, পত্র ৩৮১, পৃ. ১১৮৪)

এই বর্ণনাটি বর্তমান সময়ের আবিষ্কারের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। হাদীসের বর্ণনা ধূমকেতু লুলিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার প্রকাশের খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ১৪০০ বছর পূর্বেই দিয়েছেন।

ঘ) সূর্যের নিদর্শন:

- “ততদিন পর্যন্ত তিনি (ইমাম মাহদী) আগমন করবেন না যতদিন পর্যন্ত না সূর্য একটি নিদর্শন হিসেবে উদিত হবে।” (ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল ক্বওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃ. ৩৩,৪৯)

বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত (১৯৯৬ সালে) সূর্যের মহাবিস্ফোরণ একটি নিদর্শন হতে পারে। এছাড়াও শতাব্দীর সর্বশেষ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, ১১ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে। হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পর (১৪০১ হিজরীর পর) সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে ঘটা সূর্যগ্রহণ হয়েছিল ১১ জুলাই, ১৯৯১ সালে, যা ০৬ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। এরপর সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্থায়ী হওয়া সূর্যগ্রহণ হয়েছিল ২২ জুলাই, ২০০৯ সালে (৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ড)। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে, ২১৩২ সালের পূর্বে আর কোন সুদীর্ঘ সূর্যগ্রহণ হবেনা।

[উৎস:

১.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipw5etgJ3jAhVHbn0KHU_VBj8QFjAHegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F35580105%2FThe_End_Times_and_Hazrat_Mahdi_as_&usg=AOvVaw20mjb96PP5_Tp1HFT6E_di

2. NASA Lunar Eclipse Webpage: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1901-2000.html

3. NASA Solar Eclipse Webpage: https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SE1901-2000.html]

ঙ) সূরা কাহাফ ও ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বহু হাদীসে সূরা কাহাফকে শেষ যামানার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমনঃ

আন্ নাওয়াস ইবনে সামআন রাযিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"তোমাদের মাঝে যারা তাকে (দাজ্জালকে) পেয়ে যাবে, তার সামনে সূরা কাহফের প্রথম দিককার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে।" (মুসলিম)

সূরা কাহফের বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার সাথে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যামানার সাথে মিল পাওয়া যায়। এই সূরায় বর্ণিত সর্বশেষ ঘটনা হচ্ছে হযরত যুল কারনাইন আলাইহিস্ সালামের ঘটনা। উনাকে যেমন ভাবে আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের ক্ষমতা দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে হযরত ইমাম মাহদীকেও সারা বিশ্বের খিলাফত দেয়া হবে, যা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত থাকবে। এমন আরেকজন নবী ছিলেন যাকে আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের রাজত্ব দিয়েছিলেন। তিনি হলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম। হাদীসে এসেছে,

- "হযরত মাহদী (আলাইহিস্ সালাম) পৃথিবীতে এমন ভাবে শাসন করবেন যেমনভাবে শাসন করেছিলেন হযরত সুলাইমান (আলাইহিস্ সালাম) এবং হযরত যুলকারনাইন (আলাইহিস্ সালাম)।" (ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল ক্বওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃ. ৩০)

আমরা বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সূরা কাহফের কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনা করে শেষ করব।

- হিজরী চতুদর্শ হিজরীর শেষ (১৪০০ হিজরী) এবং পঞ্চদশ হিজরীর শুরু (১৪০১) হয়েছিল যে ইংরেজি বৎসরে তা হলো শেষ যামানার ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট। আর এই সালটি পাওয়া যায় সূরা কাহাফ যত নম্বর সূরা (১৮) তাকে সূরার আয়াত সংখ্যা (১১০) দ্বারা গুণ করলে। যেমন:

১৮ নং সূরা × ১১০ টি আয়াত = ১৯৮০ সাল

- সূরা কাহফের ৮৪ নম্বর আয়াতটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা হযরত যুল কারনাইন আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً

"আমি যমীনের বুকে তাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম এবং এর জন্য তাকে সব উপকরণও দান করেছিলাম।" (ঠিক এমনিভাবে হযরত মাহদী আলাইহিস্ সালামকেও যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।)

১৮: ৮৪ আয়াতটির সংখ্যাতাত্ত্বিক মান (আব্‌যাদ্‌) হচ্ছে = ১৪৪০ (হিজরী বা ২০১৯ সাল)।

যেহেতু ২০১৯ সালের মধ্য রমজান শুক্রবার ছিল না এবং চলে গিয়েছে। ১৪৪০ হিজরীর পর ১৪৪১ হিজরীর মধ্য রমজান শুক্রবার। ইনশাআল্লাহ হয়তো ১৪৪১ হিজরীতেই (২০২০ সালে) ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমন ঘটবে। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

চ) কাসীদায়ে নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী এবং ইমাম মাহদীর জন্মঃ

কাসীদায়ে শাহ্ নেয়ামাতুল্লাহ- বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত এক কাশ্‌ফ ও ইলহামের কাসীদা (কাব্য)। জগত বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নিয়ামাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ ঈসায়ী সালে রচনা করেন এ কাসীদা। কালে কালে তাঁর এ কাসীদার এক একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর এই কাসীদার মধ্যে যে সেব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ✓ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ হিন্দু কর্তৃক পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) দখল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) একজন মুনাফিক নেতার নামের প্রথম 'নূন' ও শেষ অক্ষর 'শীন' থাকবে যে সেদেশকে মুশরিকদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করবে।
- ✓ গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মানচিত্র থেকে আমেরিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী।
- ✓ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর জন্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

কাসীদার ৫৭ নং চরণে তিনি লিখেন-

چوں سال بہتری از کان زھوقا آید
مہدی خروج سازد در مہد مہدیانہ

“কানা যাহুকার’ প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।”

“কানা যাহুকা” পবিত্র কুরআনের বনী-ইসরাঈলের একটি আয়াতের শেষাংশ। যার অর্থ “মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য”। আয়াতটি হলো,

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

পূর্ণ আয়াতটির অর্থ হলো: “সত্য সমাগত হল, মিথ্যা বিলুপ্ত হল, নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য।”

কাসীদা অনুযায়ী “কানা যাহুকা”র সালেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব তথা জন্ম হবে।

উল্লেখ্য, ‘কানা যাহুকা’র আয়াতটি সূরা বণি-ইসরাঈল এর ৮১ নং আয়াত। অর্থাৎ “কানা যাহুকা”র সালেই (৮১ সালেই) ইমাম মাহদীর আবির্ভাব তথা জন্ম হয়েছে। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন)।

ছ) ফেতনায়ে হারাম এবং ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশঃ

আপনাদের সামনে এখন এমন একটি বিষয় আলোচনা করবো, যা হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমনের সাল আমাদেরকে নিশ্চিতরূপে বলে দিবে। ইনশাআল্লাহ, এমনই হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "বাইতুল্লাহতে একজন আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করবে (ইমাম মাহদী দাবী করবে), আশ্রয় গ্রহণের পর পরই তাকে হত্যা করা হবে। তারপর মানুষ এই ঘটনা ঘটার পরে এক 'বুরহা' পরিমাণ সময় নিরাপদ থাকবে (এ ধরণের আর কোনো ঘটনা ঘটবে না)। এরপর (এক 'বুরহা' পরিমাণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর) আরেকজন বাইতুল্লায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় জন যিনি বাইতুল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন (তাকেও ইমাম মাহদী দাবী করা হবে), উনাকে যদি তোমরা পেয়ে যাও, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেও না (কেননা তিনিই আসল মাহদী)। উনি এমন এক (আল্লাহর) বাহিনীর সদস্য (যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তোমরা সফল হবে না), যাকে মারার জন্য সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কার বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলে গোটা বাহিনীকে মাটি গ্রাস করে ফেলবে।" (কিতাবুল ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বুরহা'র পরিমাণ হচ্ছে ৩৯ বা ৪০ বছর।

অর্থাৎ শেষ যামানায় মক্কায় বাইতুল্লায় এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী দাবী করবে, সাথে সাথে তাকে হত্যা করা হবে। তার ঠিক ৩৯ বা ৪০ বছর পর আরেক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন, তিনিই হবেন আল্লাহর খলীফা, প্রকৃত মাহদী, যিনি আসমানেও মাহদী, যমীনেও মাহদী, তিনিই মুসলিম উম্মাহর প্রতিশ্রুত রাহবার, ইমাম আল-মাহদী।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক মানুষই নিজেকে 'ইমাম মাহদী' দাবী করেছে, কিন্তু বাইতুল্লায় এ ধরণের ঘটনা মানবজাতির ইতিহাসে একবারই ঘটেছে। আর তা হলো ফেতনায়ে হারামের ঘটনা, যা সংগঠিত হয়েছিল পহেলা মুহার্‌রাম, ১৪০০ হিজরী, (২০ নভেম্বর ১৯৭৯ ঈসায়ী) তারিখে। সেদিন জুহাইমান আল ওতাইবি নামে এক ব্যক্তি উম্মতের সামনে দাবী করে বসে যে, তারই ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানি ইমাম মাহদী। এরা ছিল সশস্ত্র একটি দল, যারা কাবাঘরকে ১৭ দিনের জন্য অবরোধ করে রাখে। এদের সাথে সৌদি বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এই অবরোধ চলাকালেই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কাহতানীকে হত্যা করা হয়। অবশেষে এরা সৌদি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে। ভয়াবহ এই সংঘাতের সর্বশেষ ফলাফল হচ্ছে, সৌদি বাহিনীর ১২৭ জন মারা যায়, ৪৫১ জন আহত হয়। অন্যদিকে আক্রমণকারী জুহাইমান বাহিনীর ১১৭ জন মারা যায় আর ৬৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

যাইহোক, এই ঘটনাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা হাদীসের ভাষ্যমতে, এমন ঘটনা বারবার ঘটবে না, দুইবার মাত্র ঘটবে, প্রথমবার ভুয়া মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে আর দ্বিতীয় বার প্রকৃত মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আর প্রথম ঘটনাটি প্রকৃত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আবির্ভাবের সুনিশ্চিত একটি আলামত। ১৪০০ হিজরীর (১৯৭৯ ঈসায়ী সাল) ৩৯ বছরের পরের সাল (১৪৩৯ হিজরীর পরের সাল) হলো ১৪৪০ হিজরী (২০১৯ সাল), যার মধ্য রমজান শুক্রবার ছিল না। অর্থাৎ ২০১৯ সালে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই। ১৪০০ হিজরীর (১৯৭৯ ঈসায়ী সাল) ৪০ বছরের পরের সাল (১৪৪১ হিজরীর পরের সাল) হলো ১৪৪১ হিজরী (২০২০ সাল), যার মধ্য রমজান শুক্রবার।

সুতরাং হাদীসের ভাষ্যমতে, ১৪৪১ হিজরী (২০২০ সাল)-ই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশের বছর। সেমতে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের জন্ম হয়েছে ১৪০১ হিজরী (১৯৮১ সালে)। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন)।

জ) সিদ্ধান্তঃ

উপর্যুক্ত সকল আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মাহদি আলাইহিস্ সালাম এর জন্ম ১৪০১ হিজরী (১৯৮১ ঈসায়ী) সালে হয়েছে, আর তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে ১৪৪১ হিজরী (২০২০ ঈসায়ী) সালে, ইন্‌শাআল্লাহ । (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।)

দ্বিতীয় ভাগ

‘ইসরাঈল’ কবে ধ্বংস হবে?

ইসরাঈল কবে ধ্বংস হবে?

এটি মুসলমানদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ও দীর্ঘ আলোচনার বিষয় এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঘটনা অবশ্যই অনিবার্যভাবে ঘটবে, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবগতির জন্য এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছেন। কিন্তু কখন? এর প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে।

সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস, হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আশীর্বাদ ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক, তিনি বলেন, "শেষ সময় (কেয়ামত) আসবে না যতক্ষণ না মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও মুসলমানরা তাদের হত্যা করবে যতক্ষণ না ইহুদীরা নিজেদেরকে পাথর ও গাছের পিছনে লুকাবে আর পাথর বা গাছ বলবে," (ওহে) মুসলমান, অথবা (ওহে) আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে একজন ইহুদী আছে, তাকে হত্যা কর, কিন্তু গারকাদ গাছ প্রকাশ করবে না, কারণ এটি ইহুদীদের গাছ।"

সমস্ত আসমানী ধর্মেই কিছু না কিছু ভবিষ্যত বাণী পাওয়া যায় এবং সেগুলোতে অদৃশ্য বিষয়াবলি কিছু না কিছু প্রকাশ করা হয়েছে। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মতদের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বলতেন না। অদৃশ্য বিষয়ের খবর বিভিন্ন রূপে এসেছিল। কিছু স্পষ্ট ছিল এবং কিছু

ছিল না। কিছু বিষয় সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল আর কিছু নবী, এমনকি সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা দেখা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়েছিল। কিছু ঘটনা পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই ঘটেছে এবং কিছু বিলম্বে ঘটেছিল আর কিছু ঘটেছিল কয়েক বছর পরে, এমনকি কয়েক শতাব্দী পরেও ঘটেছে।

মুসলমানরা তাওরাত বিশ্বাস করে কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, এটি পরিবর্তিত এবং বিকৃত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিশ্বাস করে যে খাঁটি ও মূল তাওরাতের একটি অংশ এখনও বিদ্যমান। অতএব, তারা অস্বীকার করে না যে, এই খাঁটি অংশটিতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যার উৎপত্তি ছিল আসমানী ওহী, যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির কিছু ব্যাখ্যা দরকার হতে পারে।

এই অধ্যায়ে, আমাদের লক্ষ্য কুরআনের দ্বারা সেসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ব্যাখ্যা করা যা তাওরাতে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদেরকে কুরআন কারীমের সংখ্যাতাত্ত্বিক মুজেজা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। তাই এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

আল কুরআনে সংখ্যাতাত্ত্বিক মাহাত্ম্য

আল-কুরআনে এক অত্যাশ্চর্য সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিল জাল পাতা রয়েছে যা অতি অভিনব, অতিশয় বিস্ময়কর এবং যে কোন সৃষ্টির পক্ষে তা অনুকরণের ক্ষমতা বহির্ভূত। এটি "১৯" সংখ্যার সুদৃঢ় বুনন। এ সম্পর্কে রায় দিয়েছে সর্বাধুনিক কম্পিউটার। বিশ্বে পড়েছে এক বিপুল সাড়া। কুরআন কারীমে যে সব নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলা মানা হয়েছে, "১৯" সংখ্যার জটিল জালকে এঁটে দেয়া হয়েছে এর মধ্যে- তেমনিভাবে সমশব্দে সম বাক্যসংখ্যায় সমানসংখ্যক অক্ষরে একটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত ৬.২৬ × ১০^{২৬} বছর। কত এর মান উল্লিখিত সেপটিলিয়ন সংখ্যাটির? এর পরিমাপ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন এবং তা অনুধাবনের অনেক বাইরে। সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ ৬২৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (৬২৬ এর পর ২৪ টি শূণ্য)। বর্তমানে পৃথিবীর বয়স মাত্র ৪৫০,০০০০০০০ (৪৫০ কোটি) বৎসর। আমরা যদি আজকের দুনিয়ার ৫০০ কোটি মানুষকে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই যামানার সকল প্রযুক্তি নিয়ে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ লেখার কাজে নিয়োজিত বলে ধরে নেই, তবে উক্ত কম্পিউটার লব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মানুষ জাতির এই মহাসম্মিলন প্রসূত কাজের অগ্রগতির মান হবে ৪৫০,০০০০০০০ × ৫০০,০০০০০০০ = ২২৫ × ১০^{১৭} কর্ম বছর যা সেপ্টিলিয়ন সংখ্যাটির একশ কোটি ভাগের মাত্র ৩৫ ভাগের সমান, যা হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি নুড়ির মত তুল্য হবে। আর এ প্রকল্পের শর্ত হলো এই যে, প্রতিটি

মানুষেরই আয়ুষ্কাল ৪৫০ কোটি বছর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই সময়ের মাঝে তারা অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। সুব্হানাল্লাহ!!!

মনে হয় আজকের কম্পিউটার শুধু এই সত্যই আবিষ্কার করেছে, যেই চ্যালেঞ্জ মানবজাতিকে ছুড়ে দেয়া হয়েছিল ১৪০০ বছর পূর্বে-

"(হে মুহাম্মাদ) বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকুল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবু তারা তা সম্ভব করতে পারবে না।" (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল :৮৮)

"বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লিখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবুও আমার প্রভুর বাণীসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, যদিও অনুরূপ আরো অন্যান্য সমুদ্রকে সাহায্যের জন্য আনয়ন করা হয়।"

(১৮ সূরা কাহাফ: ১০৯)

কুরআন কারীমের এই অবিশ্বাস্য সত্য মুজেজাটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৪ সালে, আর ১৯ সংখ্যার এই মুজেজার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআন কারীমের ৭৪ নম্বর সূরায় ত্রিশ নম্বর আয়াতে, যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে,

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

"তাহার উপর উনিশ"/"ইহার মাহাত্ম্য উনিশ" (৭৪ সূরা মুদ্দাছ্ছির:৩০)

এবার চলুন কুরআন কারীমের "১৯" সংখ্যাতাত্ত্বিক মুজেজার কিছু নিদর্শন দেখা যাক।

- সর্বপ্রথম নাযিল হয় ৯৬ নম্বর সূরা, "সূরা আলাক"-এর প্রথম ৫ টি আয়াত। যে প্রথম ৫ টি আয়াত নাযিল হয়েছিল তাতে মোট শব্দের সংখ্যা ১৯। এই ১৯ টি শব্দের মোট অক্ষর সংখ্যা ৭৬ (= ১৯ × ৪)। এই সূরার স্থানাঙ্ক শেষ দিক হতে ১৯তম (১১৪,১১৩,১১২,১১১,....)। এই সূরাতে মোট আয়াতের সংখ্যাও ১৯। এই সূরায় মোট বর্ণের সংখ্যা ৩০৪ (= ১৯ × ১৬)।
- দ্বিতীয়বার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নিয়ে আসেন ৬৮ নম্বর সূরার কয়েকটি আয়াত। তৃতীয়বার ৭৩ নম্বর সূরার কিছু আয়াত। চতুর্থবারে ৭৪ নম্বর সূরা (সূরা মুদ্দাস্সির)-এর ৩০টি আয়াত নিয়ে আসেন, যার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষনা করা হয় যে, কুরআনের মাহাত্ম্য ১৯। উক্ত সূরার সব আয়াতই ছোট ছোট একটি আয়াত ব্যতীত (৩১ নং আয়াত), যেই আয়াতে কুরআনের মাহাত্ম্য হিসেবে ১৯ সংখ্যাটি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: "...এই সংখ্যাকে অবিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যাতে গ্রন্থ অনুসরণকারীদের আস্থা সুদৃঢ় হয়, আর বিশ্বাসীদের ঈমান বেড়ে যায় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে।..."(৭৪:৩১)।

লক্ষ্য করুন-

ক. সুবৃহৎ এই ৩১ নং আয়াতটিতে মোট শব্দ সংখ্যা ৫৭ (= ১৯ × ৩)। আয়াতটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে ৩৮ (= ১৯ × ২) টি শব্দ আর দ্বিতীয় ভাগে আছে ১৯টি শব্দ।

খ. এই সূরার প্রথম ১৯ টি আয়াতে মোট শব্দ সংখ্যা ৫৭ (= ১৯ × ৩)।

গ. প্রথম হতে ৩০ নং আয়াতের تِسْعَةَ عَشَرَ (উনিশ) এর আগ পর্যন্ত মোট শব্দ সংখ্যা ৯৫ (= ১৯ × ৫)।

- সূরা মুদ্দাস্‌সির এর ৩০ নম্বর আয়াতে ১৯ সংখ্যার প্রস্তাবের পর যে আয়াতটি নাযিল হয় তা হল-(بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ)। এই আয়াত নিয়ে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হলো- সূরা ফাতিহা। এই আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯। কুরআন কারীমের মোট সূরার সংখ্যা ১১৪ (= ১৯ × ৬)। আয়াতটি ১১৩ টি সূরায় (بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ) ব্যবহৃত হয়েছে। ৯ নং সূরা (সূরা তাওবা) তে এর ব্যবহার নেই, কিন্তু ২৭ নং সূরা (সূরা নামল) এ ব্যবহৃত হয়েছে দুই বার অর্থাৎ (بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ) কুরআন কারীমে মোট আছে ১১৪ (= ১৯ × ৬) বার। ৯ নং সূরা হতে ২৭ তম সূরার ক্রম পার্থক্য হলো ১৯ তম (নবম, দশম, একাদশ, ...এভাবে)। তাছাড়া ২৭ নং সূরার ৩০ নং আয়াতে দ্বিতীয়বার (بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ) রয়েছে। ২৭ + ৩০ = ৫৭ = ১৯ × ৩।
- সর্বশেষ নাযিলকৃত (১১০ নং সূরা) "সূরা নছর" এর মোট শব্দ সংখ্যা ১৯।
- কুরআন কারীমের ২৯টি সূরার শুরুতে আয়াতে মুতাশাবিহাত রয়েছে যেমন: আলিফ-লাম-মিম, হা-মীম ইত্যাদি। মোট ১৪টি বর্ণে গঠিত ১৪ সেট রহস্যময় কোড ব্যবহৃত হয়েছে ২৯ টি সূরায়, অর্থাৎ ১৪+১৪+২৯= ৫৭ = ১৯ × ৩।

- সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোন একটি সূরা কোন একটি বিশেষ কোডের দ্বারা যখন শুরু হয়, সেই সূরাতে সেই কোডের অক্ষর/অক্ষরসমূহ যতবার আসে, সে সংখ্যাটি পৃথকভাবে ১৯ দ্বারা বিভাজ্য /এবং সমষ্টিগতভাবে সব সময়ই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন:

ক. ৫০ নম্বর সূরা "সূরা ক্বাফ" এর প্রথম আয়াত 'আয়াতে মুতাশাবিহাত' ' قٓ '। এই সূরায় অক্ষরটি মোট এসেছে ৫৭ বার (= ১৯ × ৩)।

খ. صٓ অক্ষরটি মোট তিনটি সূরায় মুতাশাবিহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৭, ১৯, ৩৮ নং সূরায়)। এই তিনটি সূরায় صٓ এসেছে মোট ১৫২ বার (= ১৯ × ৮)।

গ. সূরা ইয়াসীন (৩৬ নং সূরা) শুরু হয়েছে يسٓ দ্বারা। সূরাটিতে 'ইয়া' এসেছে মোট ২৩৭ বার, আর 'সীন' ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৪৮ বার। দুটি অক্ষর মোট এসেছে ২৮৫ বার (= ১৯ × ১৫)।

ঘ. حمٓ মুতাশাবিহাতটি মোট সাতটি সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে (৪০ থেকে ৪৬ নম্বর সূরা পর্যন্ত)। সাতটি সূরায় 'হা' ও 'মীম' মোট ব্যবহৃত হয়েছে ২১৪৭ বার (= ১৯ × ১১৩)।

ঙ. عٓسٓقٓ এসেছে ৪২ নম্বর সূরায়। সূরাটিতে এই তিনটি অক্ষর মোট ব্যবহৃত হয়েছে ২০৯ বার (= ১৯ × ১১)।

চ. الٓمٓ মোট ছয়টি সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে (২, ৩, ২৯, ৩০, ৩১, এবং ৩২ নং সূরা)। প্রত্যেকটি সূরায় এই তিনটি অক্ষর যতবার এসেছে

তার মোট সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন: যথাক্রমে [৯৮৯৯ (১৯×৫২১), ৫৬৬২ (১৯×২৯৮), ১৬৭২ (১৯×৮৮), ১২৫৪ (১৯×৬৬), ৮১৭ (১৯×৪৩), এবং ৫৭০ (১৯×৩০)]

ছ. الٓمٓر ব্যবহৃত হয়েছে ১৩ নম্বর সূরায় আর সূরাটিতে অক্ষর চারটি এসেছে মোট ৫৩২০ বার (= ১৯ × ২৮০)।

জ. الٓمٓصٓ ব্যবহৃত হয়েছে ৭ নম্বর সূরায় আর সূরাটিতে অক্ষর চারটি এসেছে ২৫২৯+১৫৩০+১১৬৪+৯৭ = ৫৩২০ = ১৯×২৮০ বার।

ঝ. كٓهيعٓصٓ ব্যবহৃত হয়েছে ১৯ নম্বর সূরায় আর সূরাটিতে অক্ষর পাঁচটি এসেছে, ১৩৭+১৭৫+৩৪৩+১১৭+২৬ = ৭৯৮ = ১৯×৪২ বার।

ঞ. এছাড়া "হা (১৯,২০ নং সূরায়), ত্ব-হা (২০ নং সূরায়), ত্ব-সীন (২৭ সং সূরায়), ত্ব-সীন-মীম (২৬ ও ২৮ নং সূরায়)" পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মুতাশাবিহাতগুলো সূরাগুলোতে 'হা, ত্ব, সীন এবং মীম' যতবার এসেছে তাদের মোট সংখ্যা (যথাক্রমে) ৪২৬+১০৭+২৯০+৯৪৪ = ১৭৬৭ = (১৯ × ৯৩)।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

- ২৯ টি সূরায় মুতাশাবিহাতের হরফগুলো মোট ৪১৩৮৮ বার এসেছে। এদের আবযাদ্ সংখ্যাতাত্ত্বিক মানের সমষ্টি ১০৪৮০৯১। এখানে, ৪১৩৮৮ + ১০৪৮০৯১ = ১০৮৯৪৭৯ (১৯ × ৫৭৩৪১)।
- কুরআন কারীমে মোট ত্রিশ প্রকার সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংখ্যাগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৯, ২০, ৩০, ৪০,

৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯৯, ১০০, ২০০, ৩০০, ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৫০০০, ৫০,০০০, এবং ১০০,০০০. এই সংখ্যাগুলোর যোগফল ১৬২১৪৬। এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (= ১৯ × ৮৫৩৪)।

আরবী হরফের সংখ্যাতাত্ত্বিক মান বা আবযাদ্ সংখ্যা (Gematrical Value)

১৪০০ বছর পূর্বে যখন কুরআন কারীম নাযিল হয়, তখন বর্তমান সময়ের মত অংক বা সংখ্যা লিখার জন্য আলাদা কোন চিহ্ন ছিল না। আরবী, হিব্রু, এরামাইক এবং গ্রিক বর্ণমালার বর্ণগুলোকে আলাদা মান ধরে অঙ্ক বা সংখ্যা লিখা হতো। এভাবে প্রতিটি আরবী হরফের একেকটি বিশেষ মান রয়েছে। একে আবযাদ্ সংখ্যা (Gematrical Value) বলে।

								ا 1
ي 10	ط 9	ح 8	ز 7	و 6	ه 5	د 4	ج 3	ب 2
ق 100	ص 90	ف 80	ع 70	س 60	ن 50	م 40	ل 30	ك 20
غ 1000	ظ 900	ض 800	ذ 700	خ 600	ث 500	ت 400	ش 300	ر 200

সূরা ফাতিহার বিশেষ সংখ্যাতাত্ত্বিক মুজেযা

সূরা ফাতিহা (সূরা - ১) আল্লাহ তাআলার মহা নিয়ামতসমূহের মাঝে একটি। বার বার পঠিত এই সূরাটি আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান এবং কুদরতের এক মহা নিদর্শন। এই একটি সূরা নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের বুদ্ধি ও আকল স্থির ও বিকল হয়ে যায়, মস্তক অবনত হয়, লুটিয়ে পড়ে সিজদায়। কত মহান আমাদের রব, কত উচ্চ তাঁর শান আর আমরা কতই না সৌভাগ্যবান উম্মত!!! সূরা ফাতিহা এমন এক সূরা যার নযীর অন্য কোন উম্মতের মাঝে নেই। এমন সূরা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি, এমনকি এমন সূরা কুরআন কারীমেও দ্বিতীয়টি নেই।

সুব্হানাল্লাহ! সত্যিই তাই। চলুন দেখি, কী অদ্ভুত এবং অকল্পনীয় গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক মুজেজা রয়েছে এই ছোট্ট সূরাটিতে।

	سورة الفاتحة	7 ayat
﴿١﴾	بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ	01:01
﴿٢﴾	ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ	01:02
﴿٣﴾	ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ	01:03
﴿٤﴾	مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ	01:04
﴿٥﴾	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	01:05
﴿٦﴾	ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ	01:06
﴿٧﴾	صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ	01:07

- চলুন প্রথমে সূরার নং এবং তার পরে আয়াতগুলোর সংখ্যা একটার পর আরেকটি লিখি:

  ১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ = ১৯ × ৫৯১,২৯৩। (সুব্‌হানাল্লাহ)!

- এবার চলুন আয়াতের সংখ্যা না লিখে তার পরিবর্তে প্রতিটি আয়াতের হরফগুলোর মোট সংখ্যা লিখি: **১ ১৯ ১৭ ১২ ১১ ১৯ ১৮ ৪৩ = ১৯ × .... (সুব্‌হানাল্লাহ)!!**

  [সকল হিসাবের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সূরার সংখ্যা (১) বসাব, কেননা এটি সূরাটির সংখ্যাতাত্ত্বিক অবস্থান বা পরিচয় নির্দেশ করে।]

- এবার প্রথমে সূরার সংখ্যা, তারপর প্রতিটি আয়াতে মোট হরফ সংখ্যা, তারপর প্রতিটি আয়াতের হরফগুলোর মোট আবযাদ্ সংখ্যা মান পাশাপাশি বসাই:

আয়াত নং	হরফ সংখ্যা	আব্‌যাদ সংখ্যা
১	১৯	৭৮৬
২	১৭	৫৮১
৩	১২	৬১৮
৪	১১	২৪১
৫	১৯	৮৩৬
৬	১৮	১০৭২
৭	৪৩	৬০০৯

১ ১৯ ৭৮৬ ১৭ ৫৮১ ১২ ৬১৮ ১১ ২৪১ ১৯ ৮৩৬ ১৮ ১০৭২ ৪৩ ৬০০৯

= ১৯ × .... (সুব্‌হানাল্লাহ)!!!

- এবার চলুন, প্রথমে সূরার সংখ্যা, তারপর আয়াতের সংখ্যা, অতঃপর প্রতিটি আয়াতে মোট হরফ সংখ্যা, তারপর প্রতিটি আয়াতের হরফগুলোর মোট আবযাদ্ সংখ্যা মান পাশাপাশি বসাই:

১ ১ ১৯ ৭৮৬ ২ ১৭ ৫৮১ ৩ ১২ ৬১৮ ৪ ১১ ২৪১ ৫ ১৯ ৮৩৬ ৬ ১৮ ১০৭২ ৭ ৪৩ ৬০০৯

= ১৯ × .... (সুব্‌হানাল্লাহ)!!!!

- এবার, প্রতিটি আয়াতের হরফগুলোর মোট আব্‌যাদ সংখ্যার পরিবর্তে প্রতিটি হরফের আবযাদ সংখ্যা পৃথকভাবে লিখি (আয়াতে হরফগুলো যে ক্রমানুসারে আছে, সেই সিরিয়ালে)। সংখ্যাটা হবে এমন- প্রথমে সূরার সংখ্যা, তারপর সূরাটিতে মোট আয়াত সংখ্যা, তারপর আয়াতের নম্বর, তারপর সেই আয়াতে মোট হরফ সংখ্যা, অবশেষে আয়াতের প্রতিটি হরফের আবযাদ সংখ্যা। এভাবে যে সংখ্যাটি হবে তা ২৭৪ ডিজিটের একটি বিশাল সংখ্যা, এটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। **আল্লাহু আকবার!!!!!**

১ ৭ ১ ১৯ ২ ৬০ ৪০ ১ ৩০ ৩০ ৫ ১ ৩০ ২০০ ৮ ৪০ ৫০ ১ ৩০ ২০০ ৮ ১০ ৪০ ২ ১৭ ১ ৩০ ৮ ৪০ ৪ ৩০ ৩০ ৫ ২০০ ২ ১ ৩০ ৭০ ৩০ ৪০ ১০ ৫০ ৩ ১২ ১ ৩০ ২০০ ৮ ৪০ ৫০ ১ ৩০ ২০০ ৮ ১০ ৪০ ৪ ১১ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬ ৪০ ১ ৩০ ৪ ১০ ৫০ ৫ ১৯ ১ ১০ ১ ২০ ৫০ ৭০ ২ ৪ ৬ ১ ১০ ১ ২০ ৫০ ৬০ ৪০০ ৭০ ১০ ৫০ ৬ ১৮ ১ ৫ ৪ ৫০ ১ ১ ৩০ ৯০ ২০০ ৯ ১ ৩০ ৪০ ৬০ ৪০০ ১০০ ১০ ৪০ ৭ ৪৩ ৯০ ২০০ ৯ ১ ৩০ ৭০০ ১০ ৫০ ১ ৫০ ৭০ ৪০ ৪০০ ৭০ ৩০ ১০ ৫ ৪০ ১০০০ ১০ ২০০ ১ ৩০ ৪০ ১০০০ ৮০০ ৬ ২ ৭০ ৩০ ১০ ৫ ৪০ ৬ ৩০ ১ ১ ৩০ ৮০০ ১ ৩০ ১০ ৫০

=

(১৯ × ০ ৯ ০ ১ ০ ১ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ৩ ১ ৭ ৩ ৯ ৫ ৪ ২ ২ ১ ০ ৯ ৬ ৮ ৬ ৮ ৪ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৩ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ৮ ৭ ৯ ৬ ৩ ৬ ০ ০ ২ ২ ৬ ৪ ৭ ৬ ৪ ২ ১ ১ ৬ ৪ ৭ ৭ ৩ ৮ ৪ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৫ ৪ ২ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ১ ০ ৭ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ১ ৬ ৩ ৩ ৭ ০ ৫ ৮ ৬ ৩ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৭ ৭ ০ ৫ ৩ ৩ ১ ৭ ৯ ৫ ০ ০ ২ ৭ ৩ ২ ১ ৫ ৮ ৫ ২ ৮ ৯ ৮ ৪ ৩ ৪ ০ ০ ৫ ৭ ৯ ৫ ৮ ১ ৬ ১ ০ ৭ ৩ ৭ ২ ১ ১ ০ ৭ ৯ ২

৭ ২ ৭ ১ ২ ৮ ৯ ৫ ৩ ৩ ২ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৯ ০ ১ ৬ ০ ০ ৩ ১ ৭ ৮
৯ ৫ ২ ৬ ৩ ৭ ০ ৫ ৬ ৫ ৪ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৯ ৬ ৩ ৫ ২ ৬ ৩ ৭ ১
০ ৬ ০ ৫ ৬ ৩ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ০ ০ ১ ৫ ৮ ৪ ৪ ৯ ৪ ৭ ৮ ৯ ৪ ৭ ৯
০ ৫ ২ ৭ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ৫ ৩ ০ ৫ ২ ৯ ৬ ১ ৫ ৯ ৪ ৭ ৯ ২ ৩ ১
৯ ১ ০ ৫ ৮ ৫ ৮ ৩ ১ ৫ ৮ ৫ ৭ ৯ ৫ ০)

- সংক্ষিপ্তকরনের জন্য- প্রথমে আয়াত নং, পরে আয়াতে মোট হরফ সংখ্যা এবং পরে প্রতিটি হরফের আবযাদ সংখ্যা পাশাপাশি লিখলে যে বৃহৎ সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তাকে আমরা [*] হিসেবে চিহ্নিত করি। মনে করি এটি সূরা ফাতিহার একটি বিশেষ কোড নম্বর।

[*] = ১ ১৯ ২ ৬০ ৪০ ১ ৩০ ৩০ ৫ ১ ৩০ ২০০ ৮ ৪০ ৫০ ১ ৩০
২০০ ৮ ১০ ৪০ ২ ১৭ ১ ৩০ ৮ ৪০ ৪ ৩০ ৩০ ৫ ২০০ ২ ১ ৩০
৭০ ৩০ ৪০ ১০ ৫০ ৩ ১২ ১ ৩০ ২০০ ৮ ৪০ ৫০ ১ ৩০ ২০০ ৮
১০ ৪০ ৪ ১১ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬ ৪০ ১ ৩০ ৪ ১০ ৫০ ৫ ১৯ ১
১০ ১ ২০ ৫০ ৭০ ২ ৪ ৬ ১ ১০ ১ ২০ ৫০ ৬০ ৪০০ ৭০ ১০ ৫০
৬ ১৮ ১ ৫ ৪ ৫০ ১ ১ ৩০ ৯০ ২০০ ৯ ১ ৩০ ৪০ ৬০ ৪০০ ১০০
১০ ৪০ ৭ ৪৩ ৯০ ২০০ ৯ ১ ৩০ ৭০০ ১০ ৫০ ১ ৫০ ৭০ ৪০
৪০০ ৭০ ৩০ ১০ ৫ ৪০ ১০০০ ১০ ২০০ ১ ৩০ ৪০ ১০০০ ৮০০
৬ ২ ৭০ ৩০ ১০ ৫ ৪০ ৬ ৩০ ১ ১ ৩০ ৮০০ ১ ৩০ ১০ ৫০

এবার, আপনাকে একটি প্রশ্ন করি, বলুনতো প্রতি রাকাতেই কেন সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা ওয়াজিব (আবশ্যক)। কী হেকমত আছে এই হুকুমের মাঝে? চলুন, আমরা সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

সূরা ফাতিহা (১ নং সূরা), তারপাশে মোট আয়াত (৭) লিখলে হয় ১৭ = পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মোট ফরয রাকাত সংখ্যা। এবার ১৭ লিখার পর প্রথম নামাযের (ফযরের) জন্য ১ লিখি, তারপর ফরয দুই রাকাতের জন্য ২ লিখি, এরপর যেহেতু দুই রাকাতে দুই বার সূরা ফাতিহা পড়া হয় তাই এই সূরার কোড পাশাপাশি দুই বার লিখি। এই ভাবে এরপর পাশাপাশি দ্বিতীয় নামাযের (যোহর) জন্য ২, ফরয চার রাকাতের জন্য ৪ এবং সূরা ফাতিহার কোড চার বার লিখি। অনুরূপ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য লিখে সংখ্যাটি পূর্ণ করি। সংক্ষেপে সংখ্যাটি হবে,

১৭১২[*][*]২৪[*][*][*][*]৩৪[*][*][*][*]৪৩[*][*][*]৫৪[*][*][*][*]

চলুন এবার [*] এর মান বসিয়ে পুরো সংখ্যাটি লিখা যাক।

১৭১২১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭
১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০
১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০
৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১
৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪
০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০
৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩
১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১
০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫
৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭

০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০
৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০২৪১১৯২৬০৪০১৩
০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০
০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১
৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬
০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০
৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০
০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১
০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১
৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০
৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১
৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪
০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০
৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩
১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১
০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫
৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭
০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০
৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩
০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২
১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০
৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪
০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০

৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১
০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫
০৩৪১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১
৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০
৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১
৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪
০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০
৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩
১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১
০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫
৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭
০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০
৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩
০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২
১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০
৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪
০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০
৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১
০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫
০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০
৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০
২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০
২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০

৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০
৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩
০১১৩০৮০০১৩০১০৫০৪৩১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩
১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১
০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫
৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭
০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০
৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩
০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২
১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০
৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪
০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০
৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১
০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫
০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০
৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০
২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০
২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০
৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০
৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩
০১১৩০৮০০১৩০১০৫০৫৪১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১
৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩
১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১
০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫

৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭
০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০
৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩
০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২
১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০
৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪
০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০
৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১
০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫
০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০২১৭১৩০
৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২১৩০২০০৮৪০৫০১৩০
২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫০৫১৯১১০১২০৫০৭০
২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫০১১৩০৯০২০০৯১৩০
৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০১০৫০১৫০৭০৪০৪০০
৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩
০১১৩০৮০০১৩০১০৫০১১৯২৬০৪০১৩০৩০৫১৩০২০০৮৪০৫০১৩০
২০০৮১০৪০২১৭১৩০৮৪০৪৩০৩০৫২০০২১৩০৭০৩০৪০১০৫০৩১২
১৩০২০০৮৪০৫০১৩০২০০৮১০৪০৪১১৪০৩০২০১০৬৪০১৩০৪১০৫
০৫১৯১১০১২০৫০৭০২৪৬১১০১২০৫০৬০৪০০৭০১০৫০৬১৮১৫৪৫
০১১৩০৯০২০০৯১৩০৪০৬০৪০০১০০১০৪০৭৪৩৯০২০০৯১৩০৭০০
১০৫০১৫০৭০৪০৪০০৭০৩০১০৫৪০১০০০১০২০০১৩০৪০১০০০৮০
০৬২৭০৩০১০৫৪০৬৩০১১৩০৮০০১৩০১০৫০

সুবিশাল এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্ ॥

(১৯×০ ৯ ০ ১ ১ ১ ৫ ৪ ০ ০ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ৩ ২ ২ ৬ ৪ ২ ১ ৪ ৯
৫ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৪ ২ ৩ ১ ৬ ৯ ৩ ২ ২ ৬ ৭ ৫ ৮ ১ ২ ১ ২ ১
৩ ২ ৬ ৩ ২ ৭ ০ ০ ৩ ৭ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ৭ ৯ ১ ১ ১ ৬ ৪ ৭ ৪ ৭ ৪ ১
২ ৬ ৫ ৭ ৯ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৫ ৮ ৪ ৪ ২ ৩ ২ ১ ৭ ৯ ১ ০ ৬ ৩ ২ ১ ৩ ৮
৯ ৫ ৪ ২ ৩ ২ ১ ৩ ১ ৮ ৫ ২ ১ ৬ ৩ ২ ২ ১ ৩ ১ ৯ ৪ ৮ ৬ ৬ ৩ ৭ ৩
৭ ৪ ৭ ৬ ৩ ৪ ৭ ৫ ৭ ৯ ৩ ১ ৬ ৩ ৪ ২ ৪ ৩ ০ ৬ ০ ৭ ৬ ৩ ২ ১ ৭ ৪
১ ৫ ৮ ৯ ৫ ২ ১ ৭ ৩ ৮ ৯ ৭ ৯ ১ ৫ ৭ ৯ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ১ ৯ ৭ ০ ৪ ৭
৪ ৭ ৪ ১ ৬ ৪ ৭ ৭ ৩ ৬ ৮ ৯ ৭ ৩ ৭ ৬ ৩ ৫ ২ ৮ ৪ ৪ ২ ১ ৪ ২ ২ ৬
৩ ৭ ১ ২ ৬ ৩ ৬ ৮ ৪ ২ ৬ ৪ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ৬ ৩ ৬ ৮ ৪ ৬ ৩ ১ ৯ ০
৮ ৯ ৬ ৩ ২ ১ ৩ ৩ ৭ ১ ৭ ৩ ৭ ৪ ৩ ৭ ২ ৬ ৩ ২ ২ ৬ ৩ ৭ ১ ০ ৫ ৮
৯ ০ ৮ ৪ ৪ ২ ১ ৭ ৩ ৮ ৪ ৪ ৮ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৮ ৬ ৩ ৪ ২ ১ ৭ ৩ ৭ ৮
৯ ৯ ০ ০ ২ ১ ১ ৬ ৬ ৯ ১ ০ ৯ ৬ ৮ ৬ ৪ ৭ ৫ ২ ৯ ০ ৫ ২ ৭ ৪ ৩ ৭
২ ১ ২ ১ ২ ৬ ৩ ৭ ১ ০ ৬ ৯ ০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৪ ৭ ৬ ৩ ২ ২ ৬ ৪
২ ১ ৪ ৭ ৯ ১ ৬ ০ ০ ৬ ০ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ২ ৯ ৬ ৮ ৪ ৮ ৯ ৬ ৮ ৯ ৭
৩ ৯ ৫ ৭ ৪ ২ ৬ ৩ ৭ ৯ ২ ১ ৪ ২ ২ ৩ ৪ ৭ ৯ ৪ ৮ ০ ০ ২ ৬ ৬ ৩ ৩
৬ ৮ ৭ ৯ ০ ০ ২ ৬ ৬ ৪ ১ ১ ৩ ৩ ৯ ৪ ৭ ৯ ৬ ৩ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৬ ৩ ৮
৪ ৪ ২ ৪ ২ ৩ ১ ৫ ৮ ৪ ২ ১ ৬ ০ ০ ৩ ৯ ১ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ৩ ২ ২ ৬ ৬
৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৭ ৯ ৭ ৪ ০ ৫ ৪ ৭ ৫ ৭ ৯ ৩ ১ ৭ ৩ ৭ ৩ ৯ ৬ ৮ ৪ ৭ ৩
৬ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ০ ১ ৬ ০ ০ ০ ৫ ২ ৬ ৭ ৩ ৭ ১ ৭ ২ ১ ২ ১ ১ ০ ৮ ১
০ ৮ ৫ ৭ ৯ ৫ ৪ ২ ৫ ২ ৬ ৩ ৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৮ ০ ২ ১ ৬ ৮ ০ ৩ ১ ৭ ৯
০ ১ ৫ ৯ ৫ ০ ০ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৪ ২ ৬ ৫ ২
৭ ৪ ৫ ৮ ৫ ৮ ৩ ৩ ৭ ০ ৬ ৮ ৫ ৮ ১ ৬ ৮ ৪ ৩ ২ ২ ৬ ৬ ৮ ৫ ৮ ১ ০
৫ ৮ ১ ৫ ৯ ৫ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ২ ৮ ৪ ৪ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৭ ৯ ৪ ৯
৪ ৯ ৫ ৩ ৩ ৭ ০ ০ ১ ০ ৫ ৮ ২ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৫ ৮ ৪ ৪ ৭ ৬ ৪ ১ ৬ ৩

৬ ৯ ০ ৫ ৫ ৩ ০ ০ ১ ২ ৯ ৫ ৩ ১ ৬ ৪ ২ ৩ ৭ ১ ৬ ০ ০ ০ ৩ ৬ ৮ ৯

৭ ৪ ০ ০ ৯ ৫ ৫ ৫ ০ ০ ০ ৫ ৯ ৫ ২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ৭ ৫ ২ ৮ ৪ ৫ ২ ৮

৪ ২ ১ ৫ ৭ ৯ ৪ ৯ ৫ ১ ২ ৮ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ৪ ৮ ৯ ৮ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৫

৩ ৪ ২ ৪ ৭ ৫ ৮ ১ ০ ৫ ৬ ৩ ৩ ১ ৬ ৩ ৪ ৪ ২ ১ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ১ ০ ৫

৩ ৩ ১ ৭ ৯ ০ ০ ০ ০ ৪ ২ ১ ৩ ৮ ২ ৬ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৮ ৯ ৮ ০ ৫ ৩ ২

২ ৬ ৭ ৩ ৬ ৯ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৫ ২ ২ ৪ ২ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৫ ২ ৯ ০ ১

৫ ৮ ৯ ৫ ১ ৭ ৯ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ২ ১ ২ ৬ ৪ ৩ ০ ০ ৬ ৮ ৮ ৬

৩ ৩ ৮ ৪ ৩ ৭ ১ ১ ৫ ৮ ০ ০ ৬ ৮ ৭ ৯ ১ ০ ৭ ৩ ৭ ৩ ৯ ৪ ৯ ০ ১ ১

২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ৩ ৭ ১ ০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৩ ১ ৭ ৯ ১ ৬ ৩ ৮ ৯ ৬ ৩

২ ৬ ৩ ৭ ১ ৭ ৯ ০ ১ ৬ ০ ০ ৫ ৫ ২ ৯ ০ ৪ ৭ ৯ ৪ ৮ ০ ০ ২ ৬ ৬ ৮

৫ ৫ ০ ৫ ৮ ৪ ২ ৭ ৩ ৯ ৫ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ০ ৫ ৩ ১ ৮ ৪ ৫ ৩ ৫ ৮ ৭ ০

৭ ৯ ০ ০ ৬ ৮ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৪ ২ ৭ ৯ ১ ৬ ১ ০ ৭ ৩ ৬ ৮ ৯ ৪ ৭ ৯ ১

৬ ১ ৮ ১ ০ ০ ১ ০ ৫ ৭ ৪ ৩ ৭ ২ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৬ ৮ ৭ ৯ ১ ৬ ০

০ ০ ৩ ৭ ০ ০ ০ ৫ ৫ ৪ ৭ ৪ ২ ১ ০ ৫ ৮ ০ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ২ ১ ০

৫ ৬ ৮ ৪ ৫ ৪ ০ ৫ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৭ ৪ ০ ১ ৫ ৮ ৪ ৮ ৯ ৮ ৯ ৪ ৮ ০ ৫

৩ ১ ৮ ৪ ২ ৭ ৩ ২ ৯ ৪ ৯ ৪ ৮ ০ ৫ ৪ ২ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ২ ৮ ৪ ৪

৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৭ ৯ ৪ ৯ ৪ ৮ ৫ ১ ১ ২ ১ ৪ ৯ ৪ ৯ ৬ ৩ ৩ ১ ৮ ৫

২ ৬ ৪ ২ ৭ ৯ ৩ ১ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ২ ৮ ৯ ৬ ৩ ৭ ৯ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৬ ০ ০

২ ৬ ৩ ৮ ৪ ৩ ১ ৬ ২ ১ ৬ ০ ০ ২ ১ ৬ ৫ ২ ৭ ৯ ০ ৫ ৩ ১ ৯ ১ ৫ ৮

৫ ৮ ১ ১ ০ ৭ ৯ ২ ২ ০ ৫ ৮ ৪ ২ ৭ ৩ ৯ ৫ ১ ০ ৬ ৫ ৫ ৮ ৪ ৭ ৪ ৩

১ ৮ ৪ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৭ ১ ৬ ৭ ৪ ৪ ৯ ৭ ৩ ৭ ৪ ৩ ৭ ৩ ১

৬ ৮ ৪ ৬ ৯ ১ ০ ৭ ৪ ০ ০ ২ ১ ০ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ২ ১ ৪ ৪ ৪ ১ ৫ ৮ ৯

৫ ২ ১ ৭ ৪ ০ ৫ ২ ৬ ৮ ৬ ৮ ৫ ০ ০ ৩ ৭ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ০ ৫ ৪ ২ ১ ৬

০ ৭ ৩ ৭ ৩ ৬ ৮ ৪ ৭ ৪ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৬ ৩ ২ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০

১ ৫ ৮ ৪ ৪ ৯ ৫ ০ ৬ ৮ ৪ ৮ ০ ৫ ৬ ৮ ৪ ২ ৭ ৯ ০ ০ ২ ৬ ৩ ৭ ৮ ৫

৫ ৮ ১ ০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৯ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ১ ০ ৭ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ১
৬ ৩ ৩ ৬ ৯ ৫ ৬ ৩ ৮ ৪ ৬ ৫ ২ ৮ ৫ ৮ ০ ৫ ৫ ৩ ৬ ৮ ৫ ৩ ৩ ১ ৯ ৪
৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ৭ ৬ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৭ ৩ ৭ ৮ ৯ ৯ ১ ৬ ০ ৫ ৩ ৩ ১ ৬ ৮ ৪
৬ ৩ ৭ ০ ৫ ৪ ৭ ৯ ৬ ৮ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৫ ৬ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ৭ ১ ০ ৭
৯ ৯ ৫ ৩ ১ ৬ ৪ ২ ৩ ৭ ২ ১ ১ ৮ ২ ১ ৬ ৩ ২ ২ ১ ৩ ১ ৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ৫
৭ ৯ ৫ ০ ০ ৩ ২ ৫ ৩ ৪ ৪ ৪ ৭ ৪ ২ ৭ ৯ ৪ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩
৪ ৭ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ০ ০ ৫ ৪ ৭ ৭ ৫ ৯ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৮ ৫ ৮ ২ ৬ ৩ ২
১ ৩ ১ ৬ ৫ ৮ ২ ৬ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৪ ৭ ৫ ২ ৬ ৮ ৭ ০ ৫ ৩ ১ ৫ ৭ ৯ ৪
৮ ৪ ২ ১ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ২ ৬ ৩ ৫ ৭ ৯ ২ ৭ ৭ ৩ ৮ ৪ ২ ৬ ৬ ০ ০ ৩ ৩
১ ৬ ৩ ৮ ৪ ৬ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৭ ০ ২ ১ ৬ ৮ ০ ৩ ১ ৭ ৯ ০ ১ ৫
৯ ৫ ০ ০ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৪ ২ ৬ ৫ ২ ৭ ৪ ৫
৮ ৫ ৮ ৩ ৩ ৭ ০ ৬ ৮ ৫ ৮ ১ ৬ ৮ ৪ ৩ ২ ২ ৬ ৬ ৮ ৫ ৮ ১ ০ ৫ ৮ ১
৫ ৯ ৫ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ২ ৮ ৪ ৪ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৭ ৯ ৪ ৯ ৪ ৯ ৫
৩ ৩ ৭ ০ ০ ১ ০ ৫ ৮ ২ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৫ ৮ ৪ ৪ ৭ ৬ ৪ ১ ৬ ৩ ৬ ৯ ০
৫ ৫ ৩ ০ ০ ১ ২ ৯ ৫ ৩ ১ ৬ ৪ ২ ৩ ৭ ১ ৬ ০ ০ ০ ৩ ৬ ৮ ৯ ৭ ৪ ০
০ ৯ ৫ ৫ ৫ ০ ০ ০ ৫ ৯ ৫ ২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ৭ ৫ ২ ৮ ৪ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ১
৫ ৭ ৯ ৪ ৯ ৫ ১ ২ ৮ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ৪ ৮ ৯ ৮ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৫ ৩ ৪ ২
৪ ৭ ৫ ৮ ১ ০ ৫ ৬ ৩ ৩ ১ ৬ ৩ ৪ ৪ ২ ১ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ১ ০ ৫ ৩ ৩ ১
৭ ৯ ০ ০ ০ ০ ৪ ২ ১ ৩ ৮ ২ ৬ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৮ ৯ ৮ ০ ৫ ৩ ২ ২ ৬ ৭
৩ ৬ ৯ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৫ ২ ২ ৪ ২ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৫ ২ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯
৫ ১ ৭ ৯ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ২ ১ ২ ৬ ৪ ৩ ০ ০ ৬ ৮ ৮ ৬ ৩ ৩ ৮
৪ ৩ ৭ ১ ১ ৫ ৮ ০ ০ ৬ ৮ ৭ ৯ ১ ০ ৭ ৩ ৭ ৩ ৯ ৪ ৯ ০ ১ ১ ২ ১ ১
৫ ৮ ৩ ৩ ৭ ১ ০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৩ ১ ৭ ৯ ১ ৬ ৩ ৮ ৯ ৬ ৩ ২ ৬ ৩
৭ ১ ৭ ৯ ০ ১ ৬ ০ ০ ৫ ৫ ২ ৯ ০ ৪ ৭ ৯ ৪ ৮ ০ ০ ২ ৬ ৬ ৮ ৫ ৫ ০
৫ ৮ ৪ ২ ৭ ৩ ৯ ৫ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ০ ৫ ৩ ১ ৮ ৪ ৫ ৩ ৫ ৮ ৭ ০ ৭ ৯ ০

০ ৬ ৮ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৪ ২ ৭ ৯ ১ ৬ ১ ০ ৭ ৩ ৬ ৮ ৯ ৪ ৭ ৯ ১ ৬ ১ ৮
১ ০ ০ ১ ০ ৫ ৭ ৪ ৩ ৭ ২ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৫ ৮ ৬ ৮ ৭ ৯ ১ ৬ ০ ০ ০ ৩
৭ ০ ০ ০ ৫ ৫ ৪ ৭ ৪ ২ ১ ০ ৫ ৮ ০ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬ ৮
৪ ৫ ৪ ০ ৫ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৭ ৪ ০ ১ ৫ ৮ ৪ ৮ ৯ ৮ ৯ ৪ ৮ ০ ৫ ৩ ১ ৮
৪ ২ ৭ ৩ ২ ৯ ৪ ৯ ৪ ৮ ০ ৫ ৪ ২ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ২ ৮ ৪ ৪ ৭ ৪ ৩
৬ ৯ ৪ ৭ ৭ ৯ ৪ ৯ ৪ ৮ ৫ ১ ১ ২ ১ ৪ ৯ ৪ ৯ ৬ ৩ ৩ ১ ৮ ৫ ২ ৬ ৪
২ ৭ ৯ ৩ ১ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ২ ৮ ৯ ৬ ৩ ৭ ৯ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৬ ০ ০ ২ ৬ ৩
৮ ৪ ৩ ১ ৬ ২ ১ ৬ ০ ০ ২ ১ ৬ ৫ ২ ৭ ৯ ০ ৫ ৩ ১ ৯ ১ ৫ ৮ ৫ ৮ ১
১ ০ ৭ ৯ ২ ২ ০ ৫ ৮ ৪ ২ ৭ ৩ ৯ ৫ ১ ০ ৬ ৫ ৫ ৮ ৪ ৭ ৪ ৩ ১ ৮ ৪
৫ ২ ৮ ৪ ২ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৭ ১ ৬ ৭ ৪ ৪ ৯ ৭ ৩ ৭ ৪ ৩ ৭ ৩ ১ ৬ ৮ ৪
৬ ৯ ১ ০ ৭ ৪ ০ ০ ২ ১ ০ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ২ ১ ৪ ৪ ৪ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ২ ১
৭ ৪ ০ ৫ ২ ৬ ৮ ৬ ৮ ৫ ০ ০ ৩ ৭ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ০ ৫ ৪ ২ ১ ৬ ০ ৭ ৩
৭ ৩ ৬ ৮ ৪ ৭ ৪ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৬ ৩ ২ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০ ১ ৫ ৮
৪ ৪ ৯ ৫ ০ ৬ ৮ ৪ ৮ ০ ৫ ৬ ৮ ৪ ২ ৭ ৯ ০ ০ ২ ৬ ৩ ৭ ৮ ৫ ৫ ৮ ১
০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৯ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ১ ০ ৭ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ১ ৬ ৩ ৩
৬ ৯ ৫ ৬ ৩ ৮ ৪ ৬ ৫ ২ ৮ ৫ ৮ ০ ৫ ৫ ৩ ৬ ৮ ৫ ৩ ৩ ১ ৯ ৪ ৮ ৯ ৬
৮ ৪ ৭ ৬ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৭ ৩ ৭ ৮ ৯ ৯ ১ ৬ ০ ৫ ৩ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৬ ৩ ৭
০ ৫ ৪ ৭ ৯ ৬ ৮ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৫ ৬ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ৭ ১ ০ ৭ ৯ ৯ ৫
৩ ১ ৬ ৪ ২ ৩ ৭ ২ ১ ১ ৮ ২ ১ ৬ ৩ ২ ২ ১ ৩ ১ ৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ৫ ৭ ৯
৫ ০ ০ ৩ ২ ৫ ৩ ৪ ৪ ৪ ৭ ৪ ২ ৭ ৯ ৪ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ৪ ৭
৫ ৭ ৯ ০ ০ ০ ০ ৫ ৪ ৭ ৭ ৫ ৯ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৮ ৫ ৮ ২ ৬ ৩ ২ ১ ৩
১ ৬ ৫ ৮ ২ ৬ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৪ ৭ ৫ ২ ৬ ৮ ৭ ০ ৫ ৩ ১ ৫ ৭ ৯ ৪ ৮ ৪
২ ১ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ২ ৬ ৩ ৫ ৭ ৯ ২ ৭ ৭ ৩ ৮ ৪ ২ ৬ ৬ ০ ০ ৩ ৩ ১ ৬
৩ ৮ ৪ ৬ ৩ ১ ৬ ৪ ৭ ৪ ২ ৩ ৭ ০ ৬ ৯ ০ ৪ ৮ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ৪ ২ ২ ৬
৫ ৮ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৪ ৪ ২ ৩ ৬ ৯ ১ ০ ৬ ৩ ২ ০ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ৮ ২ ৭ ০

০ ৪ ৪ ২ ৩ ৩ ১ ৭ ৩ ৯ ৫ ৭ ৯ ০ ৫ ৯ ৫ ১ ০ ৬ ৮ ৬ ৩ ২ ১ ৩ ১ ৭
৪ ৩ ২ ২ ৬ ৪ ২ ১ ৪ ৯ ৫ ০ ০ ০ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৪ ২ ৩ ১ ৭ ৯ ৫ ৪
৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ৪ ০ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ৬ ৮ ৬ ৮ ৬ ৯ ৪ ২ ৬ ৮ ৪ ৮ ৪ ৪
৭ ৭ ৩ ৮ ১ ৩ ৭ ৪ ২ ১ ৬ ৮ ৬ ৮ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৬ ১ ১ ৪
৮ ১ ৮ ১ ৫ ৮ ৪ ৮ ৯ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৮ ৫ ৮ ১ ০ ৮ ৪ ৪ ২ ১ ১ ০ ৫
৩ ১ ৭ ৯ ৩ ৩ ৮ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৪ ২ ৭ ৯ ৩ ১ ৫ ৮ ৪ ৪ ৭ ৪ ৪ ৭ ৭ ৩
৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ৫ ৮ ০ ৫ ৩ ১ ৮ ৬ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ২ ৭ ৯ ১ ৫
৮ ৪ ২ ১ ৪ ৭ ৪ ০ ১ ৪ ২ ২ ৬ ৩ ৭ ১ ২ ৬ ৬ ৪ ৭ ৪ ২ ৭ ৯ ৩ ৬ ৮
৪ ৮ ৯ ৫ ২ ৮ ৯ ৫ ৩ ৬ ৪ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৭ ৯ ১ ০ ৭ ৯ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৬
০ ০ ২ ৬ ৩ ৮ ৪ ৩ ১ ৬ ২ ১ ৬ ০ ০ ১ ১ ৪ ২ ৭ ৯ ৩ ৮ ৯ ৭ ০ ০ ১
৬ ০ ৬ ৩ ১ ৬ ৯ ১ ০ ৮ ৯ ৬ ৩ ৩ ৬ ৮ ৯ ৭ ৩ ৮ ৪ ৮ ৪ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯
৩ ৮ ৯ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ২ ৬ ৮ ৬ ৩ ৩ ৭ ৪ ৪ ২ ২ ৬ ৪ ২ ১ ৬ ১
২ ৬ ৩ ৮ ৪ ৪ ২ ৬ ৫ ৮ ১ ৬ ৭ ৯ ৫ ২ ৬ ৯ ৫ ০ ০ ৩ ৬ ৯ ৭ ১ ৬ ৩
৬ ৯ ০ ৫ ৫ ২ ৯ ৪ ৯ ৪ ৭ ৭ ৩ ৭ ৩ ৯ ৫ ০ ৬ ২ ১ ৮ ৬ ৫ ৭ ৯ ৫ ৪
২ ৫ ৮ ০ ০ ০ ৪ ৮ ০ ৫ ৪ ৭ ৬ ৮ ৬ ৩ ১ ৬ ৩ ১ ৬ ৩ ৩ ৭ ২ ৩ ৩ ৬
৩ ২ ৬ ৩ ৬ ৩ ৮ ৪ ৫ ৭ ৯ ০ ০ ২ ৬ ৩ ৯ ৫ ১ ০ ৭ ৩ ৮ ৯ ৫ ১ ০ ৬
৮ ৪ ৭ ৬ ৫ ২ ৬ ৮ ৪ ২ ১ ৫ ৮ ৯ ৪ ৮ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ২ ১ ০ ৯ ৪ ৭ ৬
৯ ৮ ৪ ৩ ৬ ৮ ৯ ৭ ৫ ৮ ২ ২ ৬ ৩ ৭ ৫ ৩ ০ ৫ ২ ৭ ০ ০ ০ ৫ ৫ ২ ৬
৯ ৪ ৩ ৪ ৭ ৫ ৭ ৯ ৬ ৩ ৩ ১ ৮ ৪ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৩ ৮ ৯ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৭
৩ ৭ ২ ৬ ৮ ৬ ৩ ২ ৭ ২ ১ ৭ ৪ ১ ২ ৬ ৫ ৪ ২ ২ ৬ ৫ ৮ ৯ ৪ ৮ ৪ ৮
৯ ৮ ৪ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ১ ৮ ৪ ৩ ৭ ৪ ৮ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৮ ৬ ৩ ৪ ২ ১ ৭ ৩
৭ ৮ ৯ ৯ ০ ০ ২ ১ ২ ৬ ৯ ১ ৫ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৬ ৬ ৫ ২ ৭ ০ ০ ২ ১ ৬
০ ৫ ৫ ৩ ৬ ৩ ৭ ৩ ৭ ৪ ৭ ৬ ৩ ৫ ২ ৭ ৬ ১ ১ ১ ০ ৫ ৮ ৯ ৭ ৪ ০ ০
২ ১ ০ ৮ ৯ ৫ ২ ৮ ৯ ৭ ৯ ৯ ০ ২ ৮ ৬ ৮ ৪ ৮ ০ ৫ ৭ ৩ ৭ ৮ ৯ ৯ ৫
৪ ২ ৩ ১ ৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ২ ৬ ৩ ২ ১ ২ ৬ ৭ ০ ৭ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৬ ৯ ১ ০

৮ ৯ ৪ ৭ ৯ ২ ১ ১ ৩ ১ ৯ ৪ ৯ ৪ ৯ ৪ ৭ ৭ ৩ ৮ ৪ ২ ৬ ৬ ০ ০ ০ ৫
২ ৬ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৪ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ১ ৫ ৮ ৩ ১ ৬ ১ ১ ৯ ৪ ৮ ৯ ৫ ২ ৯
১ ৬ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ৪ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৬ ৮ ৬ ৮ ৭ ০ ৫ ৮ ৯ ০ ৮ ৪ ৪
২ ১ ৭ ৩ ৮ ৪ ৪ ৮ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৮ ৬ ৩ ৪ ২ ১ ৭ ৩ ৭ ৮ ৯ ৯ ০ ০ ২
১ ১ ৬ ৬ ৯ ১ ০ ৯ ৬ ৮ ৬ ৪ ৭ ৫ ২ ৯ ০ ৫ ২ ৭ ৪ ৩ ৭ ২ ১ ২ ১ ২ ৬
৩ ৭ ১ ০ ৬ ৯ ০ ৫ ৯ ৪ ৮ ৪ ২ ৫ ৪ ৭ ৬ ৩ ২ ২ ৬ ৪ ২ ১ ৪ ৭ ৯ ১
৬ ০ ০ ৬ ০ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ২ ৯ ৬ ৮ ৪ ৮ ৯ ৬ ৮ ৯ ৭ ৩ ৯ ৫ ৭ ৪ ২
৬ ৩ ৭ ৯ ২ ১ ৪ ২ ২ ৩ ৪ ৭ ৯ ৪ ৮ ০ ০ ২ ৬ ৬ ৩ ৩ ৬ ৮ ৭ ৯ ০ ০
২ ৬ ৬ ৪ ১ ১ ৩ ৩ ৯ ৪ ৭ ৯ ৬ ৩ ৬ ৩ ২ ৬ ৩ ৬ ৩ ৮ ৪ ৪ ২ ৪ ২ ৩
১ ৫ ৮ ৪ ২ ১ ৬ ০ ০ ৩ ৯ ১ ৫ ২ ৭ ৩ ৭ ৩ ২ ২ ৬ ৬ ৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৭
৯ ৭ ৪ ০ ৫ ৪ ৭ ৫ ৭ ৯ ৩ ১ ৭ ৩ ৭ ৩ ৯ ৬ ৮ ৪ ৭ ৩ ৬ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯
০ ১ ৬ ০ ০ ০ ৫ ২ ৬ ৭ ৩ ৭ ১ ৭ ২ ১ ২ ১ ১ ০ ৮ ১ ০ ৮ ৫ ৭ ৯ ৫
৪ ২ ৫ ২ ৬ ৩ ৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৭ ৯ ৫ ৭ ৫ ০ ৫ ৪ ৭ ৪ ৩ ৭ ০ ০ ২ ৭ ০
০ ১ ০ ৫ ৭ ০ ৫ ৫ ২ ৭ ০ ০ ১ ০ ৫ ৬ ৮ ৯ ৬ ৮ ৫ ৩ ৫ ৩ ৩ ২ ০ ২
১ ২ ৭ ৯ ১ ০ ৮ ০ ০ ০ ১ ১ ২ ১ ৪ ২ ২ ৬ ৫ ২ ৬ ৮ ৬ ৮ ৫ ৮ ৫ ৩
৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৬ ৫ ২ ৮ ৯ ৫ ৪ ২ ২ ১ ০ ৯ ৫ ২ ৮ ৪ ৪ ২ ৭ ০ ৫ ৪ ২
২ ১ ১ ০ ৮ ৬ ৩ ২ ২ ৬ ৫ ৩ ১ ৮ ৪ ৪ ৮ ৩ ৭ ৪ ২ ১ ৬ ৮ ৬ ৮ ৭ ৯
০ ৭ ৬ ৯ ০ ০ ০ ৬ ৩ ৪ ২ ৪ ২ ৩ ১ ৬ ১ ৫ ৮ ৪ ৪ ৭ ৬ ৯ ৩ ৭ ৬ ৫
৫ ২ ৬ ৯ ১ ১ ০ ০ ১ ০ ৫ ৭ ৪ ৩ ৭ ০ ৫ ৫ ৮ ১ ০ ৫ ৩ ১ ৫ ৮ ৪ ৪
২ ৪ ৯ ৬ ৭ ৯ ০ ৫ ৩ ১ ১ ২ ১ ৪ ২ ১ ১ ০ ৭ ৯ ০ ২ ৬ ৬ ৮ ৬ ৩ ৩
৬ ৮ ৭ ৯ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৭ ৯ ০ ০ ০ ০ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৪ ৮ ৯ ৬ ৮ ৪ ৭ ৩
৭ ২ ৬ ৩ ৪ ৮ ৭ ৯ ১ ০ ৫ ৮ ১ ৭ ৯ ২ ৭ ৯ ০ ০ ৬ ৮ ৮ ৪ ২ ১ ৭ ৩
৭ ৩ ৯ ৪ ৭ ৯ ৯ ৬ ১ ০ ৭ ৩ ৭ ৫ ২ ৭ ৯ ২ ১ ৭ ৩ ৭ ৮ ৯ ৯ ১ ৬ ০
৫ ৩ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৬ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ৭ ৭ ৪ ৩ ৭ ২ ৮ ৪ ৪ ৩ ৭ ০ ০ ২ ৭
৩ ৬ ৯ ৫ ৪ ২ ৪ ৭ ৫ ২ ৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৮ ০ ৫ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ১ ৭ ৯

২ ১ ১ ২ ১ ১ ৫ ৮ ৩ ২ ১ ২ ৬ ৫ ৩ ২ ৩ ১ ৭ ৩ ৭ ৯ ০ ০ ৩ ৩ ৬ ৯ ১
০ ৭ ৪ ২ ৩ ৭ ১ ১ ৫ ৩ ২ ১ ১ ১ ৬ ০ ৫ ৬ ৩ ২ ৮ ৭ ৪ ২ ৬ ৩ ৭ ৯
২ ১ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ০ ০ ০ ৫ ৫ ২ ৯ ৫ ৬ ৯ ২ ৩ ৪ ২ ১ ৬ ৪ ৭ ৮ ৪ ৩
১ ৬ ২ ৭ ০ ০ ২ ১ ৩ ৭ ০ ৫ ২ ৬ ৮ ৪ ২ ৬ ৫ ৩ ০ ২ ৩ ১ ০ ৬ ৩ ২
০ ৫ ৯ ৫ ১ ০ ৫ ৩ ১ ৮ ৪ ২ ৮ ৯ ৮ ৪ ৪ ২ ৩ ১ ৬ ১ ৫ ৯ ৪ ৭ ৯ ২
৩ ১ ৬ ৩ ১ ৫ ৮ ৪ ৩ ১ ৫ ৮ ৫ ৮ ১ ০ ৫ ৭ ৮ ৯ ৮ ৯ ৫ ০ ৬ ৬ ৮ ৫
৭ ৯ ৫ ০ ২ ১ ৩ ৮ ৪ ২ ৭ ০ ০ ৪ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ০ ৭ ৯ ০ ১ ০ ১ ৩ ৭
০ ৫ ৩ ৩ ১ ৭ ৩ ৯ ৫ ৪ ২ ২ ১ ০ ৯ ৬ ৮ ৬ ৮ ৪ ৮ ৯ ৫ ৭ ৯ ৩ ৭ ৩
৮ ৯ ৫ ৮ ৭ ৯ ৬ ৩ ৬ ০ ০ ২ ২ ৬ ৪ ৭ ৬ ৪ ২ ১ ১ ৬ ৪ ৭ ৭ ৩ ৮ ৪
৪ ২ ১ ৬ ০ ৫ ৪ ২ ৭ ৪ ৩ ৬ ৯ ৪ ৭ ৮ ১ ০ ৭ ৯ ০ ১ ৫ ৮ ৯ ৫ ১ ৬
৩ ৩ ৭ ০ ৫ ৮ ৬ ৩ ৩ ১ ৬ ৮ ৪ ৭ ৭ ০ ৫ ৩ ৩ ১ ৭ ৯ ৫ ০ ০ ২ ৭ ৩
২ ১ ৫ ৮ ৫ ২ ৮ ৯ ৮ ৪ ৩ ৪ ০ ০ ৫ ৭ ৯ ৫ ৮ ১ ৬ ১ ০ ৭ ৩ ৭ ২ ১
১ ০ ৭ ৯ ২ ৭ ২ ৭ ১ ২ ৮ ৯ ৫ ৩ ৩ ২ ০ ৫ ৩ ৬ ৮ ৯ ০ ১ ৬ ০ ০ ৩
১ ৭ ৮ ৯ ৫ ২ ৬ ৩ ৭ ০ ৫ ৬ ৫ ৪ ৬ ৮ ৫ ২ ৬ ৭ ৯ ৬ ৩ ৫ ২ ৬ ৩ ৭
১ ০ ৬ ০ ৫ ৬ ৩ ৩ ৭ ০ ৫ ৩ ০ ০ ১ ৫ ৮ ৪ ৪ ৯ ৪ ৭ ৮ ৯ ৪ ৭ ৯ ০
৫ ২ ৭ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ৫ ৩ ০ ৫ ২ ৯ ৬ ১ ৫ ৯ ৪ ৭ ৯ ২ ৩ ১ ৯ ১ ০
৫ ৮ ৫ ৮ ৩ ১ ৫ ৮ ৫ ৭ ৯ ৫ ০)

প্রাপ্ত সংখ্যাটিতে মোট ডিজিট বা অংকের সংখ্যা ৪৬৩৬ এবং আল্লাহু আকবার, এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯ × ২৪৪)।

- এখন হয়তো অনেকে মনে করবেন, জুমুআর দিন তো ফরয নামায ২ রাকাত কম। তাহলে কী হবে? কী আর হবে! মোট ফরয নামায হবে ১৫ রাকাত আর দ্বিতীয় নামাযের (জুমুআ) জন্য লিখতে হবে ২ আর তার পাশে রাকাতের জন্য লিখতে হবে ৪, আর সূরা ফাতিহার কোড

লিখতে হবে দুইবার আর বাকী নামায তো আগের মতই।। এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দুপুরের নামাযের মোট রাকাত (৪)ই লিখব, কেননা দুপুরের ফরয নামাযের মোট রাকাত সংখ্যা (৪) ঠিকই থাকবে, তার কারণ, প্রথমত, এটিকে দুই রাকাত করা হয়েছে জুমুআর খুতবার জন্য, দ্বিতীয়ত, কারও জামাত ছুটে গেলে কিন্তু তাকে জুমুআর দিনও যোহরের নামাযের মত (৪) রাকাতই আদায় করতে হয়। তাহলে সংখ্যাটি হবে-

১৫১২[*][*]২৪[*][*]৩৪[*][*][*][*]৪৩[*][*][*][*]৫৪[*][*][*][*]

কোন সমস্যা নেই! এই সংখ্যাটিও আগের মতই ৪৬৩৬ ডিজিটের সংখ্যা এবং আপনাকে আবারো সারপ্রাইজ দিচ্ছি, এই সুবিশাল সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য। আল্লাহু আকবার কাবীরা!!!!!

- চলুন, সূরা ফাতিহার আরেকটি সংক্ষিপ্ত কোড তৈরি করি। প্রথমে সূরার সংখ্যা (১), পরে মোট আয়াতের সংখ্যা (৭), এরপর সূরাটিতে মোট হরফ সংখ্যা (১৩৯), এরপর সূরার সবগুলো হরফের মোট আব্‌যাদ সংখ্যা (১০১৪৩) পাশাপাশি লিখি। যে সংখ্যাটি হবে তার জন্যও মনে করি,

  [*] = ১৭১৩৯১০১৪৩

  এবার প্রথমে সূরার সংখ্যা (১), এরপর মোট আয়াতসংখ্যা (৭) লিখলে হয় ১৭ যা ঐদিনের মোট ফরয নামাযের সংখ্যা, এরপর ফযরের দুই রাকাত ফরযের জন্য (২) লিখি ও যেহেতু দুই রাকাতে দুই বার সূরা ফাতিহা পড়া হয় তাই তারপাশে দুইবার সূরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত কোড লিখি, এভাবে যোহরের চার রাকাতের জন্য (৪) লিখি এবং চার বার

সূরা ফাতিহা পড়তে হয় তাই চারবার কোডটি পাশাপাশি লিখি, এভাবে অন্যান্য নামাযের জন্য সংখ্যাটি লিখে সম্পূর্ণ করি। তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে-

১৭ ২[*][*] ৪[*][*][*][*] ৪[*][*][*][*] ৩[*][*][*] ৪[*][*][*][*]

এবার [*] এর মান বসিয়ে পাই,

১৭২১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪
৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১
৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭
১৩৯১০১৪৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩
৯১০১৪৩

এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আল্লাহু আকবার!!

(১৯ × ০ ৯ ০ ৬ ১ ৬ ৫ ২ ১ ৫ ৮ ৬ ৪ ৮ ২ ৭ ০ ৪ ৭ ৯ ০ ২ ২ ৮
৫ ১ ১ ২ ৫ ৮ ৪ ২ ৮ ৫ ৮ ৭ ৯ ৬ ৭ ৯ ৪ ৮ ১ ২ ১ ৯ ৫ ৪ ৬ ৮ ৯
৫ ৪ ৯ ০ ৩ ৭ ৫ ৭ ৪ ২ ১ ৮ ০ ৭ ৪ ৫ ৮ ৬ ২ ৬ ৮ ৪ ৯ ৬ ৪ ০ ৫
৯ ৯ ৫ ২ ৭ ০ ৬ ৯ ৩ ২ ৩ ১ ১ ০ ৬ ০ ১ ৬ ৬ ৯ ১ ৫ ৩ ১ ৬ ৫ ৪
৩ ৭ ৭ ৪ ৪ ১ ৬ ৩ ২ ৩ ৩ ২ ৪ ৮ ১ ০ ০ ৫ ৩ ৩ ৮ ৫ ১ ১ ২ ৫ ৮
৪ ২ ৮ ৬ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯
০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭)

জুমুআর দিন যেহেতু দুইরাকাত নামায কম পড়া হয় সেহেতু ১৭ এর স্থলে ১৫ লিখি এবং দুপুরের নামাযের জন্য দুইবার সূরা ফাতিহার কোড লিখি। এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দুপুরের নামাযের মোট

রাকাত (৪)ই লিখব, কেননা দুপুরের ফরয নামাযের মোট রাকাত সংখ্যা (৪) ঠিকই থাকবে, তার কারণ, প্রথমত, এটিকে দুই রাকাত করা হয়েছে জুমুআর খুতবার জন্য, দ্বিতীয়ত, কারও জামাত ছুটে গেলে কিন্তু তাকে জুমুআর দিনও যোহরের নামাযের মত (৪) রাকাতই আদায় করতে হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যাটি হবে এমন-

১৫২[*][*]৪[*][*]৪[*][*][*][*]৩[*][*][*][*]৪[*][*][*][*]

এবার [*] এর মান বসিয়ে পাই,

১৫২১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪
৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩
৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩৪১৭১৩৯১০১৪৩১
৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩১৭১৩৯১০১৪৩

এই সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। আল্লাহু আকবার!!

(১৯ × ০ ৮ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ২
১ ৯ ৫ ৪ ৬ ৮ ৯ ৫ ৪ ৯ ০ ৩ ৭ ৫ ৭ ৪ ২ ১ ৮ ০ ৭ ৪ ৫ ৮ ৬ ২ ৬
৮ ৪ ৯ ৬ ৪ ০ ৫ ৯ ৯ ৫ ২ ৭ ০ ৬ ৯ ৩ ২ ৩ ১ ১ ০ ৬ ০ ১ ৬ ৬ ৯
১ ৫ ৩ ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ ৪ ৪ ১ ৬ ৩ ২ ৩ ৩ ২ ৪ ৮ ১ ০ ০ ৫ ৩ ৩
৮ ৫ ১ ১ ২ ৫ ৮ ৪ ২ ৮ ৬ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০
৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭ ০ ০ ৯ ০ ২ ০ ৫ ৭ ৯ ৭)

এইভাবে কুরআন কারীমের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর ‘১৯’ এর সংখ্যাতাত্ত্বিক সুদৃঢ় বুননে আবদ্ধ। এই রকম একটি দুটি

নয়, হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ নয়, অগণিত, অসংখ্য '১৯' এর সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্ত রয়েছে কুরআন কারীমে। এগুলো উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, অসীম জ্ঞানী, অতি বিজ্ঞ বিজ্ঞানদ্রষ্টার প্রতীতি এবং পরিকল্পনায় নাযিল হয়েছে এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

"আর আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাহলে এ কুরআনের মতো কোনো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো, এবং তোমাদের সে সকল সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!" (সূরা বাকারা : ২৩)

প্রিয় ভাই/বোন আমার, নামায কায়েম করুন

প্রিয় ভাই/বোন আমার, নামায কায়েম করুন, নামায তরক করবেন না, নাহয় ধ্বংস অনিবার্য। একবার একটি ফরয নামায মিস্ করলে বা কাযা করলে, আপনি কিয়ামত পর্যন্ত নফল পড়লেও তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) আদায় হবে না। কেন জানেন? এর জবাব দিবে সংখ্যাতত্ত্ব। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ১৯ সংখ্যার এমন এক মহান বুনন এঁটে দিয়েছেন, যার একটি ছুটে গেলে আপনি সারা জীবনেও আর তা পূরণ করতে পারবেন না, এই জাল একবার ছিড়ে গেলে আর কোনভাবেই এর ক্ষতি পূরণ সম্ভব নয়। চলুন দেখি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও ১৯!!!

- আমরা প্রতিদিন যে ফরয নামায গুলো পড়ি তার রাকাত সংখ্যা ফযর (২), যোহর (৪), আসর (৪), মাগরিব (৩) এবং ঈশা (৪)। অর্থাৎ মোট ১৭ রাকাত।
- রাকাত সংখ্যাগুলো পাশাপাশি লিখলে দাঁড়ায়, ২৪৪৩৪ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

$$২ ৪ ৪ ৩ ৪ = ১৯ \times ১২৮৬$$

আবার, ১২৮৬ সংখ্যার অংকগুলোর যোগফল ১৭, যা মোট রাকাত সংখ্যার সমান।

$$(১+২+৮+৬ = ১৭).$$

- আবার আমরা যদি রাকাতের সংখ্যার পাশে নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা লিখি, তাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

২ ১ ৪ ২ ৪ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ = ১৯ × ১১২৭৫৯৬৫৫

- এবার শনিবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরে, প্রতিদিনের ফরয নামাযের মোট সংখ্যাকে পাশাপাশি লিখি, তাহলে যে সংখ্যা আসবে তাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। প্রতিদিন ১৭ রাকাত আর শুক্রবার ১৫ রাকাত।

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	
১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৫	= ১৯ ×...........

- এবার প্রতিদিনের মোট ফরয সংখ্যার আগে ঐদিনের সংখ্যা বসাই।

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	
১ ১৭	২ ১৭	৩ ১৭	৪ ১৭	৫ ১৭	৬ ১৭	৭ ১৫	= ১৯ ×...........

- উপরের ছকে মোট রাকাত সংখ্যার (১৭) বদলে ২৪৪৩৪ বসাই আর যেহেতু শুক্রবারে জুমুআর নামাযে দুই রাকাত কম, তাই (১৫ এর বদলে) ২২৪৩৪ বসাই, যে সংখ্যাটি পাব তাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	
১ ২৪৪৩৪	২ ২৪৪৩৪	৩ ২৪৪৩৪	৪ ২৪৪৩৪	৫ ২৪৪৩৪	৬ ২৪৪৩৪	৭ ২২৪৩৪	= ১৯ ×...........

- মনে করুন, কেউ বলল, না! আমি শুক্রবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরব। আচ্ছা ধরুন, কোন সমস্যা নেই। এবার শুক্রবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন ধরে প্রতিদিনের মোট ফরয সংখ্যার আগে ঐদিনের সংখ্যা বসাই।

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	
১ ১৫	২ ১৭	৩ ১৭	৪ ১৭	৫ ১৭	৬ ১৭	৭ ১৭	= ১৯ ×...........

- পূর্বের ন্যায় উপরের ছকে মোট রাকাত সংখ্যার (১৭) বদলে ২৪৪৩৪ বসাই আর যেহেতু শুক্রবারে জুমুআর নামাযে দুই রাকাত কম, তাই (১৫ এর বদলে) ২২৪৩৪ বসাই, যে সংখ্যাটি পাব তাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	
১ ২২৪৩৪	২ ২৪৪৩৪	৩ ২৪৪৩৪	৪ ২৪৪৩৪	৫ ২৪৪৩৪	৬ ২৪৪৩৪	৭ ২৪৪৩৪	= ১৯ ×...........

[উৎস:

1. Al Quran the Challenge, Part-01, Major Kazi Zahan Mia
2. Al-quran-the-ultimate-miracle, by Ahmed-deedat
3. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAvZu74ZbjAhUGqo8KHctuCxsQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fevidenceofgod%2Fmath-miracle&usg=AOvVaw27u1bBpRrT2ms2AEt40igx
4. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAvZu74ZbjAhUGqo8KHctuCxsQFjADegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsubmission.ws%2Fmathematical-miracle-confirms-contact-prayers-salat%2F&usg=AOvVaw1b3x6Dkga4_LigTIi5rN0A
5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3qj-55bjAhVKwI8KHT4VCLYQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.19miracle.org%2Fcontact-prayers-salat-divinely-preserved%2F&usg=AOvVaw3fZtGGQkE2qaljalqGak2D]

মদীনার কুতুবখানায়

শাবান মাস, ১৪৪০ হিজরীতে আলহামদুলিল্লাহ উমরাহ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার সফরসঙ্গী ছিল আমার শ্যালক। উমরাহর সফরে নবীজী ﷺ-এর শহর মদীনায় অবস্থানের শেষের দিকের কথা। একদিন আমার শ্যালক আমাকে বলল, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর কিছু কিতাব ক্রয় করা দরকার।' কিন্তু কোথা হতে কিনব? কুতুবখানা কোথায় আছে তাতো দুজনের কারোরই জানা নেই। মদীনায় আমাদের দেশীয় এক চাচার গিফ্‌ট শপ আছে। অগত্যা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "চাচা! কিছু কিতাব প্রয়োজন, কুতুবখানা কোথায় পাই?" তিনি বললেন,"মসজিদে নববীতে নামায পড়তে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে মার্কেটগুলোতে শুনবেন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসছে। ঐ দোকানগুলোতে বিভিন্ন কিতাব পাওয়া যায়।" এমনই একটি কুতুবখানায় ঢুকে বিভিন্ন কিতাবের উপর নযর বুলাচ্ছিলাম। আমার একটি সমস্যা হলো, যে কিতাবই খুলি সেটিই ভালো লাগে, সেটিই পছন্দ হয়ে যায়, মনে হয় এটি কিনা দরকার। যাইহোক, আরবের বিখ্যাত 'দারুস্ সালাম প্রকাশনী'র একটি ইংরেজি বইয়ের উপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটি অধ্যায় পেলাম যাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা দেখানো হয়েছে 'কুরআন কারীমে ইসরাঈল রাষ্ট্রের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।' বিষয়টি আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিশেষ করে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সেই বিশেষ অধ্যায়টির বঙ্গানুবাদ তুলে ধরা হলো। কিতাবটি ইচ্ছা করলে ইন্টারনেট হতে ডাউনলোড করতে পারেন। কিতাবটির নাম লিখে সার্চ

দিলেই চলে আসে। কিতাবটির নামঃ The Unchallengeable Miracles of the Qur'an, by- Yusuf Al-Hajj Ahmad, আর অধ্যায়টির নামঃ Extinction of Israel In the context of calculation of numbers and years ..page 149.

সংখ্যা এবং বছর গণনার প্রেক্ষিতে ইসরাঈলের বিলুপ্তি (আল-কুদ্স বিজয়)

১৯৭৪ সালে যিনি ১৯ সংখ্যা এবং তার গুণিতকের উপর ভিত্তি করে কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক অলৌকিকতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলেন, তিনি একজন মিশরীয় লেখক, নাম রাশেদ খলিফা মিসরী। উম্মত তার কাজে প্রথমে খুবই অভিভূত হলো, কিন্তু খুব শীঘ্রই এটি স্পষ্ট হলো যে, লেখকটি ধর্মীয় আকীদাগত দিক থেকে একজন পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ ব্যক্তি, এক পর্যায়ে লোকটি নিজেকে শেষ যামানার নবী দাবি করে বসল। ফলস্বরূপ, উম্মত এই ব্যক্তির কাজের বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছিল, এবং অবস্থা আরো খারাপ হলো, যখন লোকটির ভ্রান্ত সম্প্রদায় "বাহা'ঈ সম্প্রদায়" "১৯" সংখ্যাটিকে তাদের পবিত্র সংখ্যা বলে গণ্য করতে শুরু করল। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা চাইলে শয়তানকে দিয়েও তাঁর দ্বীনী খেদমত নিতে পারেন এবং নিচ্ছেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِى مَن يَشَآءُ

অর্থাৎ "এইভাবে আল্লাহ তাআলা (এই কুরআনের মাধ্যমে) যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন।" (সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ৭৪: ৩১)।

আসলে লোকটি ও তার সম্প্রদায় এই আয়াতের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের আরোও মনে রাখতে হবে, সংখ্যাতত্ত্বের উপর কারো ঈমান-আমল-আকীদার কোন প্রভাব নেই। পৃথিবীর সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকলের জন্য সংখ্যাতত্ত্ব ও গাণিতিক বিজ্ঞান একই। তাছাড়া বিষয়টি নিয়ে যে কেউ যাচাই-বাছাই করতে পারবে, এতে গোপনীয়তা বা রহস্যময়তা নেই। তাই লোকটির আকীদার কারণে যদি আমরা তার আবিষ্কৃত কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজেযা '১৯ এর সংখ্যাতাত্ত্বিক নিশ্ছেদ্য জালকে' অগ্রাহ্য করি, তাহলে আমরা এক মহা নিয়ামত হতে বঞ্চিত হলাম এবং অমুসলিম-বেঈমান লোকদের সামনে এই মুজেযা উপস্থাপন না করার কারণে তাদেরকেও ঈমান হতে বঞ্চিত করলাম। এরজন্য অবশ্যই আমাদের দায়ী হতে হবে।

এই লোকটির কাজের উপর একটি বিস্তৃত গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতপক্ষে "১৯" এর উপর ভিত্তি করে কুরআন কারীমের গাণিতিক কাঠামোর অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে তার কাজের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তার এই গবেষনা ও কাজ সঠিক ছিল। আল কুরআনের এই গাণিতিক কাঠামো সত্যিই বিস্ময়কর!

১৯৯১ সালে আরেকটি বই এই শিরোনাম প্রকাশ করা হয়েছিল: 'আজীবাহ তিস্‌আ'তা আশারা বাইনা তাখাল্লুফ আল-মুসলিমীন ওয়া দালালাত আল মুদ্দাঈন'।

এই বইয়ের মধ্যে, লেখক এমন কিছু চমকপ্রদ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন যা মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। গণিত একটি মৌলিক বিজ্ঞান যা সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে কারো ব্যক্তিগত মতামত প্রযোজ্য হয় না। গবেষণা হতে সুস্পষ্ট যে, সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মাঝে "১৯" সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় মহাবিশ্বের সর্বত্র কুরআনের গাণিতিক ঐশ্বরিক বন্ধনে আবদ্ধ। বইটির লেখক বলেছেন: "'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' (New world order) সম্পর্কে একটি বক্তৃতা শুনার আগে আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে এই সংখ্যাটি ইহুদিদের ইতিহাস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ভিত্তি এবং একই সাথে কুরআনের সংখ্যাতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিধিবিধানের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। এই বক্তৃতাটি আমার জন্য পর্যবেক্ষণের দরজা খুলেছিল। আমি বলছি না যে এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী, বা আমি এই দাবীও করছি না যে, এই গবেষণার বিষয়টি অবশ্যই এভাবে ঘটবে। এইগুলি কেবলমাত্র আমার পর্যবেক্ষণ যা আমি পাঠকদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চাই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি পাঠকদেরকে তাদের নিজেদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।"

বক্তৃতাটি ছিল ইরাকী লেখক মুহাম্মদ আহমদ রশিদের । এটি 'নতুন বিশ্ব অর্ডার' (New world order) সম্পর্কে একটি বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতার একটি অংশ হচ্ছে: "যখন ১৯৪৮ সালে ইযরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষনা করা হয়েছিল, তখন একজন বৃদ্ধা ইহুদি মহিলা মুহাম্মাদ রশীদ (লেখক) এর মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলেন। যেখানে সকল ইহুদী

আনন্দিত সেখানে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইহুদিদের ধ্বংসের কারণ হবে।' রাশিদ উল্লেখ করেছিলেন, ইহুদী মহিলারা শুনেছিলেন যে, *"ইহুদি রাষ্ট্রটি ৭৬ বছর স্থায়ী হবে।"*

আমার মতে, ঘটনাটি উল্লেখ না করে শুধু বক্তব্যটি পেশ করলেই ভালো হতো, কেননা মানুষ বৃদ্ধ লোকের দ্বারা বর্ণিত ভবিষ্যতের কোন ঘটনাকে সন্দেহের চোখে দেখে। এটি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে এবং শিক্ষিতরা এইরকম গল্পগুলোকে 'বাতিল' সাব্যস্ত করে। কিন্তু আমি নিজেকে বললাম: "এটা যাচাই করলে তোর কি কোনো ক্ষতি হবে? সম্ভবত, সেই বৃদ্ধা ইহুদি মহিলা র‍্যাবাইদের (ইহুদী ধর্মীয় পন্ডিত) কাছ থেকে সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন। এটা অসম্ভব যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী তার কল্পনা এবং ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের একটি ফল হতে পারে। তাছাড়া, র‍্যাবাইদের কাছে এখনও আসমানী ওহীর অবশিষ্টাংশ রয়েছে, যদিও তারা মনুষ্যসৃষ্ট বিভ্রম ও পৌরাণিক কাহিনীর সাথে মিলিয়ে ওহীর বিকৃতি করেছে।" যাইহোক, এইভাবেই আমি গবেষণা শুরু করলাম।

১. বৃদ্ধা সেই ইহুদী মহিলার ভবিষ্যদ্বাণীর মতে, ইসরাঈল রাষ্ট্রটি ৭৬ বছর যা স্থায়ী হবে (৪ × ১৯); এবং এটি আশা করা যায় যে, বছরগুলো চান্দ্র বৎসরের হিসাবে, কারণ ইহুদিরা চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে এবং চন্দ্র ও সৌর বছরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতি তিন বছরে এক মাস যোগ করে। ১৯৪৮ ঈসায়ী সাল ১৩৬৭ হিজরী ছিল। এর আলোকে, যদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তাহলে ইসরাঈল রাষ্ট্র ১৩৬৭ + ৭৬ = ১৪৪৩ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

২. সূরা আল-ইসরা যা সূরা বনী ইসরাঈল নামেও পরিচিত (সূরাটিতে ইসরাঈল-এর সন্তানদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল মুসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি (ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত) ওহী নাযিল করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, ইহুদীরা পবিত্র ভূমিতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এবং তাদের এই কাজ চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অহংকারের হিসেবে গণ্য করা হবে। লক্ষ্য করুন:

وَآتَيْنَآ مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِى إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِى
وَكِيلاً﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً﴿٣﴾ وَقَضَيْنَآ
إِلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ فِى ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً
كَبِيراً﴿٤﴾ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ
فَجَاسُواْ خِلاَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ ***وَعْدُ ٱلآخِرَةِ*** لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً﴿٧﴾

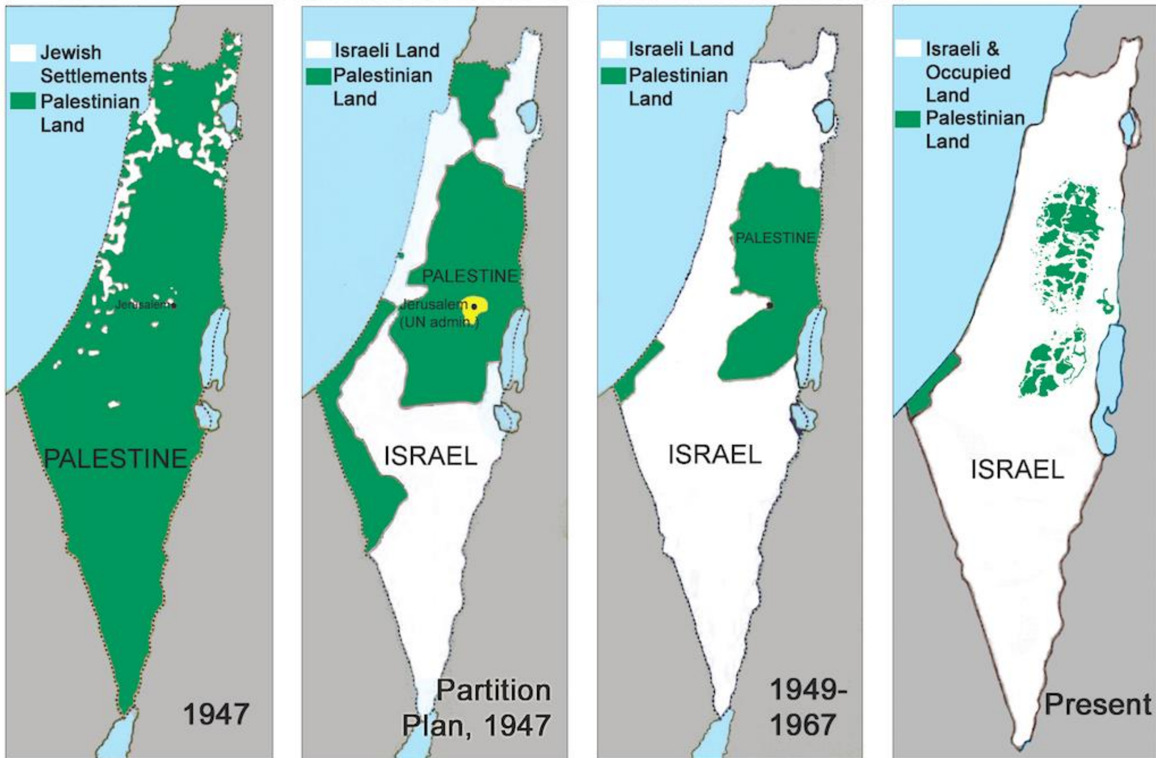
"২. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, আমি এ (কিতাব)-কে বনী ইসরাঈলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ বানিয়েছি, (আমি তাদের এ আদেশ দিয়েছি) আমাকে ছাড়া তোমরা অন্য কাউকে নিজেদের

কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না। ৩. (তোমরা হচ্ছো সেসব লোকের) বংশধর, যাদের আমি নূহের সাথে (নৌকায়) আরোহন করিয়েছিলাম, অবশ্যই সে ছিলো (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দা। ৪. আমি বনী ইসরাঈলদের প্রতি (তাদের) কিতাবের মধ্যে (এ কথার) ঘোষণা দিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমরা দু'বার (আমার) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (মানুষের উপর তখন) তোমরা বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করবে। ৫. অতঃপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন এসে হাযির হলো, তখন আমি তোমাদের উপর আমার কিছু বান্দাকে পাঠিয়েছিলাম, যারা ছিলো (আমার) কঠোর যোদ্ধা বান্দা, অতঃপর তারা তোমাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছুই তছনছ করে দিয়ে গেলো; আর (এভাবেই) আমার (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়ে থাকে। ৬. অতঃপর আমি তাদের উপর (বিজয় দিয়ে) দ্বিতীয় বার তোমাদের (সুদিন) ফিরিয়ে দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করলাম, (সর্বোপরি জনপদে) আমি তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। ৭. তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদেরই জন্যে। এরপর যখন ***দ্বিতীয় (চূড়ান্ত এবং শেষ প্রতিশ্রুতির) সে সময়টি (ওয়া'দুল আখিরাহ) এল,*** তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরা আল-ইসরা ১৭: ২-৬)

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ ***وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ*** جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

“১০৪. এরপর আমি বনী-ইসরাঈলদের বললাম, তোমরা (এবার) এ যমীনে বসবাস করতে থাকো, যখন ***দ্বিতীয় (চূড়ান্ত এবং শেষ) প্রতিশ্রুতির সময় (ওয়া’দুল আখিরাহ) আসবে,*** তখন তোমাদেরকে (বিভিন্ন জাতি হতে বের করে এনে ***ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রে)*** একত্রে জড়ো করব।” (সূরা আল-ইসরা ১৭: ১০৪)

উল্লেখ্য, এখানে “যখন চূড়ান্ত এবং শেষ প্রতিশ্রুতি আসে” ***(ওয়া’দুল আখিরাহ)*** বলতে ‘পুনরুত্থান দিবস বা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার অবতরণ বা দ্বিতীয়বার ইহুদীদের উপর পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ’ কে বুঝানো হতে পারে।



ইসলামের আবির্ভাবের আগে ইসরাইলের সন্তানরা তাদের দুষ্কর্মের প্রথম কাজটি করেছিল। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, সমস্ত ইঙ্গিত আমাদেরকে বলে যে এটি ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাঈলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে। এটিও লক্ষ্যনীয়, “চূড়ান্ত (এবং দ্বিতীয়) প্রতিশ্রুতি” শব্দটি কুরআনে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। । প্রথমবার “দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি” উল্লিখিত হয় সূরা আল-ইসরার প্রথম দিকে (০৭ নং আয়াত) এবং দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয় সূরার শেষের দিকে (১০৪ নং আয়াতে)। যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা শুরু থেকে ১০৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত শব্দগুলো গণনা করি, আমরা বুঝতে পারব যে শব্দ সংখ্যা ১৪৪৩, যা ইহুদীদের জন্য প্রতিশ্রুত সেই আনুমানিক সময়ে পৌঁছানোর সংখ্যা (অর্থাৎ ১৩৬৩ + ৭৬ = ১৪৪৩)।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ, ২০/৯/৬২২ ঈসায়ী তারিখের দিকে মদিনায় হিজরত করেন। ইবনে হাযম আয্যাহীরি বিশ্বাস করতেন যে আল-ইসরা/শবে মেরাজ (মক্কায় মাসজিদুল হারাম থেকে আল-কুদ্স (জেরুজালেম) এর মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত নবীজী ﷺ-এর রাত্রিকালীন সফর) উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে ৬২১ ঈসায়ী সালে মদীনায় হিজরতে একবছর পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এটিও আশা করা যায়, সূরা ইসরা-ও শবে মেরাজের ঘটনার কিছুদিনের মাঝেই অবতীর্ণ হয়েছিল, কেননা এ ঘটনা ঘটার অনেক পরে সূরা নাযিল হবে তা অযৌক্তিক।

যদি ইহুদি বৃদ্ধা মহিলার দ্বারা উল্লেখ করা ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তাহলে ইসরাঈল রাষ্ট্রের বিলুপ্তির বছর আল-ইসরা/শবে মেরাজ হতে ১৪৪৪ হিজরী বছর পরে হবে, কারণ আল-ইসরা হিজরতের এক বছর আগে

সংগঠিত হয়েছিল এবং এই সংখ্যাটি (১৪৪৪) সমান (১৯ × ৭৬) । আপনাদের হয়ত মনে আছে যে, ইসরাঈল রাষ্টের জীবদ্দশার সময়কাল হওয়ার কথা ৭৬ চান্দ্র বছর। তার মানে হলো: ইহুদীদের ধ্বংসের ব্যাপারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে ইহুদীদের ধ্বংস বাস্তবায়নের বৎসর পর্যন্ত সময়কাল হবে ১৪৪৪ হিজরী বৎসর = ১৯ × ইসরাঈল রাষ্ট্রের জীবদ্দশার সময়কাল (৭৬ বছর)।

৪. পৃথিবী যখন সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে, এই সময়ে পৃথিবী নিজ অক্ষে প্রায় ৩৬৫ বার ঘুরে এবং এই সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ১২ বার ঘুরে। يوم "ইয়াওমুন" (দিন) শব্দটি একবচনে কুরআনে পাওয়া যায় ৩৬৫ বার এবং شهر "শাহরুন"(মাস) শব্দটি একবচনে পাওয়া যায় ১২ বার, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা হিসাবের ক্ষেত্রে কুরআন কারীমের উসমানি সংস্করণটি ব্যবহার করছি। অতএব, আমরা يومئذ "ইয়াওমাইযিন" শব্দগুলো গণনা করিনি, কেননা এই শব্দটি يوم "ইয়াওমুন" বা يوما "ইয়াওমান" শব্দ হতে ভিন্ন।

এখন আমাদের জানতে হবে, কুরআন মজীদে "সানাহ" শব্দটি কত বার এসেছে। এটি একবচনে ৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং বহুবচনে (সিনীন) ১২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যদি আমরা ৭ এবং ১২ যোগ করি তাহলে আমরা পাই ১৯ । আবার কেন "১৯"? পৃথিবী যখন একবার পূর্ণ ঘুর্ণনের পর একই বিন্দুতে ফিরে আসে, তখন এটি নিজ অক্ষে প্রায় ৩৬৫ বার ঘুরে এবং চাঁদ প্রায় ১২ বার ঘুরে। কিন্তু চাঁদ এবং পৃথিবী উভয়েই তাদের নিজ নিজ মূল অবস্থায় ফিরে আসার জন্য পৃথিবীকে ১৯ বার (অর্থাৎ ১৯ বছর) সূর্যের চারপাশে ঘুরতে হয়। আরো লক্ষ্য করুন,

প্রতি ১৯ টি চান্দ্র বছরে অধিবর্ষ (Leap Year) আছে ৭ টি (প্রত্যেকটি ৩৫৫ দিন করে) এবং নিয়মিত বছর (regular years) রয়েছে ১২ টি। যখন আমরা দুটি সংখ্যাকে একত্রিত করি, আমরা যা পাই তা আবার "১৯"।

উপরোক্ত বিষয়টি সৌর বছর এবং চান্দ্র বছরের মধ্যে সাদৃশ্য নির্দেশ করে।

৫. ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুবরণ করেন এবং ইহুদীদের মাঝে দুর্নীতি শুরু হয়। তাই, সূরা আল-ইসরাতে বর্ণিত ইসরাঈলের সন্তানদের বিপর্যয় ও ফেতনা সৃষ্টির প্রথম কাজটি শুরু হয়েছিল ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বে। এবং দ্বিতীয় এবং শেষ ফেতনার পরিসমাপ্তি ঘটবে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৪৩ হিজরীতে। অতএব, ইহুদী জাতি কর্তৃক সংগঠিত প্রথম ফেতনা এবং শবে মেরাজের (আল-ইসরা) মধ্যে ব্যবধান ১৫৫৬ সৌর বছর; এবং শবে মেরাজ (আল-ইসরা) ও ইহুদী জাতির দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ফেতনার সমাপ্তির মাঝে ব্যবধান ১৪৪৪ হিজরী বছর। এটাও উল্লেখ্য যে সূরা আল-ইসরাতে (বনী ইসরাঈল) মোট শব্দের সংখ্যা ১৫৫৬ টি।

এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে: এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদরা কি একমত যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু কি ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বে হয়েছিল? পাঠক যদি দ্রুত উত্তর চান, তাহলে 'আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল-আ'লাম' নামক বিখ্যাত অভিধানটিতে "সুলাইমান" নামটি অনুসন্ধান করতে পারেন। যদিও ইতিহাসের অনেক বই ইঙ্গিত করে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বে মারা গিয়েছিলেন। কিছু সূত্র রয়েছে যেখানে দাবী করা হয়েছে যে, ৯৩০ অথবা ৯৩৬ খ্রিস্টপূর্বে তিনি মারা

যান। যেহেতু সবচেয়ে সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন, তাই আমি কুরআনের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৬. কুরআন মাজীদের একমাত্র স্থান সূরা সাবা আয়াত ১৪ যেখানে হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। এই আয়াতটিতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল।"

সূরা সাবার সূচনা থেকে ১৩ নম্বর আয়াতের শেষ অর্থাৎ হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হবার ঠিক আগ পর্যন্ত বর্ণের সংখ্যা -৯৩৪ টি। এরপর পরের আয়াতের প্রথম বর্ণটি ف, যা একটি সংযোজনী অব্যয় হিসাবে কাজ করে। 'সংযোজনী অব্যয়' দুটি বাক্যকে বা শব্দকে যুক্ত করে। যদি আমরা এই বর্ণটি পূর্বের ৯৩৪ টি বর্ণের সাথে যুক্ত করি তাহলে আমরা পাই ৯৩৫; এবং আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্বে হয়েছিল।

এইভাবে, আমরা কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে পৌঁছেছি যে, এই মুহূর্তে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের মৃত্যুর বিষয়ে সর্বাধিক শক্তিশালী তথ্য হচ্ছে ৯৩৫ খ্রিস্টপূর্ব।

দয়া করে মনে রাখবেন, সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের রাজ্যের বিস্তৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে ১৯ টি শব্দের মধ্যে ৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

এখন, আমরা যদি ১৯ কে ৮৪ দিয়ে গুণ করি তবে কী পাই? উত্তরটি হল (৮৪ × ১৯ = ১৫৯৬)। যেহেতু আমরা জানি যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম ওল্ড টেস্টামেন্ট (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) অনুসারে ৪০ বছর শাসন করেছিলেন, তাই ১৫৯৬ থেকে ৪০ বাদ দেওয়ার পরে অবশিষ্ট থাকে ১৫৫৬, যা সূরা আল-ইসরার অক্ষরের সংখ্যার সমান।

৭. ইহুদীরা ১৫/৫/১৯৪৮ তারিখে ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। আমরা স্বীকার করতে পারি না যে, এই তারিখটি সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তারিখ, কারণ এটি আসলে এই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ঘোষণার পর আরব সেনাবাহিনী ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে, যতক্ষণ না জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির বিষয়ে একটি রেজুলেশন জারি করে। আরব লীগ ১০/৬/১৯৪৮ তারিখে এই প্রস্তাবটিকে “প্রথম যুদ্ধবিরতি” বলে অভিহিত করেছিল। এটি ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃত তারিখ ছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ পর, আবার যুদ্ধ শুরু হয় এবং জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আরেকটি প্রস্তাব জারি করে। ১৮/৭/১৯৪৮ তারিখে আরব লীগ এই রায়টিতে একমত হয়েছিল যেটিকে “দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি” বলা হয়ে থাকে। তখনই ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুরু হওয়ার সময় থেকে প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময় ব্যবধান ৩৮ দিন (যার অর্থ: ১৯ × ২)। আমরা জানি যে, ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল ১০/৬/১৯৪৮ তারিখে যখন প্রথম যুদ্ধবিরতি সংঘটিত হয়; আমরা এও জানি যে, ১৯৬৭ সালের ১০/৬ তারিখ ছিল ছয় দিনব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার তারিখ ।

অতএব, ১৯৪৮ সালের প্রথম যুদ্ধবিরতি থেকে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত সময় ব্যবধান ঠিক ১৯ সৌর বছর।

যেহেতু আমরা ১৫৫৬ বছরের মাঝে কিছু মাস কম না বেশি আছে জানি না, তাই আমাদের ৯৩৫ বছর খ্রিস্টপূর্ব বিবেচনা করা দরকার। বনী-ইসরাঈল জাতির দ্বারা সংগঠিত প্রথম দুষ্কর্ম ও ফেতনা থেকে শুরু করে আল-ইসরা (শবে মেরাজ) সংগঠিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময় ব্যবধান ১৫৫৬ সৌর বছর এবং আল- ইসরা যা সংগঠিত হয়েছিল ১০/১০/৬২১ ঈসায়ী সালে, এই তারিখ হতে **৬/৩/২০২২ (ইসরাইলের বিলুপ্তির তারিখ, ইন্‌শাআল্লাহ)** পর্যন্ত সময় ব্যবধান হবে ১৪০০.৪ সৌর বছর। এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় সময় ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য কত? ১৫৫৬ - ১৪০০.৪ = ১৫৫.৬ বছর। এখন এই ১৫৫.৬ সংখ্যাটি আসলে কি? প্রকৃতপক্ষে এটি দুই পর্যায়ের সময় ব্যবধানের যোগফলের ১/১৯ ভাগ। ইহুদী জাতি কর্তৃক সংগঠিত প্রথম এবং দ্বিতীয় সীমালঙ্গনের সময় ব্যবধানের যোগফল হল ১৫৫৬ + ১৪০০.৪ = ২৯৫৬.৬ /১৯ = ১৫৫.৬

১৯ সংখ্যাটি হল ১০ + ৯। যদি আমরা ১৫৫.৬ × ১০ গুণ করি, আমরা ১৫৫৬ পাই, যা প্রথম পর্যায়ের সময় ব্যবধান; এবং যদি আমরা ৯ দ্বারা এই সংখ্যাটিকে গুণ করি তবে আমরা পাই ১৪০০.৪ যা দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় ব্যবধান। অতএব, দুই সময়ের মোট সংখ্যা হলো “১৯”; এর মধ্যে “১০” আল-ইসরার আগে চলে গিয়েছে এবং অবশিষ্ট “৯” আল-ইসরার পরে আসবে। দুই সময়ের মধ্যে মৌলিক ইউনিট হচ্ছে ১৫৫.৬। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন)।

(জাওয়াল ইসরাঈল: বই থেকে)

শেষ যামানায় ইহুদীদের জেরুসালেমে একত্রিত করে ধ্বংস করা হবে

১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং জেরুসালেমে একত্রিত হওয়াকে ইহুদীরা নিজেদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের দিবস মনে করে। অথচ তাদেরই কিতাব তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী এই দিনটি তাদের জন্য ধ্বংস ও পতনের দিন। কিন্তু ইহুদিরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব ও ধোকাবাজীর আশ্রয় নিয়ে এগুলোকে ভুল অর্থে ব্যাখ্যা করে লোকদেরকে ধোকায় ফেলার চেষ্টা করে। তাদের কিতাবের ইযাখিল অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

"অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, কেননা, তোমরা আমার কাছে অত্যন্ত বখাটে ও লম্পট সাব্যস্ত হয়েছ। সুতরাং তোমাদেরকে আমি জেরুসালেমে একত্রিত করব। যেমন নাকি মানুষেরা স্বর্ণ, রূপা, লোহা আর টিনকে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য একত্রিত করে। তেমনি আমিও গোস্বা ও রাগান্বিত হয়ে তোমাদেরকে সেখানে একত্রিত করব। অতঃপর তোমাদেরকে আমি গলিয়ে দিব। আমি তোমাদের উপর স্বীয় রোষাগ্নিকে উছলিয়ে দিব। তোমরা এ অগ্নিতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। ফলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, প্রভু তোমাদের উপর স্বীয় গোস্বা অবতরণ করেছেন।" (২২:১৯-২২)

তাদের কিতাব যীফেনিয়াহ-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে-

"তোমরা নিজেদেরকে একত্রিত কর। হ্যাঁ, একত্রিত কর নিজেদেরকে হে আল্লাহর অপছন্দনীয় সম্প্রদায়। আল্লাহর ফয়সালা আসার পূর্বেই অথবা ওই সময় আসার পূর্বেই, যখন দিবসগুলো ভূসির মত উড়ে যেতে থাকবে

অথবা আল্লাহর গযব তোমাদের উপর নাযিল হতে থাকবে অথবা আল্লাহর শাস্তির দিন তোমাদের সামনে এসে পড়বে।”

তাদের কিতাবের জেরমিয়া অধ্যায়ে এ থেকেও বেশি হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে-

“তাদের উপর শাস্তি ও ধ্বংস অনিবার্য হওয়ার পর..... । যারপর তাদের লাশগুলি খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যাবে, সেখানে গাধা আর কীড়া-মাকড়ের দল তাদের লাশগুলি খেয়ে ফেলবে। এমনকি তাদের বাদশা এবং লীডারদের হাড্ডিগুলো পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে। ফলে হাড্ডিগুলো পঁচা কাষ্ঠের ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে।” (৮:৩)

পবিত্র কুরআন কারীমেও শেষ যামানায় ইহুদীদের কি অবস্থা হবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে,

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ **وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ** جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً﴿١٠٤﴾

“১০৪. এরপর আমি বনী-ইসরাঈলদের বললাম, তোমরা (এবার) এ যমীনে বসবাস করতে থাকো, যখন ***দ্বিতীয় (চূড়ান্ত এবং শেষ) প্রতিশ্রুতির সময় (ওয়া'দুল আখিরাহ) আসবে,*** তখন তোমাদেরকে (বিভিন্ন জাতি হতে বের করে এনে ***ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রে)*** একত্রে জড়ো করব।” (সূরা আল-ইসরা ১৭: ১০৪)

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُوٓءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

"এরপর যখন ***দ্বিতীয় (চূড়ান্ত এবং শেষ প্রতিশ্রুতির) সে সময়টি (ওয়া'দুল আখিরাহ) এল,*** তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:৬)

ইসরাঈল কি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সময় বিলুপ্ত হবে?

'গাযওয়াতুল হিন্দ' সম্পর্কিত একটি হাদীসে আছে, "বাইতুল মুকাদ্দাসের একজন বাদশা হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবেন। ওই বাহিনী হিন্দুস্তান জয় করবে। ওখানকার সকল ভাণ্ডার উদ্ধার করে এগুলো দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। ওই বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।"(আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ১২৩৫)

আরেক হাদীসে আছে, "ওই বাহিনী যখন ওখান (হিন্দুস্তান) থেকে ফিরে আসবে, তখন শামে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামকে পেয়ে যাবে।" (আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ১২৩৬)

বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ৫/৭/৮/৯ বছর শাসন করবেন এবং চতুর্থ আসমান থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর অবতরণ ঘটার পর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর

শাসনের শেষের দিকে দেড়/দুই বছর থাকতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর শাসনের শেষ মুহূর্তে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামের আগমন ঘটবে। তিনি এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

তাহলে, উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে বুঝা যায়-

- বাইতুল মুকাদ্দাসের যে বাদশা হিন্দুস্তানে বাহিনী পাঠাবেন, তিনি আর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এক ব্যক্তি নন। কেননা, গাযওয়াতুল হিন্দ সমাপ্ত হওয়ার পর মুসলমানরা যখন শামে যাবে তখন তারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে পাবেন, অর্থাৎ হিন্দুস্তানের বাহিনী শামে পৌঁছার কিছু আগে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম যমীনে অবতরণ করবেন।
- যেহেতু হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের পূর্বে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিবেন, তিনিই হবেন মুসলমানদের বাদশা, সুতরাং হিন্দুস্তানে বাহিনী প্রেরণকারী বাদশা আর কেউ নন, তিনি হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম।
- সহীহ হাদীসের মাধ্যমে একথা প্রমানিত যে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যুগে মুসলমানদের সম্পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার জীবন ফিরে আসবে। আর এটি তখনই সম্ভব, যখন ইসলামের দুশমনরা এতদাঞ্চল থেকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে। অর্থাৎ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সময়ই মুসলমানরা ইসরাঈলের পতন ঘটাবে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবে।

- যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক বাহিনী প্রেরণ করবে এবং সে বাহিনী দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে, সেহেতু ইসরাঈলের পতন দাজ্জাল আসার পূর্বেই হবে।
- এছাড়াও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন একটি বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। হতে পারে যখন কুফুরী শক্তি সম্যক পরাজয়ের সম্মুখীন হবে, তখন দাজ্জাল গোস্বা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে পরাজিত কুফরি শক্তি পুনরায় তার সাথে একত্রিত হবে। যেহেতু ইহুদীরা দাজ্জালের ডান হাতের মত এবং তাকে প্রথম অনুসরণকারী, তাদের পরাজয়েই মনে হয় দাজ্জাল সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হবে। এ থেকেও বুঝা যায়, দাজ্জাল আসার আগেই মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবে এবং ইহুদীদের কঁচুকাটা করবে।
- হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা আরব আক্রমণ করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিজয় দান করবেন, এরপর তোমরা পারস্য (ইরান) আক্রমণ করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এরপর তোমরা রোম আক্রমণ করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেখানেও বিজয় দান করবেন। এরপর তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তআলা তোমাদেরকে তার বিরুদ্ধেও বিজয় দান করবেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬৯৩০)

এই হাদীস থেকেও বুঝে আসে মুসলমানরা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে 'মালহামাতুল কুবরা' (৮০ টি পতাকার বিরুদ্ধে সংগঠিত মহাযুদ্ধ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের) পূর্বেই জেরুযালেম (যা আরবের অংশ) জয়

করবে। কেননা এই যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা রোমানদের ৮০টি পতাকার সাথে সম্মিলিতভাবে তৃতীয় একটি শক্তির বিরুদ্ধে (হাদীস হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হবে রাশিয়া-ইরান-সিরিয়া ব্লক) যুদ্ধ করবে এবং তাদের পরাজিত করবে। তাহলে ইরান জয়ের আগেই আরব তথা জেরুযালেম জয় হবে ইন্‌শাআল্লাহ। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন)।

সিদ্ধান্তঃ

যদিও ২০২২ সালে ইসরাঈলের ধ্বংস হওয়াটা আমাদের কুরআন হাদীসের সরাসরি কোন ভবিষ্যদ্বানী নয়, যা এক বৃদ্ধা ইহুদী মহিলার ভবিষ্যদ্বানী ছিল, যা কুরআন কারীমের সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষনা সমর্থন করে, তথাপি বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কুরআন কারীমের “১৯” সংখ্যার মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত। কুরআন কারীমের “১৯” সংখ্যার এই দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করবে বা ছিন্ন করবে এমন ক্ষমতা কারোরই নেই। আর সংখ্যাতত্ত্ব এমন এক বিষয় যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা, পছন্দ-অপছন্দ, ঈমান-আমল-আকীদা কোন কিছুরই প্রভাব নেই। এখানে যা হবার তাই হবে, চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক করার অবকাশ নেই। এজন্যই বিষয়টি আমাদের মাথা ঘামানোর দাবী রাখে। যদি ২০২২ সালেই ইসরাঈলের ধ্বংস বা মুসলমানদের জেরুসালেম জয়ের সাল হয়, তাহলে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ ইন্‌শাআল্লাহ ২০20 সালেই হবে। কেননা, প্রথমত, যদিও ২০২২ সালের মধ্য রমযান শুক্রবার হওয়ার

সম্ভাবনাময় (২০২২ সালের ১৫ ও ১৬ এপ্রিল তথা ১৪৪৩ হিজরীর ১৪ ও ১৫ রমজান শুক্রবার ও শনিবার), কিন্তু হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম আত্মপ্রকাশের পর মক্কা মদীনায় নিরাপত্তা কায়েম করার পর সিরিয়ার সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ‘বনু কালব যুদ্ধে’ অংশগ্রহণ করবেন। মনে হচ্ছে, ২০২২ সালে (১৪৪৩ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে) ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ হলে জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হওয়ার মতো সময় পাওয়া যাবেনা। কেননা, আমাদেরকে হিজরী হিসেবেই এগোতে হবে। আর বাহ্যত একমাসের মাঝে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ, সিরিয়ার বনু কালবের যুদ্ধ আর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করা প্রায় অসম্ভব। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা চাইলে তা অন্য কথা। দ্বিতীয়ত, ২০২১ সালের মধ্য রমযান শুক্রবার হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। তৃতীয়ত, বাকী রইল ২০২০ সাল। এই বছর ইন্‌শাআল্লাহ মধ্য রমজান শুক্রবার হবে। আর এটিই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বছর। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

তৃতীয় ভাগ

গাযওয়াতুল হিন্দ এবং
ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন

গাযওয়াতুল হিন্দ এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন

প্রসঙ্গঃ গাযওয়াতুল হিন্দ

শেষ যামানায় মুজাহিদগণ হিন্দুদের সাথে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত বিজয় করবেন এবং শিরকের মূলোৎপাটন করে ভারতবর্ষের মাটিকে পাক-পবিত্র করবেন। এটিই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' নামে পরিচিত। বর্তমানে (২০১৯ সালে) আল্লাহ পাক বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনকে এ বিষয়ে স্বপ্নে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছেন, পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশী মুসলমান ভাই-বোনদেরকে আল্লাহ তাআলা বারবার সতর্ক করছেন, আমি অধম নিজেও এই বিষয়ে একাধিকবার স্বপ্নে দেখেছি যে, ভারত কর্তৃক পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) কারবালা কায়েম হয়েছে। মনে হচ্ছে, সময়টি খুবই নিকটবর্তী!!! তাই এই বিষয়ে কিছু লিখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

গাযওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে হাদীসের বাণীঃ

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হলো তারা, যারা হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আরেক দল তারা, যারা ঈসা ইবনে মারয়ামের সঙ্গী হবে।" (সুনানে নাসায়ীঃ খ. ৬, পৃ. ৪২)

হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের থেকে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তা হলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলবো। যদি নিহত হই, তা হলে আমি শ্রেষ্ঠতর শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হবো। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাবো।" (সুনানে নাসায়ী, খ. ৬, পৃ. ৪২)

নবীজী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তারা শামে ফিরে যাবে। সেখানে তারা মরিয়মপুত্র ঈসার সাক্ষাত লাভ করবে।" (আল ফিতান, খ. ১, পৃ. ৪১০)

হযরত আবু হুরাইরা রদিয়াল্লহু আনহু বলেন, "আমি যদি ওই জিহাদটি পেয়ে যাই, তাহলে আমি নিজের নতুন ও পুরাতন সমস্ত মালিকানা বিক্রি করে দিব এবং (সেসব ব্যয় করে) হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। শেষে আল্লাহ যখন আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা ফিরে আসব, তখন আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত আবু হুরাইরা হয়ে যাব। আর যখন সে (আবু হুরাইরা) শামে আসবে, তখন মরিয়মপুত্র ঈসাকে পাবে। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠব। আমি তাঁকে সংবাদ জানাব, হে আল্লাহর রাসূল (ঈসা ইবনে মারয়াম)! (আমি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর একজন সাহাবী আর এখন) আমি আপনার সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছি (এখন আমি আপনারও সাহাবী)।"

উনার এই বক্তব্য শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ মিটি মিটি হাসলেন এবং পরে বললেন, "অনেক দূর, অনেক দূর"। (আল ফিতান, খ. ১, পৃ. ৪০৯)

ভারত বিরোধী জিহাদের গুরুত্ব কতখানি, এই হাদীসগুলি দ্বারাই অনুমান করা যায়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী মুজাহিদদের মর্যাদাকে সেই জামাতের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ঈসা ইবনে মারইয়ামের (আ.) সঙ্গে যুক্ত হয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। কেননা হিন্দুস্তানের জিহাদ মূলত হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের মিশনেরই একটি অংশ। তিনিই এ যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করবেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,"বাইতুল মুকাদ্দাসের একজন বাদশা হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবেন। ওই বাহিনী হিন্দুস্তান জয় করবে। ওখানকার সকল ভাণ্ডার উদ্ধার করে এগুলো দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। ওই বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।"(আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ১২৩৫)

আরেক হাদীসে আছে, "ওই বাহিনী যখন ওখান (হিন্দুস্তান) থেকে ফিরে আসবে, তখন শামে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামকে পেয়ে যাবে।" (আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ১২৩৬)

বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ৫/৭/৮/৯ বছর শাসন করবেন। তাঁর শাসনের শেষের দিকে দেড়/দুই বছর থাকতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর শাসনের শেষ মুহূর্তে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামের আগমন ঘটবে। তিনি এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুবরণ করবেন।

তাহলে, উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে বুঝা যায়-

- ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, হিন্দুস্তানে বাহিনী প্রেরণকারী বাদশা আর কেউ নন, তিনি হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম।
- পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের কোনো শাসক হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করার জন্য কোনো বাহিনী পাঠাননি। অর্থাৎ এ ভবিষ্যদ্বানীটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

কেন এই যুদ্ধের এত গুরুত্ব?

হিন্দুস্তান ইসলামের জন্য একটি বিপজ্জনক ভূ-খন্ড। এই ভূ-খন্ড কুফর ও শিরকের আঁকড়া। এই ভূ-খণ্ড দাজ্জালের সঙ্গে ঐক্য গড়বে এমন ইঙ্গিতও হাদীসে পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইহুদীদের সবচেয়ে কাছের বিশ্বস্ত বন্ধু ভারত। তা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়াকে পুরোপুরি কব্জা করার জন্য ভারতকে সুসংহত করা হচ্ছে। তাছাড়া এই ভূ-খণ্ডে সেই স্থানটিও রয়েছে, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী রওনা হবে, যারা হযরত ইমাম মাহদীকে সাহায্য যোগাবে, বরং তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে। স্বয়ং ইমাম মাহদীর প্রকাশ বা জন্ম হিন্দুস্তানের কোথাও হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যার ইঙ্গিত হাদীসে রয়েছে।

সবকিছু চিন্তা করে ইহুদিরা এখন থেকেই আগে-আগে ভারতকে অজেয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে, যেন ইমাম মাহদী আ. ও তার বাহিনীকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। তবে ভারত যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আর যতই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুক না কেন, বিশ্বনবী ﷺ-এর

রব সেই দিনটি অবশ্যই এনে দিবেন, যেদিন দিল্লীর লাল কেল্লায় ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়বে। বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন-দিন মজবুত হচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বের সম্পদ ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে। এটি মূলত মুসলমানদের জন্য একটি সুসংবাদ যে, তোমাদের বিচলিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে আমাদেরই হাতে চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

কী ঘটবে "গাযওয়াতুল হিন্দ"এর যুদ্ধে?

এ সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। হাদীসে কেবল যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে, আরো বর্ণিত হয়েছে, এ যুদ্ধের জন্য ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম একটি বাহিনী প্রেরণ করবেন। কিন্তু কেন এ যুদ্ধ হবে, কিভাবে শুরু আর কিভাবে শেষ- এ সম্পর্কে হাদীসে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এ সম্পর্কে বিখ্যাত ওলীআল্লাহ শাহ্ নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী রহিমাহুল্লাহ-র বিখ্যাত কাসীদা (কাব্য)-তে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। "কাসীদায়ে শাহ্ নেয়ামাতুল্লাহ"- বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত এক কাশ্ফ ও ইলহামের কাসীদা। জগত বিখ্যাত এই ওলীয়ে কামেল হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ ঈসায়ী সালে রচনা করেন এ কাসীদা। কালে কালে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর এ কাসীদার এক একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

যদিও কোনো পীর-বুযুর্গের কাশফ ও এলহাম শরীয়তের কোনো দলীল নয়, তথাপি যেহেতু বাকী সবগুলো বিষয় অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে, আমরা আশাকরি গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে তাঁর কৃত ভবিষ্যদ্বানীগুলোও সত্য হবে, যদি আল্লাহ পাক চান। তাই তার কাসীদা

থেকে গাযওয়াতুল হিন্দের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

ঌ শাহ্ নেয়ামাতুল্লাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহর কাসীদা অনুসারে গাযওয়ায়ে হিন্দ:

হিন্দুরা পাঞ্জাব কেন্দ্র হতে ভেগে যাবে। (খুব সম্ভবত কাশ্মীর ও তার সকল ধন-সম্পদ মুসলমানদের দখলে চলে আসবে। মুসলমানরা কাশ্মীর জয় করবে।) এতে হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে এবং পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের আরেকটি শহর ও তার ধন-সম্পদ দখল করবে। সেখানে ব্যাপক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, ঘরে ঘরে ঘোর কারবালা ঘটাবে, চারদিকে শুধু ক্রন্দন আর আহাজারি শুনা যাবে। কোটি কোটি মুসলমানকে শহীদ করে দিবে। প্রবল সম্ভাবনা- এ শহর বলতে 'বাংলাদেশ' উদ্দেশ্য। কেননা, বলা হয়েছে, মুসলিম নামের নেতা থাকবে, কিন্তু তলে তলে সে কাফেরের বন্ধু হবে। সে কাফেরদের সাথে এক পাপচুক্তি করে দেশকে বিক্রি করে দিবে। তার নামের প্রথম অক্ষর 'শীন' এবং শেষ অক্ষর 'নূন' থাকবে। হিন্দুরা এই ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে দুই ঈদের মাঝে। সারা বিশ্ববাসী যালেম হিন্দুদের ধিক্কার দিবে। এরপর মুহর্‌রম মাসে মুসলমানরা অস্ত্র হাতে পাল্টা আক্রমণ করবে। সারা ভারত ব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। হাবীবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরান- উসমান জিহাদের বজ্রকঠিন পণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধের ময়দানে। বীর গাযীদের পদভারে পৃথিবী কেঁপে উঠবে। মহারণ হুঙ্কারে পঙ্গপালের মতো তারা ভারত আক্রমণ করবে। দক্ষিণী ফৌজ, ইরানী ও আফগান মুজাহিদরা সম্মিলিত ভাবে জিহাদ পরিচালনা করে পুরো হিন্দুস্তান জয় করবে। আর এ ভারত বিজয়ের ফল দাঁড়াবে- দীন ইসলামের দুশমনদের চিরতরে বরবাদ ও নিশ্চিহ্ন করা হবে। হিন্দুস্তানে একজন হিন্দুকেও জীবিত রাখা হবে না। হিন্দু ধর্ম তো

দূরে থাক, হিন্দুদের কোনো রুসুম-রেওয়াজও এ ভূমিতে এক তিল পরিমাণ বাকী থাকবে না। এভাবে বিশ্ব থেকে হিন্দু ধর্মকে মুছে দেয়া হবে। কিন্তু এ জন্য রক্ত দিতে হবে কোটি কোটি মুসলমানকে আর ইজ্জত দিতে হবে লক্ষ-কোটি মা-বোনকে।

꩜ বাংলাদেশের উপর ভারতীয় দখলদারিত্বের বর্তমান চিত্রঃ

১৯৭১। বাংলাদেশ স্বাধীন হল, কিন্তু বাংলাদেশীদের অজান্তেই তারা অধীন হয়ে গেল আরেকটি দখলদারের। বাংলাদেশ পেয়েছে নামে মাত্র এক স্বাধীনতা আর ভারত পেয়েছে স্বামী হারা এক সুন্দরী বধূ, রূপসী বাংলা। 'বাংলাদেশ' নামক সুন্দরী বধূকে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বীকৃতি না দিয়ে সুযোগ মতো চলেছে পরকীয়া। একাত্তরের যুদ্ধটা বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতার হলেও, ভারতের জন্য তা ছিল পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটিকে দূর্বল করার। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-কে পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) থেকে আলাদা করার আরেকটি বড় উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে লুটেপুটে খাওয়া আর সুযোগ মতো ভোগ করা। লুটপাট শুরু হয় একেবারে বাংলাদেশ যেদিন জন্ম লাভ করে সেদিন থেকেই। ১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে জমা দেয়া পাকিস্তানের সকল অস্ত্র লুট করে নিয়ে আসে ভারত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পাঠানো বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাঠানো সাহায্যকেও আত্মসাৎ করে ভারত নামক চোর রাষ্ট্রটি। পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) এই পর্যন্ত যত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার বেশির ভাগের সাথেই ভারত জড়িত।

বাংলাদেশে ভারতীয় দখলদারিত্বের সর্বশেষ ভার্সন "ইসকন"। গভীর এক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করে দিয়ে দেশে একটি অস্থীতিশীল পরিস্থিতি

তৈরি করার পর বাংলাদেশকে দখল করা ‘ইসকন’ তথা ভারতের এখন মূল উদ্দেশ্য। ইসকন (ISKCON) এর পূর্ণরূপ হলো- The International Society for Krisna Consciousness। ১৯৬৬ সালে ভক্তিভেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নিউইয়র্ক শহরে চরম উগ্রবাদী এই হিন্দু সংগঠনটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দপ্তর ভারতে। বাংলাদেশে এদের প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্বামীবাগে। তাদের স্লোগান- সারা পৃথিবীকে করো মুসলমানমুক্ত। সারা দেশেই এদের বিভিন্ন ঘাটি রয়েছে। এরা মূলত ভয়ঙ্কর কিছু টার্গেটকে সামনে রেখে এগোচ্ছে। *তারা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দখল করার লক্ষ্যে আগে বাড়ছে।* অর্থাৎ তারা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের একেবারে শেষপ্রান্তে রয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানরা বুঝছে না যে ইসকন তাদের জন্য খুব শীঘ্রই ‘যমদূত’ হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। ইসকন বাংলাদেশে প্রায় বিলিয়ন ডলারের মেগা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে তারা নিচু পর্যায়ের হিন্দুদের নিয়ে কাজ করলেও পরবর্তী ধাপে এরা কাজ করে দেশের উঁচু পর্যায়ের হিন্দুদের মাঝে। সরকারি-বেসরকারি উঁচু পর্যায়ে থাকা হিন্দুদেরকে তারা টার্গেট করে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা “অখণ্ড ভারত মাতা”র সন্তান, তারা আবার অখণ্ড ভারতে ফিরে যেতে চায়। অখণ্ড ভারত বলতে তারা ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। বাংলাদেশকে দখল করতে তারা উঁচু পর্যায়ের হিন্দুদেরকে ব্যবহার করতে চায়। এ বিষয়ে দেশের উঁচু পর্যায়ের হিন্দুদের প্রতি “ইসকন”-এর পক্ষ থেকে তাদের গোপন একটি প্রস্তাবপত্র সে দেশটিতে ফাঁস হয়ে যায়, যার প্রতিটি লাইন যেন সে দেশের প্রতিটি মুসলমানদের জন্য বজ্রপাতের মতো। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু

মালাউনদের মনোভাব কী তা বুঝতে, সে প্রস্তাবপত্রটি বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকেই জানা উচিত। কী ছিল সেই প্রস্তাব পত্রে? দেখুন-

হরে হরে   জয় শ্রীরাম   কৃষ্ণ কৃষ্ণ

প্রভু অভয়চরাণাবৃন্দ শ্রী চরণে কমলে এই অধমের ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম!

কৃপা করে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যাবলি একটু পড়ুন।

মায়ের কৃপায় আপনি সম্মানিত হয়েছেন, দূর্গা আপনার সম্মানকে আরও বাড়িয়ে দিন এই কামনা করি। আমরা মায়ের হারিয়ে যাওয়া বাংলাকে আবার মায়ের পূঁজোয় ধন্য করতে মহাশয়ের কাছে কিছু আরজী পেশ করছি।

সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল কর্মকর্তাকে আমরা এক মায়ের আচলে আনতে চাই। আমাদের দেহ, আত্মা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য সবার এক।

ইসকন আপনাদের চাকরীর পদোন্নতির জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তাই করবে। বিনিময়ে আপনারা ইসকনের জন্যে মানে মায়ের জন্যে কাজ করবেন।

বিভিন্ন জায়গায় আমরা জমি-জায়গাসহ অনেক সমস্যা-ভুগান্তিতে আছি। সেখানে আমাদের প্রশাসনিক সহায়তা প্রয়োজন।

প্রভু সুরেন্দ্রের মাধ্যমে আদালতে আমাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। (এই সুরেন্দ্র বলতে সম্ভবত সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা-কে বুঝানো হয়েছে। আর ইসকনের সবাই সবাইকে ‘প্রভু’ সম্বোধন করে ডাকে।) তবে প্রশাসনের এখনো নাজুকতা কাটেনি।

আপনাদের কৃপায় মায়ের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটবে।

ইসকনের সাথে কাজ করার বিনিময়ে আপনাদের স্কেল অনুযায়ী মাসিক বাড়তি ৬০% বেতন পাবেন, যা আমাদের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পরের মাস থেকেই শুরু হবে।

চুক্তির অন্যতম শর্ত- এই বিষয়টি কোনো মুসলমানের কাছে জানানো যাবে না, কারণ জগতে তারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। তাদের কারণেই আমাদের ধর্ম আজ হুমকির মুখে।

আমরা প্রথমে কিছুটা নমনীয়ভাবে মুসলমানদেরকে ভগবানের স্বর্গীয় বাণী শুনাব। ধীরে ধীরে কঠোর হতে থাকব অবাধ্য লোকজনদের প্রতি।

প্রস্তাবপত্রটি হাতে পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই পত্র বাহকের সাথে যোগাযোগ করে প্রভুর সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় থাকব।

অথবা স্বামীবাগস্থ ইসকন মন্দিরে গিয়েও কথা বলার সুযোগ আছে আপনাদের।

প্রভু আপনার কৃপা করুন।

নমস্কারান্তে,

ইসকন, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা।

ওহে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আর কতকাল ঘুমাবেন? ইতোমধ্যে ইসকন পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। কিভাবে? মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার লোভ, ঘুষ আর নিজেদের

মধ্যে হানাহানির সুযোগে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অর্ধেকটা দখল হয়ে গিয়েছে। এসব কুলাঙ্গার মুসলিম নামধারীদের আশীর্বাদে বর্তমানে সেদেশের উঁচু পর্যায়ের সকল পদগুলো দখল করে আছে ইসকন পন্থী হিন্দুরা। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আইন, বিচার ইত্যাদি প্রশাসনের সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে এখন বসে আছে ইসকনের সদস্যরা। পর্দার আড়ালে থেকে এরা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এদের সকলের স্বপ্ন- অবিভক্ত বাংলা তথা অখণ্ড ভারতমাতা প্রতিষ্ঠা করা। ইসকনের যে কোনো সমস্যায় এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এদের সকলের পিছনে আছে নরেন্দ্র মুদি তথা গোটা ভারত। মূলত সরকারের নীরবতা আর ভারতের ছত্রছায়ায় সারা দেশে ঝড়ের গতিতে বাড়ছে ইসকনের কার্যক্রম। এখন ভারত বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে তাদের ইসকনের এজেন্টদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। যখন মুসলমানরা বুঝবে যে তারা হিন্দু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্যাতিত হচ্ছে, তখন এই হিন্দুরা কৌশলে দাঙ্গা সৃষ্টি করবে। নিজেরাই নিজেদের ঘর-বাড়ি, মন্দির আক্রমণ করে বিশ্বকে বুঝাবে যে, বাংলাদেশে হিন্দুরা অনেক নির্যাতনের মাঝে আছে। তাই সেখানে বাহিনী পাঠানো দরকার। এই সূত্র ধরে ভারত তখন তার বাহিনী প্রেরণ করবে। প্রতিশোধের নামে তখন চলবে নির্বিচারে মুসলিম নিধন- "সারাবিশ্বকে কর মুসলিম মুক্ত" এই স্লোগানের বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমানকে হত্যা করবে, সেদেশের অধিকাংশ মানুষই মালাউনদের হাতে শহীদ হবে, ফলে মুসলমানদেরকে কবর দেয়ার জন্যও কেউ বাকী থাকবে না। মালাউন হায়েনারা লক্ষ কোটি মা-বোনের সম্ভ্রম লুট করবে। আর এভাবেই শুরু হবে হাদীসে বর্ণিত ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সেই "গাযওয়াতুল হিন্দ"।

֍ বাংলাদেশের মুসলমান ভাই-বোনদের প্রতি:

আমরা সতর্ক হই। বিশেষ করে আলেম সমাজ ও যুব সমাজ আমরা খুব সতর্ক হই। এবার ঘুম থেকে জেগে উঠি। আপনাদের মাথার উপর আল্লাহর আযাব এসে গিয়েছে। সকল গুনাহ থেকে তাওবা করি। আল্লাহ পাককে ভয় করি। নবীওয়ালা যিন্দেগী অবলম্বন করি। খাহেশাত পরিত্যাগ করি। অপরিচিত ও প্রকৃত ইসলামকে আঁকড়ে ধরি। জিহাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেই। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের বাহিনীতে জুড়তে হিজরত করি। আল্লাহ তাআলাই এই উম্মতের জন্য যথেষ্ট।

֍ গাযওয়াতুল হিন্দ ও ইমাম মাহদী আ. এর আত্মপ্রকাশ:

কালো পতাকার বাহিনী খুব শীঘ্রই কাশ্মীরে মরণ কামড় দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ। আর এটি ঘটবে ২০২০ বা ২০২১ এর মাঝেই, ইনশাআল্লাহ। এর জোরদার প্রস্তুতি চলছে। এদিকে *"ইসকন" এর পরিকল্পনা অনুযায়ী- তারা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তাদের অঙ্গরাজ্য বানাবে।* মুজাহিদরা কাশ্মির ভূ-খণ্ড জয় করার পরপরই ভারত বাংলাদেশে হামলা করে ঘরে ঘরে কারবালা ঘটাবে। আর এটিই গাযওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট। মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠাবেন, যে হিন্দুস্তান জয় করে ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদ থেকে পূর্ণরূপে পাক-সাফ করবেন, হিন্দু ধর্মকে চিরবিদায় জানাবেন। যদি 'ইসকন' তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে গাযওয়াতুল হিন্দ এর প্রেক্ষাপট তৈরি করে, তাহলে অবশ্যই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এর আত্মপ্রকাশ ২০২০ সালে ঘটবে, ইনশাআল্লাহ, সন্দেহ নেই। কেননা, প্রকাশ না হয়ে আর জেরুযালেম জয় না করে তিনি বাহিনী প্রেরণ করবেন কী করে??? (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

চতুর্থ ভাগ

বিবিধ

বিবিধ বিষয়াবলি

বাইবেলে উল্লেখিত শেষ যামানার নিদর্শন

আমরা মুসলিম। আমাদের জন্য কুরআন হাদীসই যথেষ্ট। আমরা আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, কুরআন কারীমকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী ও রাসূল হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। শুধুমাত্র আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি, ইহুদী-নাসারারাও বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের দ্বিতীয় আগমন নিকটবর্তী। উনার আগমন মানে উনার আগে দাজ্জালের আগমন আর দাজ্জালের আগমন মানে তার আগে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমন।

সমস্ত আসমানী ধর্মেই কিছু না কিছু ভবিষ্যত বাণী পাওয়া যায় এবং সেগুলোতে অদৃশ্য বিষয়াবলি কিছু না কিছু প্রকাশ করা হয়েছে। এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মতদের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বলতেন না। খ্রিস্টান পাদ্রী কিংবা ইহুদীদের র‍্যাবাইদের কাছে এখনও আসমানী ওহীর অবশিষ্টাংশ হয়তো রয়েছে, যদিও তারা মনুষ্যসৃষ্ট বিভ্রম ও পৌরাণিক কাহিনীর সাথে মিলিয়ে ওহীর বিকৃতি করেছে। শেষ যামানা সম্পর্কে তাদের কোনো তথ্য যেমন আমরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করবো না, তেমনি তাদের প্রদত্ত তথ্যগুলোকে আমরা অগ্রাহ্যও করিনা, বরং চুপ থাকাই নিরাপদ মনে করি। আমাদের জন্য কুরআন হাদীসই যথেষ্ট।

যাইহোক, Book of Joel, Acts 2:20 -তে উল্লেখ আছে, “the sun will turn into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord comes.”.

অর্থাৎ, “প্রভুর মহা ভয়াবহ দিন (কিয়ামত) আসার আগে সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং চন্দ্র রক্তবর্ণ হয়ে যাবে।”



চিত্র: রক্তবর্ণ চাঁদ। (২৭/০৯/২০১৫)

২০১৪ ও ২০১৫ সালে পর পর চারটি লাল চন্দ্রগ্রহণ এবং ২০১৫ সালের পূর্ণ সূর্যগ্রহণকে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিশেষ করে John Hagee এবং Mark Biltz শেষ যামানার বিশেষ আলামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া ৩১ জানুয়ারী ২০১৮ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। এ সময় চাঁদ পৃথিবীর নিকটে চলে এসেছিল এবং তাই চাঁদকে অন্যান্য সময়ের চাইতে খানিকটা বড় দেখায়। অতিকায় আকারের এ চাঁদকে “সুপার মুন” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এরপর একই বছর ২৭ জুলাই আবারো রক্তবর্ণ চন্দ্রগ্রহণ সংগঠিত হয়।



(আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

[সূত্রঃ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiChuzzg53jAhUVQH0KHXTXDeEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBlood_moon_prophecy&usg=AOvVaw2vHTa5ommKt8fLFG5mPl2S]

প্রসঙ্গঃ স্বপ্ন

- হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "নেক স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে।" (বুখারী-৬৫৮৩, মুসলিম-৫৬১৩,৫৬১৬)
- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। যে মুমিন যত সত্যবাদী, তার স্বপ্নও তত সত্য হবে, কেননা মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের পয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ।" (মুসলিম-৫৬২১)

- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরাশাদ করেন, "যখন কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যেটি সে পছন্দ করে, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে, তাই সে যেন এই স্বপ্নের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং লোকদের কাছে বর্ণনা করে। যখন কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, এটি শয়তানের পক্ষ হতে, সে যেন শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে এবং কাউকে এই স্বপ্নের কথা না বলে। কেননা (বর্ণনা করলে) এটি তার ক্ষতি করবে।"
- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "মুমিনের নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (বুখারী-৬৫৮৭, মুসলিম-৫৬২২,৫৬২৯)
- হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লহু আনহা বলেন, "(নবুয়তের প্রাথমিক যামানায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অহী আসত নেক স্বপ্ন রূপে। তিনি এমন কোন স্বপ্ন দেখতেন না, যা দিনের আলোতে সত্য হতো না।" (বুখারী- ৬৫৮১)
- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "নবুয়তের কোন কিছুই বাকী নেই, কেবল মুবাশ্‌শিরাত ব্যতীত।" নবীজী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মুবাশ্‌শিরাত কী?" তখন তিনি বললেন, "সত্য নেক স্বপ্ন যা মুমিনকে সুসংবাদ প্রদান করে।" (বুখারী- ৬৫৮৯)

“স্বপ্ন তো শরীয়তের দলীল নয়!!”

আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন (বরং অধিকাংশই এমন), যাদের সামনে কোন স্বপ্নের কথা বলা হলে একটি কথা সবসময় বলে থাকেন- “স্বপ্ন তো শরীয়তের দলীল নয়। তাই স্বপ্ন নিয়ে এত মাতামাতির কী আছে? স্বপ্নের পিছনে পড়ে থেকো না।” কোন্ স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয় আর কোন্ স্বপ্নের পিছনে পড়া যাবে না, এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। উম্মতের কোনো স্বপ্ন হতে শরীয়তের মাসআলা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে নবী রাসূলদের স্বপ্নও ওহী। যেমনঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ কে মিরাজে না নিয়ে যদি স্বপ্নেও বলা হত যে ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয’, তাহলেও উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়ে যেত। উনাকে ﷺ যদি স্বপ্নে ছয় ওয়াক্ত নামায দেয়া হত, তাই উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেত। কিন্তু কোন উম্মত, তিনি যত বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গই হন না কেন, যদি স্বপ্ন দেখেন যে ‘নামায ছয় ওয়াক্ত ফরয করা হলো’ তাহলে তা উম্মতের জন্য দলীল হবে না। এছাড়া অন্য যত নেক স্বপ্ন আছে, যিনি স্বপ্ন দেখবেন তিনি যদি সত্যবাদী, নেককার হন, সুন্নতের এহতেমামকারী হন, এসকল স্বপ্নের মধ্যে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা থাকে, ঐ মুমিনের জন্য বা উম্মতের জন্য, এবং তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় বা মন সাক্ষ্য দেয় যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, তাহলে এ সকল স্বপ্ন অবশ্যই গুরুত্ববহ এবং এগুলোকে উম্মতের আমলে নেয়া উচিত। কেননা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, মুমিন যদি সত্যবাদী হয় তাহলে (বিশেষ করে শেষ যামানায়) উম্মতের স্বপ্ন সত্য হবে। এটিকে ওহীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে

গিয়েছে, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে পছন্দমত উম্মতের কাছে তাঁর গোপন (গায়বের) বার্তাসমূহ প্রেরণ করে থাকেন। শেষ যামানায় যেহেতু হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম ওহী নিয়ে আগমন করবেন না, তাই বুঝাই যাচ্ছে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীদের সাথে আল্লাহ তাআলার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম অবশ্যই হবে "নেক সত্য স্বপ্ন"। এছাড়াও কাশ্‌ফ, এলহাম ইত্যাদি তো রয়েছেই। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে...

- ১৪৪০ হিজরীর শাবান মাসে উমরাহর সফরে মক্কায় অবস্থানকালীন সময় আমি স্বপ্নে দেখি, কেউ একজন আমাকে বলছে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ২০২০ সালেই আসবে। ইহুদী খ্রিস্টানরা জেনে গেছে আর তাই তারাও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিচ্ছে।

  দেশে ফিরে বিষয়টির উপর ব্যাপক গবেষনা করি, যার ফলাফল এখন আপনাদের হাতে এই কিতাবটি। আমার দেখা সেই স্বপ্ন আমাকে কুরআন হাদীস ঘেটে এবং বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন পূর্বক আলোচ্য কিতাবটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমন হয়নি যে, আমি ২০২০ সাল সংক্রান্ত বিষয়ে আগে গবেষণা করেছি এরপর স্বপ্নে দেখেছি।

- শাওয়াল মাসের (১৪৪০ হিজরী) শেষের দিকে আমার মুহতারামা স্ত্রীও একই রকমের স্বপ্ন দেখেছে। তার স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে বহু নযীর রয়েছে।

- জিলকদ ১৪৪০ হিজরীর প্রথম দিকে আমার পরিচিত এক দ্বীনী (বয়সে) ছোট ভাই আমাকে মোবাইল করে পরামর্শ চাইল, 'ভাই, বাসায় বিয়ের আলোচনা চলছে। এখন কি বিয়ে করাটা ঠিক হবে?' জিজ্ঞেস করলাম, কেন? সে বলল, ভাই, এখন তো শেষ যামানা চলে এসেছে, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এর আগমনের সময় নিকটবর্তী। তাই বিয়ে করে লাভ কী? আমি বললাম, 'প্রথম কথা হচ্ছে, বিয়ে করা সুন্নত আবার জিহাদ করাও আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর রাসূল ﷺ দুটোই করেছেন। তাই বিয়ের জায়গায় বিয়ে আবার জিহাদের প্রয়োজনে জিহাদে যেতে হবে। দুটোই করতে হবে। তবে বিয়ে-সংসার এগুলো যেন জিহাদের অন্তরায় না হয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তোমাকে কে বলল, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমন নিকটবর্তী?' সে জবাব দিল, "২০১৫ সালে ফুরফুরা শরীফের একজন পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইমাম মাহদী কবে আসবেন? তাঁর কি জন্ম হয়েছে? তিনি আমাকে বললেন, হ্যাঁ, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের জন্ম হয়েছে আর বর্তমানে তার বয়স ৩৫ বছর (অর্থাৎ ২০২০ সালে তাঁর আত্মপ্রকাশ করার কথা!!)"

ছেলে বলে কী!!! ২০২০ সাল!!!

- তাবলীগ জামাতের মাওলানা সাদ সাহেব বর্তমানে একজন বিতর্কিত মানুষ। তিনি হক কি বাতিল এটি আমার আলোচ্য বিষয় নয়, তবে ২০১৮ সালে তিনি একটি উক্তি করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, "দুই বছরের মাঝে (অর্থাৎ ২০২০ সালে) ইমাম মাহদী আসবেন। ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটলে আমি তাবলীগ জামাতের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিব।"

- হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বিশিষ্ট খলীফা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) একজন বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি আশির দশকে বলেছিলেন, "ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমনের সময় নিকটবর্তী, হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশধরদের মাঝে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সহযোগী বানাও। আমীন।"
- হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বলেন, "ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম ১৪৪০ হিজরীর পর আগমন করবেন।" আর ১৪৪০ হিজরীর পর সবচেয়ে সম্ভাব্য সময় হচ্ছে ১৪৪১ হিজরী।

(আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।)

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং কুরআন, হাদীস ও সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচ্য গ্রন্থের সকল বিষয় বিবেচনাপূর্বক আমরা বলতে চাই, "২০২০ সালে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আত্মপ্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, শুধু প্রবল নয়, এতটাই প্রবল যে কোন সচেতন মুমিন কিংবা তালেবুল মাহদীর জন্য ঘরে বসে থাকার আর কোনো সুযোগ নেই, একথা বলারও সুযোগ নেই যে, 'দেখা যাক কী হয়! হলেও হতে পারে!' ২০২০ সাল প্রতিশ্রুত সময় ধরেই আমাদের আগে বাড়া দরকার"। [আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। সঠিক পথ প্রাপ্তির ব্যাপারে আমরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।]

ইমাম মাহদীর আগমনের বছরের লক্ষণসমূহ

এই লক্ষণসমূহ ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আগমনের বছরের রমজান মাস হতেই প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে। জিলহজ্জ মাসে বাইয়াত হওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা প্রকাশ পেতে থাকবে। লক্ষণগুলো হচ্ছে-

১. মধ্য রমজানে (১৫ ই রমজান শুক্রবার রাতে) আকাশ হতে বিকট আওয়াজ আসবে। যার প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার মানুষ বধির হয়ে যাবে। সেদিন তারা নিরাপদ থাকবে যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চশব্দে আল্লাহু আকবার বলবে। তারপর আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। (মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৩১০/৭, তাবারানি শরীফ, আস সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

[হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যায়, প্রথম শব্দটি আকাশ হতে আল্লাহর নির্দেশে আসবে। কিন্তু যেহেতু এই শব্দের প্রভাব দুনিয়ার সতর্ক মুমিনদের চোখ খুলে দিবে তাই কাফেররা প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় এমন বিকট কোনো শব্দ ঘটাবে, যাকে 'শয়তানের শব্দ' বলা হয়েছে। এই শব্দকে একটি প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা বলে দাজ্জালি মিডিয়াতে এমনভাবে রঙ লাগিয়ে প্রকাশ করা হবে, যাতে দুনিয়ার সবাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় এবং অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা সহজেই পথভ্রষ্ট হয়। তাছাড়া শব্দটি পৃথিবীর সকল মানুষ শুনতে পাবে এটিও জরুরি নয়। কেননা, প্রথমত, বিশ্বের সকল

দেশে মধ্য রমজান শুক্রবার নয়, এটি হবে আরবের হিসেবে মধ্য রমজানের শুক্রবার রাত্রি। দ্বিতীয়ত, সকল দেশে তখন রাত থাকবে না। তাই আমাদের দৃষ্টি থাকবে আরবে, বিশেষত মক্কা ও মদীনায়।

২. একজন খলীফার মৃত্যুতে ব্যাপক মতানৈক্য দেখা দিবে। (মুজামুল আউসাত, ৩৫/২, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস-৬৯৪০, মুসনাদে ইবনে হিব্বান, হাদিস-৬৭৫৭, মুজামুল কাবির, হাদিস-৯৩১, আবু দাউদ, হাদিস-৪২৮৮)

৩. ঘোরতর যুদ্ধ হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে যুলকাদা মাসে। হাজি লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে জিলহজ্জ মাসে। (মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৩১০/৭, তাবারানি শরীফ, মুসতাদরাকে হাকেম, ৫৪৯/৪)।
মিনায় মহাযুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটবে। এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আকবাতুল জামরাতেও রক্ত বইতে থাকবে। (মুসতাদরাকে হাকেম, ৫৪৯/৪)

৪. এরপর (সাধারণভাবে) লোকেরা ইমাম মাহদীকে খুঁজবে এবং চিনে ফেলবে। তাই তাঁকে তাঁর সাথীরা জোর করে ঘর থেকে বের করে এনে (অথবা এক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি তখন কাবার চাদর গায়ে জড়িয়ে ক্রন্দনরত থাকবেন।) তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাবা ঘরের রুকন (হাজরে আসওয়াদ) এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে তখন ৩১৩ জন বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তাদের প্রতি আসমান ও যমিনের সকল বাসিন্দাগণ খুশি থাকবে। (মুসতাদরাকে হাকেম, ৫৪৯/৪, মুজামুল আউসাত, ৩৫/২, ১৭৬/৯, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস-৬৯৪০, মুসনাদে ইবনে হিব্বান, হাদিস-৬৭৫৭, মুজামুল কাবির, হাদিস-৯৩১, আবু দাউদ, হাদিস-৪২৮৮)

এইখানে আমাদের একটি বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে, এই আলামতগুলো কখন, কিভাবে ঘটবে, কোনটি ঘটবে কিংবা আদৌ ঘটবে কিনা তা নির্ভর করবে হাদীসগুলো কতটুকু সহীহ এবং আল্লাহ পাকের

ইচ্ছার উপর। এগুলো সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। আবার আমরা যেন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে মিডিয়ার উপর নির্ভর না করি। কেননা, দুনিয়ার সকল মিডিয়া ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আর তারা এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই জানে, তাই তারা কখনোই চাইবে না যে মুসলমানগণ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানুক। ২০২০ সালে কি ঘটে সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

যারা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হতে চান....

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বাইয়াত হবে কাবা ঘরের প্রাঙ্গনে আর সেদিন মিনায় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলবে (১০/১১/১২ জিলহজ্জ হাজীরা মিনায় থাকেন)। অর্থাৎ যারা হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করবেন তাদের জন্য সেই ৩১৩ জনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। কেননা তখন হজ্জের অংশ হিসেবে আপনাকে মিনায় অবস্থান করতে হবে। তাই আমাদের যা করতে হবে তা হলো, ‘বৈধ/অবৈধ যেভাবেই যাওয়া হোক, হজ্জের নিয়তে যাওয়া যাবে না, বরং উমরাহর নিয়তে হজ্জের সফর করতে হবে। আর মিনার দিনগুলোতে আমাদেরকে কাবা ঘরের এখানে অবস্থান করতে হবে। যেন আমরা ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের বাইয়াত পেয়ে যাই। যারা ‘তালেবুল মাহদী’ হবেন তাদেরকে এমনটিই করতে হবে। হ্যাঁ, এতে হয়ত টাকা বেশি খরচ করতে হবে। কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের হাতে বাইয়াত হতে পারা কতটা সৌভাগ্যের বিষয়! সাহাবায়ে কেরামের পর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ

জামাত এই ৩১৩ জনের জামাত, যারা ইমাম মাহদীর হাতে মওতের বাইয়াত গ্রহণ করবেন, তাদের উপর আসমানবাসী ও যমীনবাসী সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের যমানা পেলাম কিন্তু ৩১৩ জনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারলাম না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় একজন মুমিনের জন্য আর কি থাকতে পারে! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাহরুমি হতে হেফাজত করুন। আমীন। তাই টাকার চিন্তা করা যাবে না। সম্ভাবনাময় প্রতিটি বছরেই আমাদেরকে উমরাহর নিয়তে হজ্জের সফর করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। যারা একবারে হিজরত করতে পারবেন এবং অপেক্ষা করতে থাকবেন, আরো ভালো। যেহেতু ২০২০ সাল প্রবল সম্ভাবনাময়, তাই আমাদেরকে খুব দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হবে। মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে, মৃত্যুকে খুব নিকটে জেনে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে সামনে আগে বাড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সৌভাগ্যের জন্য কবুল করুন। আমীন।

অনেক দেরি হয়ে গেল.........

উম্মুল মুমিনিন উম্মে ছালামা রাযি. বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একজন খলিফার মৃত্যুর পর বিরাট মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। অতঃপর বনু হাশেম গোত্রের একজন ব্যক্তি পলায়ন করে মক্কায় চলে যাবে। লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে যে, সে-ই হচ্ছে আখেরি যামানার ইমাম মাহদি। তাই তাকে ঘর থেকে বের করে এনে কাবা শরিফে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাতে বাইয়াত হবে। বায়আতের খবর শুনে শাম (সিরিয়া) থেকে

একটি বাহিনী প্রেরণ করা হবে। বাহিনীটি যখন বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছবে, তখন তাদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর মাহদির কাছে ইরাকের ওলিগণ ও শামের আবদালগণ এসে মিলিত হবেন।....” [মুজামুল আউসাত,৩৫/২, মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস নং ৬৯৪০, মুসনাদে ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৭৫৭, মুজামুল কাবির, হাদিস নং ৯৩১, আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৮৮]

ইমাম মাহদির হাতে প্রথম দিন ৩১৩ জন বাইয়াত গ্রহণ করার পর সত্যায়ন স্বরূপ আসমান থেকে ঘোষণা আসবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর শয়তান আবার গায়েব থেকে বিপরীতে ঘোষণা দিবে। মানুষ তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এই দ্বিধা তখন দূর হবে যখন বায়দার ঘটনা ঘটবে। সেই বাহিনীর কেবল দুই ব্যক্তি বেঁচে যাবে। একজন দৌঁড়ে মক্কায় যেয়ে লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে যে ইনিই ইমাম মাহদি। অপরজন সিরিয়া ফিরে যেয়ে সেখানকার লোকদেরকে সাবধান করবে যে, ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরপর মাহদির কাছে ইরাকের ওলিগণ ও শামের আবদালগণ এসে মিলিত হবেন।

একটু থামুন! চিন্তা করুন, কি ঘটনা ঘটলো!.........

ওলি-আবদালগণের অনেক দেরি হয়ে গেল। কেন বলুনতো? এখানে একটি প্রশ্ন হলো, ইমাম মাহদির বাইয়াতের ঘটনার পর সৌদি সরকার কি বসে থাকবে? তারা কি কিছুই করবে না? সৌদি সরকার তো আমেরিকার তাবেদার ও বাতিল। আর সৌদি সরকারকে উপেক্ষা করে তো আর সিরিয়ার বাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। তাইনা? তাহলে ঘটনা কি ঘটবে? “বদর”!!! যা ওলি-আবদালরা (যারা যুগের শ্রেষ্ঠ মুমিনদের অন্যতম) মিস্ করবে। সৌদি সরকার অবশ্যই মক্কার

ইমাম সাহেবদের কাছে ফতোয়া চাইবে, একদল সন্ত্রাসী মাসজিদে হারাম অবরোধ করেছে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তাই মসজিদে কমান্ডো অভিযান চালানোর অনুমতি দেয়া হোক। আর অমনি দরবারি মক্কার ইমামগণ ফতোয়া দিবে, করা হোক। কিন্তু সৌদি সরকার ইমাম মাহদিকে আক্রমণ করে ব্যর্থ হবে। কারণ ইমাম মাহদির সাথে সাহায্যকারী হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা থাকবেন এবং মুমিনদেরকে সাহস দেয়ার জন্য ৩০০০ ফেরেশতা থাকবে। আল্লাহ তাআলা ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র বাহিনীকে তৃগুত সৌদি বাহিনীর উপর বিজয় দান করবেন। সরকারের পতন ঘটবে, ইন্‌শাআল্লাহ ইমাম মাহদির হাতে সৌদি জয় হবে। এক কথায় "বদর"-এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ৩১৩ জনের ঐ দলটি মর্যাদার দিক থেকে সাহাবীদের পর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ দল। তাদের উপর আসমানবাসী ও যমিনবাসী সন্তুষ্ট থাকবে। আর বদরী সাহাবীদেরকে আল্লাহ তাআলা যেমনভাবে অন্যান্য সাহাবীদের মাঝ হতে বাছাই করেছিলেন, তেমনি কোটি কোটি উম্মতের মাঝখান হতে ৩১৩ জন ইমাম মাহদীর সাথীও বাছাইকৃত হবেন। তাদেরকে আল্লাহ তাআলাই পথ নির্দেশনা দান করবেন। ইমাম মাহদীকে চিনিয়ে দিবেন। বদরী সাহাবীদেরকে যেমন বলা হয়েছিল- তোমরা যা ইচ্ছা করো, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। ইমাম মাহদির প্রাথমিক সঙ্গী সেই ৩১৩ জনের জন্যও এই সৌভাগ্য জুটবে ইন্‌শাআল্লাহ। যে সকল সাহাবী বদরে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা এই সুযোগ মিস্ করার কারণে আজীবন আফসোস করেছিলেন। এই যামানায়ও যারা প্রথমেই ইমাম মাহদির হাতে বাইয়াত হতে পারবে না, সে সকল মুমিনগণ, ওলি-আবদালগণও আজীবন আফসোস করতে থাকবেন। তাহলে বুঝা গেল,

ওলী-আবদালদের অনেক দেরী হয়ে গেল। ওলী-আবদালরা ইমাম মাহদির সাথে কালবের যুদ্ধে শরীক হবে। আরো শরীক হবে বণি ইসহাকের সত্তর হাজার মুজাহিদ (ইউরোপীয় নওমুসলিম)। অর্থাৎ তাঁরা ইমাম মাহদীর উহুদের সাথী হবেন।

হিন্দুস্তানে বসে যারা চিন্তা করছেন বায়দার ঘটনা ঘটার পর ইমাম মাহদীর সাথে জুড়ে যাবেন, তাদের এটি অলীক চিন্তা। লক্ষ্য করুন, হাদীসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, 'ইরাকের ওলিগণ ও শামের আবদালগণ'। এদিকে "গাযওয়াতুল হিন্দ" শুরু হবে। হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঘরে ঘরে হিন্দুরা কারবালা ঘটাবে। তখন কিভাবে হিজরতের সময় পাওয়া যাবে। তখন তো ঘরে থেকেই মরতে হবে। অনেকেই এই আশায় আছেন যে, এখানেও তো যুদ্ধ হবে, আমরা এখানে থেকেই যুদ্ধ করব। যদিও গাযওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণকারীরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালামের সমান মর্যাদার অধিকারী হবেন, তারপরও এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য ব্যাপারটা মনে হয় এত সহজ হবে না। কেননা হাদীসে আছে, "বাইতুল মুকাদ্দাসের একজন বাদশাহ (গাযওয়াতুল হিন্দের সময়) হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। ওই বাহিনী হিন্দুস্তান বিজয় করবে। ওখানকার সকল ভাণ্ডার উদ্ধার করে এগুলো দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানে বাদশাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসবে। ওই বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।" (আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং-১২৩৫) যদি হিন্দুস্তানে বসে থেকে কিছু করাই যেত তাহলে এদেশের মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য বাইতুল

মুকাদ্দাস থেকে বাহিনী আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। এককথায়, হিন্দুস্তানের ওলী-আবদালরা 'উহুদ'ও মিস্ করবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নসীহত হচ্ছে, ইমাম মাহদি প্রকাশ পাওয়ার পর বরফে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার বাহিনীতে যেন আমরা জুড়ে যাই। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, ইমাম মাহদির বাহিনীতে জুড়ে যাওয়া এতটা সহজ নয়, যতটা আমরা ভাবছি।

অনেকে হয়তো চিন্তা করবেন, ঠিক আছে 'উহুদ'ও যেহেতু মিস্ হয়ে গেল, তার পরের যুদ্ধে ইমাম মাহদীর সাথে জুড়ে যাব। ভাই, এরপরে "মুতার যুদ্ধ" অপেক্ষা করছে। আরো ভয়াবহ যুদ্ধ। বরং মানবেতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মুতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করা যাক। তিন হাজার মুসলমান দুই লাখ আরব-রোমান সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যে যুদ্ধে ইসলামের তিন বীর সেনাপতি হযরত যায়েদ রা., হযরত জাফর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা রা. শহীদ হন, যে যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রদিয়াল্লাহু আনহু নয়টি তরবারি ভেঙে ছিলেন এবং "আল্লাহর তরবারি" উপাধি লাভ করেছিলেন। তেমনিভাবে ইমাম মাহদির নেতৃত্বে এক অসম ভয়াবহ যুদ্ধ হবে, যার নাম "আল মাল্‌হামাতুল্‌ কুবরা"। আশিটি দেশের পতাকা একত্রিত হবে, যার প্রতিটিতে বার হাজার করে সৈন্য থাকবে, প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল সম্মিলিত বাহিনী একত্র হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর মুসলমানদের সংখ্যা বরাবরের মতই নেহায়েত কম হবে। আরো খারাপ সংবাদ হলো, তিন হাজার সাহাবায়ে কেরাম তো তাঁদের সংখ্যার ছেষট্টি গুণ সংখ্যক কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন বীরদর্পে শাহাদাতের তামান্না

নিয়ে, কিন্তু ইমাম মাহদির বাহিনী তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একভাগ মৃত্যুর ভয়ে হোক কিংবা মুনাফেকীর কারণে হোক রণে ভঙ্গ দিবে এবং পালাবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কখনোই মাফ করবেন না। (নাউযুবিল্লাহ)। আরেক ভাগ শহীদ হবেন, যারা হবেন শ্রেষ্ঠ শহীদ। শেষ ভাগ গাজী, যাদের আল্লাহ তাআলা আর কখনো পরীক্ষা নিবেন না। তাদেরকে রোম বিজয় ও দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।"(হে কাফেরের দল!) আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতো বেশিই হোক না কেন তা তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না, আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন।" [৮ সূরা আনফাল: ১৯]

মোটকথা, চিন্তা নেই, ফিকির নেই, সত্য তামান্না নেই, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেই, চেষ্টা নেই, তদবির নেই, দুআ নেই, দুনিয়াকে চিনা হয়নি, দুনিয়া ছাড়া হয়নি, আর চিন্তা করা যে "ইমাম মাহদি প্রকাশ হোক, জুড়ে যাব"- এটি একটি আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়!!! আমাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো, "আমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত কিন্তু এখনই নয়। দুনিয়াটা এখনো ভোগ করা শেষ হয়নি। এখনো অনেক কিছু ভোগ করার বাকী রয়ে গিয়েছে।" আরেকদল আছে, তাদের অবস্থা হলো, দ্বীনের কোন একটি মেহনতের সাথে লেগে আছে আর ভাবছে ঘরে বসে থেকে জিহাদের সাওয়াব লাভ করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় যেমন মন থেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা/ না করাটা মুনাফেকীর মানদন্ড ছিল, ঠিক তেমনি ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সময়ও 'কম্বল জিহাদ' কিংবা 'ভার্চুয়াল জিহাদ' বাদ দিয়ে ময়দানের জিহাদ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিকট ঈমান গৃহীত হবে না। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ পূর্ব থেকেই বলে দিয়েছেন

ইমাম মাহদীর সহযোগী কালো পতাকার বাহিনীতে শরীক হয়ে যাও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। আখেরাতের মহা বাণিজ্যে লাভের আশায় দুনিয়ার তুচ্ছ বাণিজ্যকে ত্যাগ করে সফলতার পরিচয় দিয়ো। লক্ষ্য রেখো, মায়ের কোমল মমতা, জীবন সঙ্গিনীর সিক্ত অশ্রু, অথবা নয়নের মণির চেহারাটুকু যেন আমার এবং আমার জন্য আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের ভালোভাসার পথে কোনরূপ বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। শহরের বড় বড় প্রাসাদ আর চাকচিক্যপূর্ণ বিলাশ বহুল ভবনগুলো তোমাদেরকে পাহাড়ের অন্ধকার গর্তে আশ্রয় গ্রহণের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ইট আর মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আখেরাতের চিরস্থায়ী প্রাসাদগুলোকে নষ্ট করে দিয়ো না। কারাগারের কালো কুঠুরিগুলোতে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে দাজ্জালি শক্তিগুলোর সামনে মাথা নত করো না। মনে রেখো, কবরের চেয়ে কালো কুঠুরি আর ভয়ানক কারাগার কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই। রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন, যা হওয়ার হোক কোনো কিছুকেই পরোয়া করবে না, বরং অবশ্যই ইমাম মাহদীর সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেয়ো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“৩৮. হে ঈমানদারগণ! এ কি হলো তোমাদের! যখন তোমাদের আল্লাহ তায়ালার পথে (কোনো অভিযানে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা যমীন আঁকড়ে ধরো; তোমরা কি আখেরাতের (স্থায়ী কল্যাণের) তুলনায় (এ) দুনিয়ার (অস্থায়ী) জীবনকে নিয়েই বেশি সন্তুষ্ট? (অথচ) পরকালে (হিসাবের মানদন্ডে) দুনিয়ার মালসামানা নিতান্তই কম। ৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে) না বের হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।” (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮-৩৯)

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ﴿٢٤﴾

“বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা (ক্ষতি বা) বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত (দেখ, তোমাদের পরিনতি কি হতে যাচ্ছে), আর আল্লাহ তাআলা ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।” (০৯ সূরা তাওবাহ: ২৪)

ওহে, কালো পতাকার বাহিনীর ভাইয়েরা!

আরবের দিকে মার্চ করুন। আপনাদের কুচকাওয়াজের পদধ্বনির আওয়াজে আল্লাহর যমীন কেঁপে কেঁপে উঠুক! একেক করে বাতিলের সব মসনদ ভেঙে চুরমার হয়ে যাক! বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ক্ষণ অতি সন্নিকটে! ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আপনারা প্রস্তুত হউন! আপনাদের তরবারিগুলোকে ধার দিতে থাকুন! আপনাদের কষ্টের দিনগুলো শীঘ্রই বিজয়ের উল্লাসে ভরে উঠবে! আর বাতিলের দুর্গে শুরু হবে কান্নার মাতম আর আহাজারি! আর বেশি দিন নয়! হাদীসের বাণী সত্য হবেই! এবং খুবই নিকট ভবিষ্যতে! আপনাদের সে কথা প্রমাণ করার সময় এসেছে যে, আপনারাই সেই কালো পতাকার বাহিনী, যার কথা আমার নবীজী ﷺ ভবিষ্যদ্বানী করেছেন! আপনারাই ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সহযোগী, তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারী, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী, ইন্শাআল্লাহ, আপনাদের হাতেই আল-কুদ্স বিজয় হবে! সুতরাং ওহে কালো পতাকার বাহিনীর ভাইয়েরা! দ্রুত আগে বাড়ুন, আরবের দিকে মার্চ করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সেই সৌভাগ্যবান ৩১৩ জন সাথীর অন্তর্ভূক্ত করুন, যাদের উপর আসমানবাসী ও যমিনবাসী সন্তুষ্ট, যারা আসমানের নীচে এবং যমীনের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ। আমীন।

******* সমাপ্ত *******

ইনশাআল্লাহ, ২০20 সাল-ই সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ.....

যখন ঘটবে প্রতিশ্রুত রাহ্‌বারের আগমন....

সুতরাং বন্ধু, চল যাই দলে দলে.....

ইমাম মাহদীর পতাকাতলে....

শহীদী তামান্না নিয়ে.....

“ইলাল্ মাক্কা”.......

প্রকাশকের কথা
(লেখকের অন্যান্য কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা)

‘প্রতিশ্রুত রাহবার’ সিরিজ-০২

কেমন হবে ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী?

ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করবেন “নবুয়তের আদলে খিলাফত”। আর ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের আখলাক (স্বভাব চরিত্র) ও যিন্দেগী হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মত; কিন্তু চেহারা তাঁর মত হবে না। তাহলে, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালামের সাথীদের আখলাক ও যিন্দেগী কেমন হবে? ‘নবুয়তের আদলে খিলাফত’ কায়েমের জন্য যদি নেতার (ইমামের) আখলাক ও যিন্দেগী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত হতে হয়, তাহলে নেতার সাথীদের আখলাক ও যিন্দেগী নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথীদের (সাহাবায়ে কেরামের) অনুরূপ হওয়া আবশ্যক।

আবার, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, “ইসলাম শুরুতে গরীব (অপরিচিত) ছিল, খুব শীঘ্রই তা আবার গরীব (অপরিচিত) হয়ে যাবে যেমনটি শুরুতে ছিল, সুতরাং সুসংবাদ গোরাবাদের জন্য (যারা অপরিচিত ইসলামকে নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরে রাখে)।” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, ইমাম মাহদী আলাইহিস্ সালাম এবং তাঁর সাথীদের যিন্দেগী হবে নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী, কিন্তু সে ইসলাম হবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিচিত। তারপরও অল্প কিছু মানুষ সে ইসলামকে চিনবে, নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরে রাখবে। তাদের জন্যই সুসংবাদ। এরাই হবে আসমানের নীচে, জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত!!! কী ছিল 'অপরিচিত' সেই ইসলামের স্বরূপ??? নবুয়তের যামানায় ছাহাবায়ে কেরামের সেই 'অপরিচিত ইসলাম'-কে নিয়ে রচিত ঈমানদীপ্ত একটি অদ্বিতীয় কিতাব-

'প্রতিশ্রুত রাহবার' সিরিজ-০২:

"নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী (গরীব ইসলাম)"

(প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড)

কিতাবটিতে আলেম সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ দ্বীনদার, দাঈ-মুবাল্লিগ, মুজাহিদ, সালেকীন, সালেহীন, ইসলামী রাজনীতিবিদ, ফাসেকীন, নাস্তিক-মুরতাদ ইত্যাদি সকল শ্রেণির মানুষের জন্য হিদায়াতের খোরাক বিদ্যমান।

তাই কিতাবটি সকলের জন্য অবশ্য পাঠ্য........

এই কিতাব সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেন-

সাহাবাওয়ালা মেজাজ গড়তে..........

কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে সঠিক পথ দেখাতে.........

পৃথিবীর মানচিত্র ও ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে.........

উম্মতকে সাহাবাওয়ালা ঈমানী চেতনায় জাগ্রত করতে.........

আখেরী যামানার উম্মতকে নবুয়তের যামানায় ফিরিয়ে নিতে.......

সাহাবায়ে কেরামের জামাতের আদলে একটি নূরানী জামাত তৈরি করতে.......

এই কিতাবটি যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ!!!

-মাহমুদ আল হিন্দী

‘প্রতিশ্রুত রাহবার’ সিরিজ-০২:

“নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী (গরীব ইসলাম)”

কিতাবের লিংক:

প্রথম খণ্ড:

https://archive.org/download/1_20191003_20191003/Nobiwala%20o%20Sahabawala%20Jindegi%20%28Part%20One%29.pdf

দ্বিতীয় খণ্ড:

https://archive.org/download/2_20191003_201910/Nobiwala%20o%20Sahabawala%20Jindegi%20%28Gareeb%20Islam%29.pdf

তৃতীয় খণ্ড:

https://archive.org/download/3_20191003_20191003_1357/Nobiwala%20o%20Sahabawala%20Jindegi%20%28Part%20Three%29.pdf

اللّٰهُمَّ اَرِنَا الحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا البَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

“হে আল্লাহ! আপনি ‘সত্য’কে সত্যিকারের ‘সত্য’ হিসেবে প্রদর্শন করুন এবং তার অনুসরণ করার তাওফীক আমাদের দান করুন। এবং আপনি ‘বাতিল’কে সত্যিকারের ‘বাতিল’ হিসেবে প্রদর্শন করুন এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।” (আল্লাহুম্মা আমীন)